৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০০০

ত্রৈমাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রকাশক:
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন (অফিস) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্স ৭৬১৩৭৮।
মুদ্রণে: [illegible] প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোন [illegible]।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

رب زدني علما

المجلد ٣: العدد ٨، محرم ١٤٢١هـ / مايو ٢٠٠٠م

رئيس التحرير: د. محمد أسد الله الغالب

تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি: [illegible] জামে মসজিদ, দিনাজপুর।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writers of home and abroad, aiming at establishing a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i Quran 2. Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News: Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatwa etc.

বিজ্ঞাপনের হার

• শেষ প্রচ্ছদ	৫,০০০/=
• দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	২,৫০০/=
• তৃতীয় প্রচ্ছদ	২,০০০/=
• সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১,৫০০/=
• সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	৮০০/=
• সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	৫০০/=
• [illegible]	৩০০/=

• [illegible] বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/-। ষান্মাসিক ৮০/-	----
এশিয়া মহাদেশ	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

• [illegible] ৪০% টাকা অগ্রিম [illegible] হবে।
[illegible] আত-তাহরীক [illegible] রাজশাহী, বাংলাদেশ [illegible]।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor: Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Edited by Muhammad Sakhawat Hossain
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi Bangladesh
Yearly subscription at home Regd. Post: Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Address: Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH P.o. SAPURA, RAJSHAHI
Ph & Fax: (0721) 760525 Ph: (0721) 761378

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৩য় বর্ষঃ	৮ম সংখ্যা
মহররম	১৪২১ হিঃ
বৈশাখ	১৪০৭ বাং
মে	২০০০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮।
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ(বাসা)৭৬০৫২৫

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস- ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
আন্দোলন অফিস - ফোনঃ ৯৩৩৮৮৫৯।
যুবসংঘ অফিস - ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- **প্রবন্ধঃ**
  - শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত ১৩
    -রফীক আহমাদ
  - ন্যায় পরায়ণতা ১৭
    -ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
  - উৎসব-উপহার ১৯
    -মুহাম্মাদ আবদুর রহমান
  - প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ ২২
    -আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
- **ছাহাবা চরিতঃ**
  - আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) ২৩
    -মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
- **চিকিৎসা জগৎ** ২৮
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ**
  প্রত্যেক বস্তু তার মূলের দিকেই ফিরে যায় ২৯
- **দো'আ** ৩১
- **কবিতা** ৩১
  ০ মন্বন্তরে মুক্তিক্ষুধা ০ অবাহাদুরী
  ০ ইসলামী যুবক দল
- সোনামণিদের পাতা ৩৩
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৭
- মুসলিম জাহান ৪১
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২
- জনমত কলাম ৪৩
- সংগঠন সংবাদ ৪৪
- প্রশ্নোত্তর ৪৭

বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম

সম্পাদকীয়

কথিত মহাপ্রলয়ঃ প্রকৃত সত্যের অপপ্রচার!

৫ই মে ২০০০। কথিত মহাপ্রলয় দিবস। সুন্দর, মায়াময় ও বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এক শ্রেণীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী'র এই অপপ্রচারে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ শংকা, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার সাথে প্রহর গুণতে থাকে এই দিনটির জন্য। সেই সাথে চলে নানান প্রস্তুতি। বাড়ীতে বাড়ীতে আয়োজন চলে ভাল খাবারের। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে একত্রে মৃত্যুর প্রত্যাশায় দূর দূরান্ত থেকে অনেকে ঘরে ফিরে আসেন। আবার অনেকে নাজাতের আশায় তাবিজ-কবজ নেন। শেষ ক্ষমা চেয়ে নেন আল্লাহ্‌র দরবারে। কোথাও কোথাও গায়েবানা জানাযাও চলে মহা সমারোহে। সাভারের 'আদু' ফকীরের মতে- 'ক্বিয়ামতের আগে যারা নিজেদের জানাযা পড়তে পারবে, তাদের সকল গোনাহ মাফ হয়ে যাবে'। ভন্ডপীরেরা সুযোগে সদ্ব ব্যবহার করে। ক্বিয়ামত থেকে মুক্তি পেতে মুরীদদেরকে অধিকহারে নযর-নিয়াজ প্রদানের আহ্বান জানায়। বাড়ী বাড়ী তোলা হয় চাল-ডাল-টাকা-পয়সা। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায়ও নেয়া হয় বিভিন্ন পদক্ষেপ। ফরিদপুর যেলার চন্ডিপুর এলাকায় সুউচ্চ টাওয়ার স্থাপন করা হয়। একই যেলার কুলারহাট নামক একটি গ্রামে ৮০ টি মেহগনি গাছ কেটে ভেলা তৈরি করা হয়। অনেকে লঞ্চ ভাড়া করেন সম্ভাব্য ভূমিকম্প থেকে রক্ষার জন্য ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, একশ্রেণীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অপপ্রচারের ফলে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মহাপ্রলয় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ধারণা ছিল এইদিন পৃথিবীতে মহাপ্রলয় ঘটবে। কারণ সৌরজগতের ৫টি গ্রহ একই সমান্তরালে খুব কাছাকাছি অবস্থান করবে। ফলে মহাজাগতিক আকর্ষণে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। ৫শ' থেকে ২ হাযার কিঃ মিঃ বেগের ঝড়, ৫০ থেকে ১০০ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছাস এবং ভয়াবহ ভূমিকম্প ইত্যাকার অনেক কিছু। ভারতীয় জনৈক বিজ্ঞানী'র অভিমত ছিল- '৫ই মে গ্রহগুলো পৃথিবীর প্রায় ৩০ ডিগ্রি এঙ্গেলে একই কৌণিক রেখায় অবস্থান করবে। যার ফলে ১ থেকে ২ মিনিটের জন্য পৃথিবীর ঘূর্ণি বন্ধ হয়ে পুনরায় চালু হবে। পৃথিবীর এই গতি বিরতির ফলে যদি বৃহস্পতি গ্রহ থেকে শনি এগিয়ে যায় তবে পৃথিবী উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করবে। এতে পৃথিবীর আবর্তনের সাইক্লিক্ অর্ডার পরিবর্তিত হয়ে যাবে। ফলে পরদিন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে'।

এক্ষণে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে বৈজ্ঞানিকদের কল্পিত মহাপ্রলয়ের ভিত ছিল একেবারে নড়বরে। এ কথা যেমন অনিবার্য সত্য যে, এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, তেমনি এ কথাও ধ্রুব সত্য যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এর দিন-তারিখ নির্ধারণ সম্ভব নয়। কেননা পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান মানুষের আয়ত্তের বাইরে। তন্মধ্যে একটি 'ক্বিয়ামত' (লুকমান ৩৪)। এমনকি ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তা সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা জিবরাঈল আমীন এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও অবগত নন। জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নিকটে ক্বিয়ামত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 'প্রশ্নকারীর চেয়ে প্রশ্নকৃত ব্যক্তি অধিক জানেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২)*।

ক্বিয়ামত পূর্ব ছোট-বড় অনেক আলামত রয়েছে, যা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। যদিও অনেক ছোট আলামতের ইতিমধ্যেই প্রকাশ ঘটেছে। যেমন মিথ্যা বলা *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৩৮)*, আমানতের খেয়ানত করা *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৪৩৯)*, যেনা-ব্যভিচার ও মদ্য পানের ব্যাপক প্রসার *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/ ৫৪৩৫)* ইত্যাদি। ক্বিয়ামত পূর্বকালে ইমাম মাহদী (আঃ) -এর আগমন ও সমগ্র পৃথিবীতে ৭ বছর ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/ ৫৪৫৬, ৫৪৫৪)*, মানুষের সঙ্গে নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চাবুকের অগ্রভাগ, জুতার ফিতা এবং জীব-জন্তুর কথোপকথন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৫৯)* প্রভৃতি ছাড়াও ক্বিয়ামত প্রাক্কালের ১০ টি বড় নিদর্শন রয়েছে, যা এখনো প্রকাশ পায়নি। যেমন (১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় (২) 'দাব্বাতুল আরয' -এর আগমন (৩) দাজ্জালের আবির্ভাব (৪) ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ (৫) ইয়াজূজ-মাজূজ-এর আগমন (৬) প্রাচ্যে (৭) পাশ্চাত্যে (৮) আরব উপদ্বীপে মাটিতে ধ্বস নামা (৯) ধোঁয়া উদগীরণ ও (১০) ইয়ামন অন্য বর্ণনা মতে এডেন -এর গর্ত সমূহ হ'তে প্রচন্ড বেগে অগ্নি নির্গত হওয়া' *(মুসলিম, মিশকাত হা/ ৫৪৬৪)*। অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, '... ক্বিয়ামত এমন অবস্থায় সংঘটিত হবে যে, দুই ব্যক্তি (ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে) একে অন্যের জন্য কাপড় বের করবে, কিন্তু সেই কাপড় ক্রয়-বিক্রয় বা গুটিয়ে নেওয়ার অবসর পাবে না; কোন ব্যক্তি উষ্ট্রী দোহন করে দুগ্ধ নিয়ে আসবে, কিন্তু উহা পান করার সময় পাবে না; কোন ব্যক্তি তার চৌবাচ্চা মেরামত বা নির্মাণ করতে থাকবে, কিন্তু এতে সে পানি পান করার সময় পাবে না; খাদ্যের লোকমা মুখ পর্যন্ত উত্তোলন করবে, কিন্তু খাওয়ার অবকাশ পাবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪১০)*। সুতরাং যে মহাপ্রলয়ের জ্ঞান একমাত্র বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহপাকের হাতে, তা নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বাড়াবাড়ি অমূলক নয় কি? অতএব এখুনি মহাপ্রলয় নিয়ে শংকা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কোন কারণ নেই।

তবে আমাদের কৃতকর্মের কারণে যে কোন সময় নেমে আসতে পারে ভয়াবহ আসমানী গযব। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, জলোচ্ছাসের মত যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে আমরা নিঃশেষ হয়ে যেতে পারি। আল্লাহপাকের ঘোষণা শুনুন! 'জলে ও স্থলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে' (রূম ৪১)। 'অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে' (নূর ৬৩)। 'যদি আল্লাহপাক ইচ্ছা করেন তবে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে দিবেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন' (ইবরাহীম ১৯)। 'তোমাদের পূর্বে আমি বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, যখন তারা সীমা অতিক্রম করেছিল' (ইউনুস ১৩)। 'তোমাদের পূর্বে যারা কাফের ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের নিকট পৌঁছেনি? তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে' (তাগাবুন ৫)।

পরিশেষে বর্তমান সমাজে মানবতা যেভাবে মার খাচ্ছে, বিভিন্ন বস্তুবাদী দর্শন সমূহ যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, যুলম-অত্যাচার যেভাবে প্রসার লাভ করেছে, হারাম রোজগার যেভাবে মাতৃদুগ্ধের ন্যায় গ্রহণ করা হচ্ছে, সুদ-ঘুষ-মদ-জুয়া-লটারি যেভাবে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, সর্বোপরি আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র বিধান যেভাবে প্রতিনিয়ত উপেক্ষিত হচ্ছে, -এর ভয়াবহ পরিণতি হিসাবে যেকোন সময় যেকোন স্থানে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। পবিত্র কুরআন অবমাননার ভয়াবহ পরিণতি স্বরূপ তুরস্কের ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্পের কথা আমাদের অজানা নয়। অতএব কালক্ষেপণ না করে এখনই আমাদের সাবধান হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। -আমীন!!

নেতৃত্ব নির্বাচন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

১. অনুবাদঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা আমানত সমূহ যথাযোগ্য স্থানে সমর্পণ কর। আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার-ফায়ছালা করবে, তখন ন্যায় বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে সুন্দরতম উপদেশ দান করে থাকেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও দর্শনকারী (নিসা ৫৮)। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদ কর, তাহ'লে বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের উপরে বিশ্বাসী হও। আর এটাই (তোমাদের জন্য) কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম (৫৯)। আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা ধারণা করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে, সবকিছুর উপরে তারা ঈমান এনেছে। অথচ তারা তাদের বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের কাছে নিয়ে যেতে চায়। যদিও তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা ওকে মান্য না করে। কেননা শয়তান তাদেরকে দূরতম ভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করতে চায় (৬০)।

২. আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

আয়াত তিনটিতে দায়িত্ব ও নেতৃত্ব যথাযোগ্য স্থানে সমর্পণ, নেতৃত্ব নির্বাচন ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং সকল বিরোধীয় বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ ও কোন অবস্থাতেই শয়তানের অনুসরণ না করার জন্য মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে 'আমানাত' শব্দটিকে বহুবচন আনা হয়েছে। যার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, শুধু বস্তুগত কোন আমানত নয় বরং জীবন ও সমাজ পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে যখনই যে দায়িত্ব ন্যস্ত হবে সবই আল্লাহ্র পবিত্র আমানত। নিয়োগ ও বরখাস্তের মালিক সকল নেতা ও কর্মকর্তা উক্ত আমানতের যিম্মাদার। কাজেই উক্ত আমানত যেমন কোন অযোগ্য ব্যক্তির নিকটে সমর্পণ করা জায়েয নয়। তেমনি প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তি তালাশ করা নেতার জন্য অবশ্য কর্তব্য। এক্ষণে প্রশ্ন হ'লঃ সমাজ পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্য নেতা বাছাই করার পন্থা কি?

নেতৃত্ব নির্বাচনের পন্থা সমূহ

নেতৃত্ব বাছাই বা নির্বাচনের জন্য এযাবৎ চারটি পন্থা দেখা গেছে। যথা- নামকরণ ভিত্তিক, পরামর্শভিত্তিক, রাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক।

প্রথমোক্ত পন্থায় পূর্বতন নেতা স্বীয় পসন্দমত পরবর্তী নেতার নাম বলে যান, যা সকলে মেনে নেন।

দ্বিতীয় পন্থায় পূর্বতন নেতা যোগ্য ব্যক্তিদের সাথে নিজে পরামর্শ করেন অথবা একটি পরামর্শক কমিটি করে দেন, যারা সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের নিকট থেকে মতামত গ্রহণ করেন ও সে ভিত্তিতে নেতা নিজে অথবা উক্ত কমিটি পরবর্তীতে নেতা নির্বাচন করেন।

তৃতীয় পন্থায় রাজা স্বীয় সন্তানদের মধ্যে যাকে যোগ্য মনে করেন, তাকে পরবর্তী রাজা হিসাবে ঘোষণা করেন, যা অন্যেরা মেনে নেন।

চতুর্থ পন্থায় পূর্বতন নেতার কোন ভূমিকা থাকে না। বরং প্রাপ্ত বয়স্ক প্রজাসাধারণের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে নেতা নির্বাচিত হ'য়ে থাকেন। তবে বহুদলীয় গণতন্ত্রে নেতা নির্বাচিত হন না। বরং একটি দলের মনোনীত বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত হন এবং তারাই দলনেতাকে দেশের নেতা নির্বাচিত করেন, যদি দলনেতা নিজে নির্বাচিত হ'তে পারেন। শেষোক্ত পন্থায় অনেকগুলি দল নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য নির্বাচনীযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর পরাজিত দল সমূহের প্রাপ্ত সম্মিলিত সমর্থন যদি বিজয়ী দলের চাইতে বেশীও হয়, তথাপি অন্য

দলসমূহের প্রাপ্ত পৃথক পৃথক সমর্থনের তুলনায় বিজয়ী সংখ্যালঘু দলটির নেতাই দেশের নেতা হ'য়ে থাকেন। বর্তমান পৃথিবীর প্রায় ৬০% দেশে এই নিয়মে নেতৃত্ব নির্বাচন চলছে। শুধু দেশের নেতাই নন বরং স্থানীয় সংস্থা সমূহে এমনকি মসজিদ-মাদরাসার কমিটি গঠনেও এই নিয়ম চালু হয়েছে। শোষোক্ত পন্থায় প্রধান টার্গেট থাকে জনগণ। জনগণের আবেগ-অনুভূতিকে সুযোগ মত কাজে লাগানোই থাকে দলনেতাদের প্রধান কাজ। ফলে কথার জাদুকর ও প্রতারক নেতারাই এখানে সর্বদা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তাই এই পন্থায় সৎ, যোগ্য ও চিন্তাশীল নেতৃত্ব পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

নেতৃত্বের গুরুত্ব

সমাজ পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব একটি অপরিহার্য বিষয়। মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত সমূহের মধ্যে অন্যতম সেরা নে'মত হ'ল নেতৃত্বের যোগ্যতা। এই যোগ্যতা ও গুণ সীমিত সংখ্যক লোকের মধ্যেই আল্লাহ দিয়ে থাকেন। বাকীরা তাদের অনুসরণ করেন। তবে নবী ব্যতিত অন্য নেতাদেরকে আল্লাহ পাক সরাসরি নিয়োগ করেন না। বরং বান্দাদেরকেই নির্দেশ দিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে যোগ্য নেতা বাছাইয়ের জন্য। যদিও নেতা তার নিজস্ব গুণ ও যোগ্যতা বলেই অন্যদের থেকে স্পষ্ট হ'য়ে যান। তবুও নেতৃত্ব যেহেতু চেয়ে নেওয়ার বিষয় নয়। সেহেতু অন্যদেরকেই নেতৃত্ব বাছাই ও তা অর্পণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

নেতৃত্বের গুরুত্ব গাড়ীর ড্রাইভারের মত বা বিমানের ক্যাপ্টেনের মত। যাকে একই সঙ্গে যেমন যোগ্য ও সজাগ হ'তে হয়, তেমনি সর্বতোভাবে যিম্মাদার হ'তে হয়। যে সমাজে যত যোগ্য নেতার সমাবেশ ঘটবে, সে সমাজ তত দ্রুত অগ্রগতি লাভ করবে। নেতৃত্ব নির্বাচনের গুরুত্ব ইসলামে সবচাইতে বেশী। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে মুসলমানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল খলীফা নির্বাচন। আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) মৃত্যুর সময় এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ওমর ফারূক (রাঃ) যখমে কাতর অবস্থায় এটাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। নেতৃত্ব নির্বাচনের বিষয়টি কোন হেলা-খেলার বস্তু নয় যে, যার তার হাতে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায়।

নেতৃত্ব নির্বাচন ফরয না সুন্নাত?

ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব নির্বাচন 'ফরয'। তবে ফরযে আয়েন নয়, বরং 'ফরযে কেফায়াহ'। অর্থাৎ উম্মতের দায়িত্বশীল কিছু গুণী ব্যক্তি যখন পূর্বতন নেতার পরে সৎ ও যোগ্য কাউকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করে নেন, তখন সকলের পক্ষ থেকে উক্ত ফরয আদায় হ'য়ে যায় এবং সকলকে তা মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক হয়। এটা 'ফরযে আয়েন' নয় যে, উম্মতের প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ সবাইকে এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করতেই হবে।

নির্বাচক কারা হবেন?

নেতৃত্ব নির্বাচনের মত ফরয হক আদায়ের কঠিন যিম্মাদারী ইসলাম গুণী-নির্গুণ, সৎ-অসৎ, যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে সকলের উপরে ন্যস্ত করেনি। বরং এই দায়িত্বের প্রধান হকদার ও যিম্মাদার হ'লেন পূর্বতন নেতা। যিনি এযাবত নেতৃত্বের বোঝা বহন করে আসছেন। তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে উম্মতের কল্যাণ চিন্তা করে তিনি যাকে মনস্থ করবেন, তিনিই নেতা হবেন। যেমন হযরত আবুবকর (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে করে গিয়েছিলেন এবং রাসূলে করীম (ছাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন ও পরবর্তীতে ওমর ফারূক (রাঃ)-এর বায়'আতের মাধ্যমে যা কার্যকর হয়।[১] অমনিভাবে হযরত আব্বাস (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত করে নিলে বাকী সকলে তাঁর প্রতি আনুগত্যের বায়'আত করে নেন।

যদি পূর্বতন নেতা কোন একক ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে যোগ্য মনে না করেন, তবে তিনি সকলের মধ্যে যোগ্যতর একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিবেন। যারা অনধিক তিনদিনের মধ্যে নিজেদের মধ্যে একজনকে আবশ্যিকভাবে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবেন ও পরে জনগণের সমর্থন নিবেন। এ পদ্ধতি হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) গ্রহণ করেছিলেন।

যদি উম্মতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের একক বা একাধিক ব্যক্তি পূর্বতন নেতার সৎ ও যোগ্য পুত্রকেও নেতা হিসাবে গ্রহণ করেন, তবে সেটাও গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত হাসান (রাঃ) মাত্র একজন ব্যক্তি হযরত ক্বায়েস বিন সা'দ (রাঃ)-এর বায়'আতের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং সকলে তা মেনে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর অনুকূলে স্বেচ্ছায় খেলাফত করলে মু'আবিয়া (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হন।

নির্বাচকের যোগ্যতা ও গুণাবলী

জনগণের মধ্যে সর্বদা দু'টি দল পরিলক্ষিত হয়। একদল নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন (اهل الإمامة) ও একদল

১. *ওমর (রাঃ) সহ ঐ সময় সেখানে পাঁচজন ছাহাবী উপস্থিত ছিলেন। ওমর (রাঃ)-এর পরপরই বাকী চারজন বায়'আত করেন। অতঃপর মদীনাবাসীগণ বায়'আত করেন। উক্ত চারজন হ'লেন, আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ, উসায়েদ বিন হুযায়ের, বিশ্র বিন সা'দ ও আবু হুযায়ফার গোলাম সালেম। =আল-আহকাম, পৃঃ ৭।*

অনুসারী ও নেতৃত্ব বাছাইকারী (أهل الإختيار)। নেতৃত্ব বাছাইয়ের জন্য নিরপেক্ষ, সৎ ও দূরদর্শী নির্বাচক মণ্ডলী অবশ্য প্রয়োজন। কেননা স্বার্থপর, অসৎ ও অদূরদর্শী ব্যক্তি কখনোই সৎ ও যোগ্য নেতা বাছাইয়ের গুরু দায়িত্ব পালন করতে পারে না। রাষ্ট্রনীতি বিশারদ পণ্ডিত আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী (মৃঃ ৪৫০ হিঃ) নির্বাচকের জন্য প্রধান তিনটি গুণ বর্ণনা করেছেনঃ (১) পূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠা (العدالة) যেখানে কোনরূপ অন্যায় ও সংকীর্ণতা স্থান পাবেনা (২) জ্ঞান (العلم) অর্থাৎ সম্ভাব্য নেতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা এই মর্মে যে, তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের শর্তাবলী পূর্ণভাবে মওজুদ আছে (৩) দূরদর্শিতা ও রায় দানের ক্ষমতা (الرأى والحكمة) এই মর্মে যে, কে নেতৃত্বের জন্য সর্বাধিক অগ্রগণ্য ও দক্ষতা সম্পন্ন।

নেতৃত্বের জন্য উপরোক্ত তিনটি গুণের সাথে আরও চারটি গুণ তিনি যোগ করেছেনঃ (১) কান, চোখ ও জিহ্বা ঠিক থাকার মাধ্যমে দৈহিক অনুভূতি পূর্ণ মাত্রায় বহাল থাকা (২) দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক থাকা (৩) বীরত্ব ও সাহসিকতা, যাতে বিরোধী পক্ষের সাথে জিহাদ ও মোকাবিলায় তিনি যোগ্য প্রমাণিত হন (৪) কুরায়শী হওয়া। যদিও এটি সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য নয়।[২]

নেতৃত্ব ও নেতৃত্ব বাছাই দু'টিই বড় কঠিন বিষয়। ইসলাম এ দু'টিকে সুশৃংখলভাবে সমাজ পরিচালনার স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। আর এজন্যেই মুসলমানদের তিনজন একস্থানে থাকলেও তাদের মধ্যে একজনকে 'আমীর' নিয়োগ করতে বলা হয়েছে।[৩] এমনকি একটি রাত ও একটি সকালও আমীর বিহীন জীবন-যাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৪]

নেতৃত্বের সঙ্গে আনুগত্যের বিষয়টি জড়িত। নেতা ফেরেশতা নন। অনেক সময় নেতার অনেক সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হবে কিংবা অপসন্দনীয় হবে। এমনকি কর্মীর চাইতে নেতা নিম্নমানের হবেন। সে অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যখন কেউ তার আমীরের কাছ থেকে অপসন্দনীয় কোন আচরণ দেখবে, তখন সে যেন ছবর করে'।[৫]

২. *আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ বাছরী আল-মাওয়ার্দী, আল-আহকামুস সুলত্বা-নিইয়াহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি) পৃঃ ৬।*

৩. *আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/৫০০; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৩২২।*

৪. *ইবনু আসাকির, ফাতাওয়া ওলামায়ে কেরাম (করাচী) পৃঃ ১০, ৪৩।*

৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৮ 'ইমারত' অধ্যায়।*

অন্য হাদীছে এসেছে, যদি নেতা হাবশী গোলামও হন এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী নির্দেশ দেন, তবু তাঁর আনুগত্য করে যেতে হবে'।[৬] সেকারণ ইমাম মাওয়ার্দী বলেন, 'উত্তম ব্যক্তি পাওয়া সত্ত্বেও অনুত্তম ব্যক্তিকে আমীর নিয়োগ করা যাবে, যদি তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের শর্তাবলী পাওয়া যায়'।[৭] কেননা নির্বাচকদের জন্য উত্তম গুণাবলীর অধিক প্রয়োজন এবং নেতা হওয়ার জন্য অধিক প্রয়োজন হ'ল যোগ্যতার। যদি কোন স্থানে একজনের মধ্যেই উক্ত গুণাবলী ও যোগ্যতার শর্তাবলী পাওয়া যায়, তাহ'লে তাঁর নিকটেই নেতৃত্ব রেখে দিতে হবে। অন্যত্র দেওয়া যাবে না। যোগ্যতা ও গুণাবলী অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত যেমন একজন বিচারপতিকে তাঁর বিচারাসন থেকে সরানো যায় না, অনুরূপভাবে সৎ ও যোগ্য নেতাকেও তাঁর নেতৃত্ব থেকে সরানো জায়েয নয়' (ঐ)।

নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য লটারী করা জায়েয নয়। এর জন্য প্রয়োজন ঠাণ্ডা মাথায় নিরপেক্ষ ও দূরদর্শী চিন্তাধারার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এর জন্য নেতা আবশ্যক বোধ করলে নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচক মণ্ডলী নিয়োগ করবেন। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) মুসলিম উম্মাহ্র নেতা নির্বাচনের জন্য মৃত্যুর পূর্বে আশারায়ে মুবাশ্শারাহ্র ছয়জনকে বাছাই করে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য। এ দায়িত্ব তিনি জনগণকে দেননি। কারণ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা যার তার হাতে দেওয়া যায় না।

নেতৃত্ব নির্বাচনের শূরা পদ্ধতি

ইবনু ইসহাক্ব যুহরী থেকে এবং যুহরী ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে, একদা আমি ওমর ফারূক (রাঃ)-কে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখলাম। এমতাবস্থায় আমাকে তিনি বললেন, আমি বুঝতে পারছি না কাকে আমি খেলাফতের এ গুরু দায়িত্ব অর্পণ করব। আমি একবার দাঁড়াচ্ছি একবার বসছি। তখন আমি তাঁকে বললামঃ আলী সম্পর্কে আপনার আগ্রহ আছে কি? তিনি বললেন, তাঁর যোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু তিনি হাসি-তামাশা মেযাজের মানুষ। তবে তাঁর উপরে খেলাফতের ভার অর্পণ করলে আমি মনে করি যে, তিনি তোমাদেরকে সঠিক পথে চালাতে সক্ষম হবেন। আমি বললামঃ ওছমান সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেন, যদি আমি এটা করি তাহ'লে ইবনু আবী মু'ঈত্ব লোকেদের ঘাড় মটকাবে। লোকেরা তখন তার দিকে না তাকিয়ে ওছমানকেই হত্যা করবে। আমি বললামঃ ত্বালহা সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেন, তিনি একটু অহংকারী। তাঁর অহংকার জানা

৬. *বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৬৩।*

৭. *আল-আহকাম পৃঃ ৯।*

সত্ত্বেও উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব তার উপরে চাপানোটা আল্লাহ পসন্দ করবেন না। আমি বললাম যুবায়ের সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেন, উনি একজন বীরপুরুষ। কিন্তু উনি তো মদীনার বাজারে ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। তিনি কিভাবে মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ের দিকে নযর দিবেন? আমি বললাম, সা'দ বিন আবী ওয়াক্ক্বাছ সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, উনি দ্রুত রেগে ওঠেন। ওনার বিরুদ্ধে লড়াই হ'তে পারে। বললাম, আব্দুর রহমান বিন আওফ'? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কতই না সুন্দর মানুষটির কথা তুমি বললে! কিন্তু উনি বড়ই দুর্বল। আল্লাহ্র কসম! হে আব্দুল্লাহ! এই নেতৃত্বের জন্য এমন একজন ব্যক্তি প্রয়োজন, যিনি শক্তিশালী কিন্তু অত্যাচারী নন। যিনি নম্র কিন্তু দুর্বল নন। যিনি হিসেবী কিন্তু কৃপণ নন। যিনি দাতা কিন্তু অপচয়কারী নন'।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর যখন আবু লুলু তাঁকে আহত করল ও ডাক্তারগণ তাঁর জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং লোকেরা তাঁকে পরবর্তী খলীফা নিয়োগের জন্য বলতে লাগল। তখন তিনি উক্ত ছয়জনকে নিয়ে একটি 'শূরা' গঠন করে দিলেন এবং আলী-এর সঙ্গে যুবায়ের, ওছমানের সঙ্গে আবদুর রহমান বিন আওফ এবং ত্বালহার সঙ্গে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-কে জোড়া বানিয়ে দিলেন।[৮] এঁদের মধ্যে নিজ পুত্র আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-কে জুড়ে দিলেন পরামর্শদাতা হিসাবে, নেতৃত্বের হকদার হিসাবে নয়।[৯]

অতঃপর ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর পরে আবদুর রহমান বিন আওফ বাকী পাঁচজনকে ডেকে বললেন, আপনারা নেতৃত্বকে তিনজনের মধ্যে সীমিত করে দিন। তখন যুবায়ের স্বীয় নেতৃত্বকে আলীর উপরে, ত্বালহা ওছমানের উপরে এবং সা'দ আবদুর রহমান বিন আওফের উপরে ন্যস্ত করলেন। এক্ষণে বিষয়টি তিনজনের মধ্যে সীমিত হ'য়ে গেল। তখন হযরত আবদুর রহমান, হযরত আলী ও ওছমান (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনাদের দু'জনের মধ্যে যিনি নেতৃত্ব থেকে দূরে সরে যাবেন, আমরা এটা তার উপরেই ন্যস্ত করব। আল্লাহ তার উপরে সাক্ষী থাকবেন। এতে কেউ কোন জবাব দিলেন না। তখন আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) বলেন, আপনারা কি এটা আমার উপরে ন্যস্ত করতে চান? অথচ এটা থেকে আমি নিজেকে বের করে নিয়েছি। আল্লাহ আমার উপরে সাক্ষী আছেন। তবে আপনারা কি বিষয়টি আমার উপরে ছেড়ে দিতে চান? আল্লাহ্র কসম আমি আপনাদের উভয়ের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিকে বাছাই করতে কার্পণ্য করব না। তখন তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ (এতে আমরা রাযী)।[১০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আপনারা চাইলে আমি আপনাদের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করতে পারি। তখন তাঁরা তাঁকে এখতিয়ার দেন।[১১] এর ফলে নেতৃত্ব দু'জনের মধ্যে সীমিত হ'য়ে গেল। অতঃপর আবদুর রহমান বিন আওফ বের হ'লেন লোকদের মতামত যাচাইয়ের জন্য।[১২] নির্ধারিত তিনদিন তিন রাতের মধ্যে তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করে ব্যাপকভাবে জনমত যাচাই করেন। মুকীম-মুসাফির, দলবদ্ধ লোকজন বা একাকী এমনকি বিদ্যালয়ের ছাত্র ও পর্দার অন্তরালে মা-বোনদের কাছ থেকেও মতামত শ্রবণ করেন। কিন্তু কেবলমাত্র আম্মার ও মিক্বদাদ (রাঃ) ব্যতীত সকলের নিকট থেকেই তিনি ওছমান (রাঃ)-এর পক্ষে সম্মতি পান। এভাবে তিনি যাকে পরামর্শের যোগ্য মনে করেন তার কাছ থেকেই পরামর্শ নেন এবং বাকী সময়টা ছালাত, দো'আ ও ইস্তেখারার মধ্যে অতিবাহিত করেন। তিন রাত তিনি খুব কমই ঘুমিয়েছেন'।[১৩]

খেলাফত নির্বাচনের ব্যাপারে ওমর ফারূক (রাঃ) কয়েকটি নিয়ম করে গিয়েছিলেন। যেমন- তিনদিন তিন রাতের মেয়াদ বেঁধে দিয়েছিলেন।

(২) স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহকে (স্রেফ রায় দেওয়ার জন্য খেলাফত গ্রহণের জন্য নয়) উক্ত শূরার সাথে যুক্ত করে দেন। 'যদি তিন তিন সমভাগ হয়ে যায়, সে অবস্থায় আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর রায় চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে'।[১৪]

(৩) হযরত মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ (রাঃ)-কে এই হুকুম দিয়ে যান যে, এই ছয়জন ব্যক্তি যতক্ষণ না একজনকে খলীফা নির্বাচন করবেন, ততক্ষণ তুমি কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিবে না। সেমতে হযরত মিক্বদাদ ও আবু ত্বালহা আনছারী (রাঃ) পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনদিনের জন্য ছুহায়েব (রাঃ)-কে মসজিদে নববীর ইমাম নিয়োগ করেন। নিজে ৫০ জনের একটি দল নিয়ে

---

৮. আল-আহকাম পৃঃ ১৩।

৯. বুখারী ১/৫২৪ 'মানাক্বিব' অধ্যায়, 'ওছমানের বায়'আত' অনুচ্ছেদ।

১০. বুখারী ১/৫২৫; আবদুর রহমান কীলানী, খেলাফত ও জামহূরিয়াত (লাহোর, মাজলিসুত তাহক্বীক্বিল ইসলামী, ২য় সংস্করণ ১৯৮৫) পৃঃ ৬৫-৬৬।

১১. বুখারী ২/১০৭০ 'আহকাম' অধ্যায়, কিভাবে লোকেরা আমীরের বায়'আত নেবে' অনুচ্ছেদ।

১২. আল-আহকাম পৃঃ ১৩-১৪।

১৩. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৭/১৪৭; খিলাফত পৃঃ ৬৭-৬৮।

১৪. আবদুর রহমান আবদুল খালেক্ব, আশ-শূরা ফী যিল্লি নিযা-মিল হুকমিল ইসলামী (কুয়েতঃ দার সালাফিইয়াহ ২য় সংস্করণ ১৪০৮/১৯৮৮) পৃঃ ১১৪।

মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাঃ) বা কারু মতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহের দরওয়াযায় পাহারা দিতে থাকেন। যেন কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে না পারেন আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) ব্যতীত। কেননা ঐ গৃহে তখন শূরার সদস্যগণ নেতৃত্ব নির্বাচনের আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন। আমর বিনুল 'আছ ও মুগীরাহ বিন শো'বা (রাঃ) দরজার কাছে এসে বসে গেলেন। সা'দ বিন আবী ওয়াক্বক্বাছ (রাঃ) বুঝতে পেরে তাঁদেরকে উঠিয়ে দিলেন। যেন তাঁরা পরে বলতে না পারেন যে, আমরাও শূরা কমিটিতে ছিলাম।

তিনদিন পরে যখন আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) মসজিদে নববীতে এলেন খলীফার নাম ঘোষণা করার জন্য। তখনও কিছু লোক স্ব স্ব মত প্রকাশ করতে থাকেন। যেমন আম্মার (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)-কে খেলাফতের হকদার মনে করি। ইবনু আবী সারাহ ও আবদুল্লাহ বিন আবী রাবী'আহ (রাঃ) হযরত ওছমান (রাঃ)-কে অধিক হকদার বলে মত প্রকাশ করেন।

এ অবস্থা দেখে হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্বক্বাহ (রাঃ) হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ)-কে বলেন, দেরী করছেন কেন? ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনা দেখছি। দ্রুত আপনার ফায়ছালা ঘোষণা করুন ও ঝামেলা শেষ করুন![১৫] ইতিপূর্বে তিনি দু'জনের নিকট থেকে ওয়াদা নেন যে, যার হাতেই বায়'আত করা হবে, তিনি আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত-এর উপরে আমল করবেন এবং তিনি যার হাতেই বায়'আত করবেন, অন্যজন তার আনুগত্য করবেন।[১৬]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি প্রথমে যুবায়ের ও সা'দকে ডেকে এনে পরামর্শ করেন। অতঃপর আলীকে পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে বলেন, আমি যদি আপনাকে খলীফা নির্বাচন করি, তাহ'লে আপনি ন্যায় বিচার করবেন এবং যদি ওছমানকে নির্বাচন করি, তাহ'লে আপনি তাঁর আনুগত্য করবেন। এরপর ওছমান (রাঃ)-এর কাছ থেকেও তিনি পৃথকভাবে অনুরূপ ওয়াদা নেন। এরপর তিনি (মসজিদে নববীতে উভয়কে সাথে নিয়ে আসেন ও জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণের পরে) ওছমান (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনার হাত উঠান! অতঃপর তিনি তাঁর হাতে বায়'আত করেন। তারপর হযরত আলী বায়'আত করেন। এরপর উপস্থিত মদীনাবাসী ও জনমণ্ডলী দলে দলে বায়'আত করতে থাকে'।[১৭]

১৫. *আল-বিদায়াহ ৭/১৪৫, খিলাফত পৃঃ ৬৯।*
১৬. *আল-আহকাম পৃঃ ১৪।*
১৭. *বুখারী ২/১০৭০; খিলাফত পৃঃ ৬৪-৬৫।*

সার-সংক্ষেপঃ

উপরোক্ত ঘটনার সার-সংক্ষেপ ও শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ নিম্নরূপ-

(১) নেতৃত্ব নির্বাচন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (২) নেতৃত্ব যেকোন ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া যাবে না (৩) নির্বাচকদের আবেগমুক্ত ও নিরপেক্ষ এবং নেতার চাইতেও জ্ঞানী হওয়া আবশ্যক (৪) নির্বাচক এমনকি এক ব্যক্তিও হ'তে পারেন (৫) নির্বাচনের জন্য আবশ্যক বোধে সকল পর্যায়ের লোকের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে (৬) নির্বাচকের রায়ই চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে (৭) অন্য সবাইকে তা মেনে নিতে হবে (৮) শূরা সদস্যদের সংখ্যা স্বল্প ও সীমিত হবে (৯) নির্বাচক ও নির্বাচিত উভয়ে শূরার অন্তর্ভুক্ত হবেন (১০) নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া যাবে না (১১) ইচ্ছার বিরুদ্ধে হ'লেও ঘোষিত নেতৃত্বকে মেনে নিতে হবে ও প্রথমেই শূরা সদস্যদেরকে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের বায়'আত নিতে হবে। (১২) শূরা সদস্যদের 'বায়'আতে খাছ' গ্রহণ করতে হবে। তবে শেষোক্ত 'বায়'আত' প্রথমোক্ত বায়'আতকে সমর্থন করবে মাত্র। কেননা নেতৃত্ব বাছাইয়ে অন্যদের কোন সরাসরি ভূমিকা নেই।

ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতিঃ তুলনামূলক আলোচনা

প্রচলিত চারটি নির্বাচন পদ্ধতির প্রথম দু'টির সাথে ইসলামের সম্পর্ক স্বাভাবিক। তৃতীয়টির সাথে আদর্শিকভাবে সাংঘর্ষিক হ'লেও যদি বাদশাহ শূরার মাধ্যমে নির্ধাচিত হন, তাহ'লে ইসলাম তাকে সমর্থন করে। অবশ্য যদি বাদশাহ কোন দ্বীনদার যোগ্য উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে পরবর্তী বাদশাহ নিয়োগ করেন এবং তাঁর দ্বারা ইসলামী বিধান কায়েম হয়, তাহ'লে ইসলাম তাকে সমর্থন দেয়। যেভাবে হযরত আবুবকর (রাঃ) করেছিলেন হযরত ওমর (রাঃ)-কে এবং ওমর (রাঃ)-এর মনোনীত শূরার মাধ্যমে হযরত ওছমান (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হন। যেমন উমাইয়া খলীফা সুলায়মান বিন আব্দুল মালিক স্বীয় ভাতিজা ওমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ)-কে খলীফা করেছিলেন। হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) উভয়ে পৃথিবীর বাদশাহ ছিলেন।[১৮] যদি নেতৃত্ব নিয়ে আপোষে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তবে সে অবস্থায় উম্মতের কোন সেরা ব্যক্তি একজনকে নেতা হিসাবে নির্বাচন করলে তাকেই সকলে মেনে নিবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে খেলাফতের বায়'আত করেন। তখন সকলেই তা মেনে নেন।

১৮. *বাক্বারাহ ২৫১, ছোয়াদ ৩৫।*

উল্লেখ্য যে, রাসূলের মৃত্যুর সময় আরব উপদ্বীপে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২০ লাখের কাছাকাছি এবং ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় ইসলামী খেলাফতের আয়তন ছিল ১,২০,০০০ (এক লাখ বিশ হাযার) বর্গমাইল।[১৯] অথচ নেতৃত্ব নির্বাচন হয়েছিল কেবলমাত্র মদীনার দারুল খেলাফতে উপস্থিত সেরা মনীষী বৃন্দের মাধ্যমে। অন্যদের এতে কোন ভূমিকা ছিল না।

মোট কথা যোগ্য নেতা নির্বাচনের জন্য যোগ্য নির্বাচক প্রয়োজন। যেটা উপরে বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভব। পূর্বতন নেতা যেকোন একটি গ্রহণ করতে পারেন।

গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি ও ইসলাম

পূর্বে বর্ণিত চারটি নির্বাচন পদ্ধতির চতুর্থটি অর্থাৎ আধুনিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সৎ ও যোগ্য নেতা নির্বাচিত হওয়া এবং তার মাধ্যমে ইসলামী বিধান কায়েম হওয়া সম্ভব কি-না এবং ইসলামে এ পদ্ধতির অনুমোদন আছে কি-না এক্ষণে আমরা তা খতিয়ে দেখব।

ইসলামপন্থী দলগুলো সাধারণভাবে এই সুধারণা পোষণ করেন যে, রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যতীত যেহেতু ইসলামী বিধান পূর্ণভাবে কায়েম হওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার বাছাই করা সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদেরকে প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া হবে। অতঃপর তারা নির্বাচিত হয়ে জাতীয় সংসদে এসে ইসলামী বিধি-বিধান জারি করার ব্যবস্থা করবে। চিন্তাটি বড়ই সাধু। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই নিষ্করুণ।

বিশ্ব ইতিহাসের কোন পর্যায়ে প্রচলিত ভোট প্রথার মাধ্যমে ইসলাম কায়েম হয়েছে বলে প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়তঃ যদি এই পথটিই সরল-সহজ পথ হ'ত, তাহ'লে আম্বিয়ায়ে কেরাম যুগে যুগে দাওয়াত ও জিহাদের পথ ছেড়ে আপাত মধুর এই ভোটের পথেই চলে আসতেন। শুধু ইসলাম কেন কোন আদর্শভিত্তিক জীবন ব্যবস্থাই জনগণের ভোটাভুটির মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। বরং এটাই বাস্তব কথা যে, নবীগণ পৃথিবীর সেরা মানুষ হ'লেও তাঁরা কখনোই স্ব স্ব যুগের অধিকাংশ মানুষের সমর্থন পাননি। তাই আজও অধিকাংশ মানুষের সমর্থনে সৎ ও যোগ্য লোকের নেতা নির্বাচিত হওয়া কষ্টকল্পনা বৈ কিছুই নয়।

যদি মনে করা হয় যে, নির্বাচক ও নির্বাচন প্রার্থী উভয়ের জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলী নির্ধারণ করে দিলে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব বাছাই হয়ে আসবে। যেমন উভয়ে চোর, গুণ্ডা, সন্ত্রাসী, দাগী আসামী, ঋণখেলাপী, চোরাচালানী, ঘুষখোর ও বেঈমান হবে না। বরং উভয়কেই সৎ যোগ্য, ঈমানদার আমানতদার ও মুত্তাক্বী হ'তে হবে ইত্যাদি। তবুও সঠিক নেতৃত্ব আসবেনা। কারণ সবাই নিজেকে নেতা হবার যোগ্য মনে করে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তার অধিকার রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। আর এই ধারণা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক যুগে নির্বাচনী মেয়াদ প্রথা। যাতে প্রতি ৪/৫ বছর অন্তর নতুন নতুন নেতা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ হয়। আর ঐ সুযোগ পাওয়ার জন্য সকলের মধ্যেই সৃষ্টি হয় নেতৃত্ব পাওয়ার লোভ, যা তাকে পাগল করে ফেলে পরবর্তী নেতা হবার জন্য। আর এর জন্য হেন অপরাধ নেই যা সে প্রকাশ্যে বা গোপনে করে না।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ব্যক্তিগত কুফল

(১) সে দু'হাতে নিজের বা দলের টাকা খরচ করে। (২) সে নিজের গুণগান করে ও প্রতিপক্ষের চরিত্র হননে ব্যস্ত হয়ে পড়ে (৩) সে সমাজ ও সরকারের দুষ্টমতি লোকদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে, যাতে সমাজের অধিকাংশ দুনিয়াদার, অদূরদর্শী ও হুজুগে লোকদের ভোট লাভ করতে পারে (৪) ভোটের সংখ্যাধিক্য হারজিতের মানদণ্ড হওয়ার কারণে সে যেকোন মূল্যে একটি ভোট হ'লেও তা বৃদ্ধির চেষ্টা করে ও যেকোন অপকৌশল ও নোংরা পন্থা অবলম্বন করে বা করতে বাধ্য হয় (৫) নেতা হওয়ার অধিকার তারও আছে, এটা প্রকাশ করার জন্য সে প্রথমে মনোনয়ন প্রার্থী হয় ও যথারীতি মনোনয়নপত্র জমা দেয়। অতঃপর নিজে বা দলীয় কর্মীগণ সর্বত্র মিটিং-মিছিল করে, পোষ্টার-বিজ্ঞাপন বিতরণ করে। বাড়ী বাড়ী গিয়ে দো'আ চাওয়ার নামে ভোট ভিক্ষা করে। এইভাবে নিজের বা দলের হাযার হাযার টাকা সে পানির মত খরচ করে। যার অধিকাংশই অপচয় ছাড়া কিছু নয়। যদি সে ভোটে হেরে যায়। তাহ'লে সব হারায়। আর যদি জিতে যায়, তাহ'লে তার প্রথম লক্ষ্য হয় ব্যয়কৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের পথ বের করা। এর জন্য যেকোন অপকৌশলের আশ্রয় নিতে সে পরোয়া করে না। এগুলি হ'ল প্রচলিত নির্বাচন প্রথার ব্যক্তিগত কুফল। এক্ষণে এর সামাজিক কুফল অবলোকন করব। যেমন-

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সামাজিক কুফল

(১) যেহেতু নিজের বা দলীয় তহবিল ব্যতীত প্রচলিত নির্বাচনী যুদ্ধে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু জাতীয় সংসদে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুঁজিপতিদের আধিপত্য কায়েম হয়। ফলে গরীবদের ভোট নিয়ে ধনীরাই সংসদ দখল করে এবং সমাজের সর্বত্র তারা অর্থনৈতিক শোষণ পাকাপোক্ত করার সুযোগ লাভ করে। ব্যাংক ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জনগণের সঞ্চিত সমুদয় অর্থ দেশের মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর হাতে বন্দী হয়ে পড়ে। ব্যাংক ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ের নামে তারা যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়। তেমনি

১৯, *খেলাফত পৃঃ ৯২, ৮৬।*

ঋণখেলাপী হ'য়ে জনগণের সম্পদ ফাঁকি দেয়। এদের বিরুদ্ধে সরকারের কার্যকর কিছুই করার থাকে না। কেননা এদের কাছ থেকে মোটা অংকের তহবিল নিয়েই রাজনৈতিক দল সমূহ পরিচালিত হয়। তাই কি সরকারী দল কি বিরোধী দল সবাই এদের বিরুদ্ধে চুপটি মেরে থাকে। বর্তমান সময়ে জনৈক পুঁজিপতির ঢাকা ও চট্টগ্রামে দু'দু'টি ব্যাংক ও চেম্বার দখলের ঘটনায় তার প্রমান পাওয়া গেছে। পাকিস্তান আমলে ২২ পরিবারের হাতে দেশের সকল সম্পদ কুক্ষিগত হয়েছিল। আর বাংলাদেশ আমলে তা এখন ১৫৬ জনের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। ফলে দেশের অর্থনীতি দিন দিন পঙ্গু হ'তে চলেছে। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে কিছু সংখ্যক দলনেতা রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিল। অন্যদিকে হাযার হাযার বনু আদম না খেয়ে মরেছিল। আজও দেশ তেমনি অবস্থার শিকার হ'তে চলেছে। অথচ দেশে বিগত ৩০ বছর যাবত গণতন্ত্রের জয়জয়কার চলছে এবং জাতীয় সরকার থেকে উপযেলা ও গ্রাম সরকার পর্যন্ত ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছে। কিন্তু দেশ ও সমাজ ক্রমে রসাতলে যাচ্ছে।

(২) নির্বাচনী প্রথায় একাধিক ভোটপ্রার্থী থাকায় পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও রেষারেষি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। নির্বাচনের পরেও এই অবস্থা বর্তমান থাকে। যা সমাজে হিংসা হানাহানি, এমনকি খুনাখুনি সৃষ্টি করে। অনেকের বিবি তালাকের ঘটনাও ঘটে। এভাবে সমাজের সর্বনিম্ন ইউনিট পারিবারিক ব্যবস্থা পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়ে (৩) বর্তমান নির্বাচনী প্রথায় সরকারী ও বিরোধী দল থাকায় তাদের মধ্যে দলীয় বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী হয়। যার প্রতিক্রিয়া সমাজের সর্বত্র দেখা দেয়। ফলে সামাজিক ঐক্য বিনষ্ট হয়। শান্তি ও অগ্রগতি ব্যাহত ও বিপর্যস্ত হয়। (৪) বহুদলীয় নির্বাচন প্রথায় অনেকগুলি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচিত ব্যক্তি বা দলকে অন্য দল আন্তরিকভাবে সমর্থন করে না। ফলে সর্বদা শত্রুতার পরিবেশ বজায় থাকে। যা সামাজিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে। (৫) দলীয় নির্বাচন প্রথা দলীয় 'আছাবিয়াত' বা অহংবোধ সৃষ্টি করে। ব্যক্তির চেয়ে দল বড় হয়ে দেখা দেয়। ফলে সরকারী দল ভাল কাজ করলেও বিরোধী দল চোখ বুঁজে থাকে বা তার অপব্যাখ্যা করে। (৬) এই প্রথায় নেতা নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও সুস্থিরভাবে কাজ করতে পারে না। কেননা তাকে সর্বদা বিরোধীদের তোপের মুখে থাকতে হয়। যা তার বা তার দলের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত করে। ফলে সমাজে তার ব্যাপক মন্দ প্রভাব পড়ে। (৭) এই ব্যবস্থায় সৎ-অসৎ, গুণী-নির্গুণ, নারী-পুরুষ সকলের ভোটের মূল্য সমান হওয়ায় হবু ও গবুর রাজ্যে তেল ও ঘিয়ের মূল্য সমান হওয়ার ন্যায় নেতৃত্ব নির্বাচন একটি প্রহসনে পরিণত হয়। ফলে সমাজে ছোট-বড় ভেদাভেদ থাকেনা। মানীর মান থাকেনা। সৎ, যোগ্য ও গুণীজনের কদর থাকেনা। তথাকথিত সাম্যের নামে মানুষের সমাজ পশুর সমাজে পরিণত হয়। (৮) এই ব্যবস্থায় মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিক অংশগ্রহণ করে থাকে ও যাকে খুশী তাকে নেতৃত্বে বসায় । অথচ মুসলিমগণ কেবলমাত্র ইসলামী বিধান মানতে বাধ্য। যা একজন ইসলামী নেতার মাধ্যমেই কেবল বাস্তবায়ন করা সম্ভব। ফলে এই নির্বাচন ব্যবস্থা পরোক্ষভাবে ইসলামকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে বাইরে রাখার খৃষ্টানী চক্রান্ত বৈ কিছুই নয়।

সবশেষে বলা চলে যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বের সার্বিক সামাজিক অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল প্রচলিত এই নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা। কেন্দ্রে ও স্থানীয় সংস্থা সমূহের সর্বত্র এই নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় সর্বত্র সামাজিক অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমীর নির্বাচনের জন্য শুধুমাত্র শূরা সদস্যদের রায়ই যথেষ্ট, না আম জনসাধারণের সমর্থন প্রয়োজন আছে। এর জবাব হ'ল এই যে, শূরা সদস্যগণকে অবশ্যই আম জনগণের সমর্থন যাচাই করতে হবে। যেমন ওছমান (রাঃ)-এর বেলায় করা হয়েছিল। জনসমর্থনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই শূরা সদস্যগণ আমীর নির্বাচনে সিদ্ধান্ত নিবেন। যদি দু'জন যোগ্য ব্যক্তির মধ্যে একজনের প্রতি জনসমর্থন বেশী হয়, তাহ'লে শূরা সদস্যগণ তাঁকেই 'আমীর' ঘোষণা করবেন।

এমনিভাবে যেসব বিষয়ে শরীয়তের স্পষ্ট বিধান মওজুদ রয়েছে, সেগুলি বাদে কোন ইজতিহাদী বিষয়ে যখন শূরার পরামর্শ গ্রহণ করা হবে, তখন আমীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শকে অগ্রাধিকার দিবেন। যেমন খন্দকের যুদ্ধের সময় গাৎফান গোত্রের সাথে সন্ধির বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কেবলমাত্র দু'জন সা'দ অর্থাৎ আউস নেতা সা'দ বিন মু'আয ও খাযরাজ নেতা সা'দ বিন ওবাদাহ (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ করেন ও পরে নিজের মত পরিবর্তন করেন। জাতির সামগ্রিক স্বার্থের বিষয়ে তিনি সবার নিকট থেকে পরামর্শ নিতেন। যেমন বদর ও ওহোদ যুদ্ধের সময়ে তিনি সবার নিকট থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। বিশেষ করে আনছারদের নিকট থেকে, যারা তাঁকে সাহায্য করার বিষয়ে হিজরতের পূর্বে হজ্জের মৌসুমে মক্কায় তাঁর হাতে বায়'আত করেছিলেন, ওহোদের যুদ্ধে নিজের রায় বাদ দিয়ে যুবকদের ও অধিকাংশ মদীনাবাসীর রায় অনুযায়ী যুদ্ধে বের হয়ে পড়েন। এতদ্ব্যতীত সাধারণভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'শায়খান' তথা হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শ নিয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দিতেন। এমনকি তিনি তাদেরকে বলতেন لو اجمعتما في رأى ما خالفتكما 'যদি তোমরা দু'জন কোন বিষয়ে

একমত হও, তাহ'লে আমি তোমাদের বিরোধিতা করব না'।[২০] স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে মুনাফিকেরা অপবাদ দিলে তিনি প্রথমে আলী ও উসামার সাথে পরামর্শ করেন। এরপরে মসজিদে নববীতে সাধারণ জনগণের সহায়তা কামনা করেন।

এর অর্থ এটা নয় যে, আম জনগণ সবাই শূরা সদস্য হবার যোগ্যতা রাখেন এবং তাদের সমর্থন ব্যতীত 'আমীর' নির্বাচিত হ'তে পারবেন না। যেমনটি ধারণা করেছেন আধুনিক যুগের কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদ। এটি নিঃসন্দেহে একটি ভুল চিন্তাধারা।[২১] বরং সর্বদা শূরার গুরুত্ব সর্বাধিক। যেমন হযরত আলী (রাঃ)-কে খেলাফত গ্রহণের অনুরোধ করা হ'লে তিনি প্রত্যাখ্যান করে বলেন,

ليس هذا لكم إنما هو لأهل بدر و أهل الشورى فمن رضى به أهل الشورى و أهل بدر فهو الخليفة فتجتمع و تنظر فى هذا الأمر

'এটা তোমাদের এখতিয়ার নয়। বরং এটি বদরী ছাহাবা ও শূরা সদস্যদের দায়িত্ব। তাঁরা একত্রে বসে যাকে মনোনীত করবেন, তিনিই খলীফা হবেন'।[২২]

উপরের আলোচনায় বুঝা গেল যে, ইসলামে পরামর্শের গুরুত্ব সবচাইতে বেশী। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুযায়ী 'আমীর' শূরা সদস্যদের নিকট থেকে এবং প্রয়োজনে সকল স্তরের সাধারণ জনগণের মতামত ও সমর্থন যাচাই করবেন ও সেমতে সিদ্ধান্ত নেবেন। এভাবে পরামর্শ গ্রহণ শেষে আমীরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

شَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ

'তুমি লোকদের পরামর্শ নাও। অতঃপর যখন স্থির প্রতিজ্ঞ হবে, তখন আল্লাহ্র উপরে ভরসা কর (আলে ইমরান ১৫৯)।

বর্তমান যুগে ইসলামী নেতৃত্ব ব্যবস্থা কিভাবে সম্ভব?

বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি স্তম্ভ হ'ল বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইনসভা বা জাতীয় সংসদ। এর মধ্যে বিচার ও শাসন বিভাগের প্রধান পদগুলি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত হয়। প্রেসিডেন্ট দেশের প্রধান বিচারপতি মনোনয়ন দেন। অতঃপর তাঁর পরামর্শক্রমে অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ দান করেন। প্রধান সেনাপতি ও যেলা প্রশাসক সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ সমূহে তিনি নিয়োগ দেন। বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ ইত্যাদি তাঁর হাতেই রয়েছে। তিনি এসব ব্যাপারে অধঃস্তনদের সাথে পরামর্শ করেন। কিন্তু তাঁকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।

বাকী থাকল পার্লামেন্ট বা আইনসভা। এখানে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সংসদ সদস্যগণ নির্বাচিত হন ও তারাই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করেন। অতঃপর তিনি প্রেসিডেন্টের নিকটে শপথ গ্রহণ করেন। সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীকেই সবচেয়ে শক্তিশালী পদমর্যাদা দান করা হয়েছে। ফলে তাঁর পরামর্শের বাইরে প্রেসিডেন্টের কিছু করার ক্ষমতা নেই। এটা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী প্রেসিডেন্ট-এর পদমর্যাদাকে ক্ষুন্ন করার শামিল।

উপরের চিত্র সামনে রেখে নিম্ন উপায়ে ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারেঃ

প্রেসিডেন্ট প্রথমে রাষ্ট্রের এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠ মুত্তাক্বী আলেমকে নিজের জন্য পরামর্শদাতা হিসাবে গ্রহণ করবেন। যিনি তখন বা পরে কোন প্রশাসনিক পদে থাকবেন না। অতঃপর তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তর থেকে সৎ ও যোগ্য ঈমানদার ব্যক্তি বাছাই করে নিজের জন্য একটি মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট নিয়োগ করবেন। যারা জাতীয় সংসদে বসে দেশের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দিবেন। তবে তাঁদের পরামর্শ মানতে প্রেসিডেন্ট বাধ্য থাকবেন না। মোটকথা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ যিম্মাদার হবেন প্রেসিডেন্ট। অন্যেরা থাকবেন তাঁর পরামর্শদাতা ও সহযোগী।

ইসলামী পরিভাষায় প্রেসিডেন্ট হবেন 'আমীর'। তবে পার্থক্য এই যে, তিনি আল্লাহ্র বিধানের বাইরে বিধান জারি করতে পারেন না এবং অহি-র বিধান জারি করতে কোনরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন করবেন না। প্রচলিত প্রথায় 'প্রেসিডেন্ট' স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারেন ও যেকোন আইন জারি করতে পারেন। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় 'আমীর' স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারেন না। তিনি আল্লাহ ও জনগণের নিকটে দায়বদ্ধ থাকেন।

দেশের বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকবে। 'আমীর' বা যে কোন সরকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেখানে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। অভিযোগ প্রমাণিত হ'লে এবং তা ইমারতের অযোগ্যতা প্রমাণ করলে বিচার বিভাগের রায় মোতাবেক

---

২০. *আশ-শূরা পৃঃ ১০৪।*

২১. أهل الشورى هم عموم الناس إذا كان الأمر سيتعلق بعمومهم كاختيار الخليفة والحاكم واعلان الحرب

দ্রঃ আশ-শূরা পৃঃ ১০১।

২২. *আশ-শূরা পৃঃ ১০৩।*

'আমীর' অপসারিত হবেন। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ইমারত -এর যোগ্য থাকা পর্যন্ত বা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল থাকবেন।

'আমীর' অপসারিত হ'লে তাঁর মনোনয়ন মোতাবেক পরবর্তী আমীর নিযুক্ত হবেন। কিংবা তাঁর অথবা পার্লামেন্ট নিয়োজিত একটি ছোট সাব-কমিটি এ দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁরা প্রয়োজনে সর্বত্র মতামত নিবেন। অতঃপর নিযুক্ত আমীরকে সকলে মেনে নিবেন।

নতুন 'আমীর' পুনরায় 'শূরা' গঠন করবেন। তাদের আনুগত্যের বায়'আত নিবেন ও তাদের পরামর্শ মোতাবেক দেশ চালাবেন। মোটকথা বর্তমানের বিচার বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগের সাথে পার্লামেন্ট সদস্য নিয়োগকেও প্রেসিডেন্টের হস্তে ন্যস্ত করা হবে। অর্থাৎ 'শূরা' বা সংসদ সদস্যগণ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত হবেন, জনগণের ভোটে নয়। ইসলামী শাসন ও নেতৃত্ব ব্যবস্থায় প্রথমে 'আমীর' নির্বাচিত হন। অতঃপর তিনি তাঁর শূরা সদস্যদের মনোনয়ন দিয়ে থাকেন।

ফলাফলঃ

ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচনের ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, জাতি সর্বদা একদল দক্ষ, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে প্রশাসনের সর্বত্র দেখতে পাবে। ৪, ৫, ৬ বছর অন্তর নেতৃত্ব নির্বাচনের অন্যায় ঝামেলা ও অহেতুক অপচয় থেকে দেশ বেঁচে যাবে। সামাজিক অনৈক্য ও রাজনৈতিক হানাহানি থেকে জাতি রক্ষা পাবে। একক ও স্থায়ী নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হবে- জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য যা আবশ্যিক পূর্বশর্ত। রাজনৈতিক সন্ত্রাস থেকে মুক্ত পরিবেশে জাতি একাগ্রচিত্তে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারবে। সর্বোপরি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা দেশীয় রাজনৈতিক দলসমূহকে তাদের এজেন্ট হিসাবে ব্যবহার করতে নিরুৎসাহ হবে। ফলে তাদের এজেন্টদের অপতৎপরতা থেকে জাতি মুক্ত থাকবে।

জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ইসলাম

গণতন্ত্রে প্রধানতঃ পাঁচটি লোভনীয় প্রস্তাব রয়েছে। ১- ব্যক্তির বদলে জনগণ ক্ষমতার মালিক হবে। ২- ছোট বড়, ভাল-মন্দ সকলের সার্বজনীন ভোটাধিকার। ৩- রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সার্বজনীন অধিকার। ৪- সার্বভৌম জাতীয় সংসদ এবং সেখানে অধিকাংশের সমর্থনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ৫- বাক, ব্যক্তি ও সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় মূলতঃ এককেন্দ্রিক অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সঞ্চিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। উক্ত পাঁচটিকে একটি বিষয়ে পরিণত করলে দাঁড়াবে যে, ক্ষমতা একজনের হাতে নয়। বরং সমষ্টির হাতে থাকবে। আরও সংক্ষেপে বলা যায়ঃ 'একক ক্ষমতার অবসান ও সামষ্টিক ক্ষমতার উত্থান' -এটাই হ'ল গণতন্ত্রের মূল কথা।

আপাত মধুর উক্ত কথাগুলি কতটুকু বাস্তব সম্মত এবং ইসলামী নেতৃত্বের মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব কি-না, এক্ষণে আমরা তা যাচাই করে দেখব-

প্রথম কথা হ'লঃ জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা। অথচ বাস্তব কথা হ'ল, কেবলমাত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ ব্যতীত গণতন্ত্রে জনগণের আর কোন অধিকার নেই। জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত ব্যক্তিরাই ছলে-বলে-কৌশলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনগণকে শোষণ করে ও তাদের অধিকার হরণ করে। পক্ষান্তরে ইসলামী ইমারতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে আল্লাহ্‌র হাতে। ইমারতকে সেখানে জনগণের পবিত্র আমানত মনে করা হয়। সেকারণ আমীর ও তাঁর পার্লামেন্ট সদস্যগণ আল্লাহ ও জনগণ উভয়ের নিকটে জওয়াবদিহী করতে বাধ্য থাকেন। 'আমীর' হন সর্বোচ্চ যিম্মাদার হিসাবে 'খাদেম' মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ সার্বজনীন ভোটাধিকার। সমাজের অধিকাংশ লোকই অদূরদর্শী ও অসচেতন। উপরন্তু শিরক ও বিদ'আতে অভ্যস্ত। এদের ভোটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ কতটুকু যোগ্য হবে এবং জনগণ প্রতারকদের খপ্পরে পড়বে কি-না বিচার সাপেক্ষ। ইসলাম একারণে নেতৃত্ব নির্বাচনের অধিকার ঢালাওভাবে সবার হাতে ছেড়ে দেয়নি। বরং সমাজের সর্বোচ্চ চিন্তাশীল মুত্তাক্বী-পরহেযগার ও যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। আর সৎ ও যোগ্য এবং আল্লাহ ভীরু লোকের হাতেই কেবল জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। অন্য কোনভাবে নয়।

তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রীয় কোষাগারঃ গণতন্ত্রে সরকারী দল এই কোষাগার হ'তে যথেচ্ছ ঋণ নিয়ে দেশকে তলাহীন ঝুড়িতে পরিণত করতে পারে। উক্ত দলের একক চিন্তাধারা অনুযায়ী পুঁজিবাদ বা সমাজবাদ যে কোন অর্থনীতি তারা চালু করতে পারে। পক্ষান্তরে জাতীয় বায়তুল মাল রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ইমারতের পক্ষ হ'তে ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। ইসলামী অর্থনীতি ব্যতীত সেখানে অন্য কোন অর্থনীতি প্রবেশ করতে পারে না। ফলে আল্লাহ্‌র আইন মোতাবেক মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ সমভাবে আল্লাহ্‌র দেওয়া অর্থনীতির সুফল ভোগ করতে পারে।

চতুর্থতঃ জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব। কথাটি মধুর শুনালেও মূলতঃ সেখানে সরকারী দলের বা অধিকাংশদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সংখ্যালঘুদের বক্তব্য সঠিক ও ন্যায়নিষ্ঠ হ'লেও তা প্রত্যাখ্যাত হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব থাকে আল্লাহ্‌র হাতে। আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে আমীর তা প্রয়োগ করেন মাত্র।

সেখানে সরকারী ও বিরোধী দলের কোন অস্তিত্ব থাকেনা। ফলে সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু বা একাকী, যার বক্তব্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুকূলে হবে, তার বক্তব্য গৃহীত হবে। এতে কেবল সংখ্যাগুরু নয়, বরং সকল নাগরিকের অধিকার অক্ষুন্ন থাকে।

পঞ্চমতঃ বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। গণতন্ত্রে এগুলি দলতন্ত্রের কাছে পরাভূত হয়। এমনকি দলের লাঠিবাজদের হুমকিতে বিচারবিভাগ পর্যন্ত আজ শংকিত। বাক, ব্যক্তি ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিষয়ে ইসলামী নীতিমালা অত্যন্ত স্পষ্ট। এসবের বিগত দৃষ্টান্তসমূহ কিংবদন্তীর মত মানব জাতির সোনালী ঐতিহ্য হিসাবে ইতিহাসে রক্ষিত আছে। তবে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা এবং আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শ বিরোধী কোন কথা ও কাজের স্বাধীনতা ইসলামী শাসন বিভাগ কাউকে দিতে পারে না। কারণ তা হবে মানবতা ক্ষুন্নকারী ও সমাজে পশুত্ব বিস্তারে উৎসাহদানকারী এবং নিঃসন্দেহে তা হবে সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্টকারী।

অতএব বলা চলে যে, রাজতন্ত্রের উপরে ক্ষুব্ধ হ'য়ে গণতন্ত্র এনে রাজতন্ত্রের ভাল বিষয়গুলি যেমন শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে জন অধিকারকে যেমন বিনষ্ট করা হয়েছে। অন্যদিকে তেমনি জগাখিচুড়ী গণতন্ত্রের ফাঁদে পড়ে দলতন্ত্রের চোরাবালিতে গণ অধিকার বিলুপ্ত হয়েছে।

ইসলাম রাজতন্ত্রের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ইত্যাদি গুণাবলীকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীন করে রাষ্ট্রপ্রধান বা আমীরকে স্বেচ্ছাচারিতা হ'তে বিরত রেখেছে। সাথে সাথে তাকে জনগণের খাদেম হিসাবে সর্বোচ্চ যিম্মাদারের গুরুদায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। ফলে সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক হ'লেও রাজার ন্যায় 'আমীর' স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারেন না। একদিকে আল্লাহ অন্যদিকে মজলিসে শূরার সদস্যদের নিকটে তিনি সর্বদা দায়বদ্ধ থাকেন। তাই ইসলামী নেতৃত্ব ব্যবস্থায় আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠা ও তদনুযায়ী দেশ ও সমাজ পরিচালনাই বড় কথা। কোন তন্ত্র-মন্ত্র বড় কথা নয়। এমনকি কোন বাদশাহ বা সামরিক নেতাও যদি আল্লাহ্র আইন প্রতিষ্ঠা করেন, ইসলাম তাকে সমর্থন করে।[২৩]

উপসংহার

দরসে কুরআনে বর্ণিত তিনটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতের নির্দেশ হ'লঃ আমানতকে যথাযোগ্য স্থানে সমর্পণ কর। যোগ্য নেতার নিকটে দায়িত্ব অর্পণের নিয়ম পদ্ধতি আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন চরিত থেকে পেশ করেছি। দ্বিতীয় আয়াতে আমীরের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ও সংগঠনে 'আমীর' (হুকুমদাতা) ও 'মামূর' (আদেশ পালনকারী)। এ দু'টি স্তর ব্যতীত মধ্যবর্তী কোন পদমর্যাদা নেই। আমীরের অধীনে সকল মামূরের অধিকার সমান। সমাজের সর্বত্র এইরূপ আনুগত্যের আবহ সৃষ্টি হ'লে সেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক হিংসা, অহংকার ও হানাহানি থেকে সমাজ মুক্ত থাকে। এতে সামাজিক ঐক্য ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। আনুগত্যহীন 'ইমারত' আল্লাহ্র কাম্য নয়। এ কারণে হাদীছে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল'।[২৪]

তাই আমীরের আনুগত্যে অনেক সময় দুনিয়া হারালেও আখেরাত লাভ অবশ্যম্ভাবী। ইসলামী সংগঠন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আনুগত্যের এই নিঃস্বার্থ ও পরকালীন প্রেরণার বাস্তব প্রতিফলন রয়েছে। যা অন্য কোন সংগঠনে পাওয়া মুশকিল।

তৃতীয় আয়াতে বিবাদীয় বিষয় সমূহকে শয়তানের কাছে নিয়ে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা মুমিন জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কেবল আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাঁর বিধানের বাস্তবায়ন থাকবে; শয়তানের প্রবেশাধিকার থাকবে না। এখানে 'শয়তান' বলতে মানবরূপী শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এরা বিশিষ্ট স্থান দখল করে থাকে। এদের ভিতর-বাহির এক নয়। দ্বীনদার মুমিনদেরকে এদের থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। যদিও দুনিয়াদারেরা সর্বদা এদের দিকেই যেতে চাইবে। সরল-সিধা সাধারণ মানুষকে ধোকায় ভুলিয়ে এই ধরনের লোকেরাই আজকের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আর গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা হ'ল এদের জন্য উত্তম সুযোগ। ফলে সৎ ও যোগ্য লোকেরা নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকেন। কেউ ভোটাভুটিতে গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাজিত হন। এ ছাড়াও অফিস-আদালতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও প্রশাসনে অধিকাংশ স্বার্থপর শয়তানী নেতৃত্বের হাতে এঁরা চোখ বুঁজে মার খান। তাই বর্তমান কালের এই নোংরা নির্বাচন ব্যবস্থার অভিশাপে বিপর্যস্ত সমাজকে বাঁচাতে হ'লে অবিলম্বে ইসলামী নেতৃত্ব ব্যবস্থা কায়েম করা আশু যরূরী। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

---

২৩. ছালাহুদ্দীন ইউসুফ খিলাফত ও মুলূকিয়াত (দিল্লী, মাকতাবা তারজুমান, ১ম প্রকাশ ১৯৯১) পৃঃ ৯৮-১০০।

২৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬১ 'ইমারত' অধ্যায়।

প্রবন্ধ

শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত

-রফীক আহমাদ*

'ছালাত' শব্দের অর্থ প্রার্থনা, দো'আ, আবেদন ইত্যাদি। ছালাত আল্লাহপাকের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রিয় একটি শক্তি। ইহা মানব তথা মুসলিম জীবন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয় উপাদান হিসাবেও পরিচিত। বাস্তব জগতে আমরা কিছু শক্তির পরিচয় জানি। যেমন আলো এক প্রকার শক্তি, শব্দ এক প্রকার শক্তি, বিদ্যুৎ এক প্রকার শক্তি ইত্যাদি। আর 'ছালাত' মহান আল্লাহপাকের পবিত্র অন্তর-আত্মার সঙ্গে বান্দার পবিত্র অন্তর-আত্মার মিলন বা যোগসূত্র স্থাপনের একটি উচ্চতর অদৃশ্য শক্তি, এতে কোন সন্দেহ নেই। এই শক্তির বাস্তব রূপ একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহপাকই ভাল জানেন। এর কিয়দংশ বৃহদাংশ ও শ্রেষ্ঠাংশ তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) অবশ্যই মানবকুলের মধ্যে ভাল জানেন। আর যারা এই শক্তির অন্বেষণে জ্ঞান অর্জন করেন তাঁরাও এর রহস্য কিছু বুঝতে পারেন বা বোঝার চেষ্টা করে থাকেন।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে স্বীকৃত, পরিচিত ও প্রমাণিত। এই শ্রেষ্ঠ প্রাণীর শ্রেষ্ঠ কাজ এক আল্লাহপাকের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানব সম্প্রদায়কে বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডার দ্বারা জগতের বুকে প্রেরণ করেছেন। এই জ্ঞান ভাণ্ডারকে তাঁর অনুসরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছেন দৃঢ়ভাবে। পরিশেষে তাঁর ইচ্ছা ও আদেশ সমূহের সমষ্টিকে ৫ (পাঁচ) ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলি হচ্ছে- (১) কালেমা (২) ছালাত (৩) ছিয়াম (৪) হজ্জ ও (৫) যাকাত।

এই পাঁচটি আদেশের প্রথমটিই কালেমা ত্বাইয়েবা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই'। এই কালেমার স্বীকারোক্তি ও তদানুযায়ী কাজ করার প্রতিশ্রুতিই ঈমান বা বিশ্বাস। ঈমান মানব হৃদয়ের সবচাইতে শক্তিশালী আলোকরশ্মি। যার সাহায্যে সে আল্লাহপাকের অসীম কুদরত ও ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য স্থাপন ও আত্মসমর্পন করতে সক্ষম হয়। এর সাহায্যেই ইসলামের অপর চারটি আদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সহজ হয়ে পড়ে। তাছাড়া ন্যায় ও সত্য পথের যাবতীয় বস্তু এই আলোর সামনে উজ্জ্বল দেখায়। পক্ষান্তরে অন্যায় ও অসত্য পথের সকল বস্তু এখানে আগমন করতে মোটেই সাহস পায় না। আবার এই আলোক প্রাপ্ত বা ঈমানদার ব্যক্তির নিকট হ'তে সকলেই আলো গ্রহণ করতে পারে অতি সহজে। যেমন একটি উজ্জ্বল প্রদীপ হ'তে এর মালিক যে আলো বা সুবিধা পায়, নিকটবর্তী লোকেরাও প্রায় তদ্রূপ আলো বা সুবিধা ভোগ করতে পারে। এমনকি দূরের অধিবাসীরাও এর দ্বারা কমবেশী উপকার পেয়ে থাকে। সকল প্রকার জীব-জন্তু, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, শত্রু-মিত্র সকলেই তাঁকার পায় আলোর নির্মল গতির স্রোতে। একমাত্র ঈমানদার ব্যক্তির নিকট হ'তে সকল মানব, জীব-জন্তু, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, শত্রু-মিত্র, ধার্মিক-অধার্মিক, ধনী-দরিদ্র সকলেই উপকৃত হয়। ঈমানদার ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এতগুলি গুণ সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়।

ঈমান সম্বন্ধে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, উম্মতকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে একদিন জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ঈমান কি? উত্তরে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করা, তাঁর ফেরেশতাগণকে বিশ্বাস করা, তাঁর কিতাব সমূহের বিশ্বাস করা, তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করা, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করা, তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আপনি সঠিক বলেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২)*। উপরোক্ত ছয়টি বিষয় সঠিকভাবে ধারণ করার নামই ঈমান এবং এখান থেকেই ইসলাম ধর্মের সূত্রপাত। যে কোন মানুষ ঈমান আনয়ন করলে আল্লাহ্‌র দেওয়া পাঁচটি বিধান পরিপূর্ণ করে খাঁটি মুসলমান হ'তে পারবে।

ঈমানের সমর্থনে আল্লাহপাক তাঁর পবিত্র কালামে বহু জায়গায় বিষদ বর্ণনা দিয়েছেন। শুধু তাই নয় ঈমানের সংগে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহকেও সংযুক্ত করে বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'সৎ কর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে। বরং প্রকৃত সৎ কাজ হ'ল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র উপর, ক্বিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপর এবং সম্পদ ব্যয় করবে আল্লাহ্‌র মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী কৃতদাসদের জন্য। আর যারা ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে, শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী তারাই হ'ল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই প্রকৃত পরহেযগার বা মুত্তাক্বী' *(বাক্বারাহ ১৭৭)*। সূরা নিসার ১৬২ নং আয়াতে বর্ণিত আছে, 'যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানপক্ক ও ঈমানদার তারা তাও মান্য করে যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে। আর যারা ছালাতে অনুবর্তিতা পালনকারী, যারা যাকাত প্রদানকারী এবং যারা আল্লাহ ও ক্বিয়ামতে আস্থাশীল। বস্তুতঃ এমন লোকদের আমি দান করব মহা পুণ্য'। ঈমানের সচ্ছতার অনুকূলে সূরা আনফালের ২, ৩ ও ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা ঈমানদার তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন পাঠ করা হয় তাদের সামনে আল্লাহ্‌র কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় প্রভুর উপর ভরসা পোষণ করে। সে সমস্ত লোক যারা ছালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রূযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে,

* অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

তারাই হ'ল সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় প্রভুর নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রূযী'।

আল্লাহ বলেন, 'আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র উপর, তাঁর রাসূলের উপর এবং তাঁদের কারো প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি। শীঘ্রই তাদেরকে তাদের প্রাপ্য ছওয়াব দান করা হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু' (নিসা ১৫২)। আলোচ্য সূরার ১৭৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে। তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ ছওয়াব দান করবেন। বরং স্বীয় অনুগ্রহে আরো বেশী দিবেন। পক্ষান্তরে যারা লজ্জাবোধ করেছে এবং অহংকার করেছে, তিনি তাদেরকে দিবেন বেদনাদায়ক আযাব। তারা আল্লাহকে ছাড়া কোন সাহায্যকারী ও সমর্থক পাবে না'। একই সূরার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'অতএব যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে, তিনি তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের আওতায় স্থান দিবেন এবং তাঁর নিকট পৌঁছানোর জন্য সরল পথে পরিচালিত করবেন'।

ঈমান ও তৎসঙ্গে জড়িত আল-কুরআনের বহু আয়াতের মহামূল্যবান ব্যাখ্যায় ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব সবচাইতে বেশী করে ফুটে উঠেছে। একটা বিষয় পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে, ইসলামের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের মূল চাবিকাঠিই হ'ল ঈমান। একমাত্র ঈমানই সমগ্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মূল্যায়ন করতে সক্ষম। অন্ধকারের জন্য বা রাত্রির জন্য যেমন আলোর প্রয়োজন, শুধু প্রয়োজনই নয় এই আলোকশক্তিকে দিবালোকের ন্যায় শক্তিশালী করার প্রচেষ্টাও অপরিহার্য। শুধু অন্ধকারের জন্য নয় বরং দুর্বল আলোর জন্যও শক্তিশালী আলো আবশ্যক। একমাত্র আলোই অন্ধকারের সবকিছু সন্ধান করতে সক্ষম। অনুরূপভাবে একমাত্র ঈমানই মানুষকে মহাবিশ্বের অসংখ্য ও বিচিত্র সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুর একটিকে অন্যটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এক সময়কে অন্য সময়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। এক মানুষকে অন্য মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। এইভাবে সৃষ্টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুগুলি হ'তে শুরু করে বৃহৎ বৃহৎ বস্তুগুলির মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য বিদ্যমান। ঈমান এর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রয়েছে। আমরা জানি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ ঈমানের ক্ষেত্রে বা ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত। তবে ইহা মোটামুটি অনুকূল ও প্রতিকূল এই দু'ভাগেই বিভক্ত। আমাদের আলোচ্য বিষয় অনুকূল ঈমানের ক্ষেত্র, যা প্রশান্তিময় বিশাল বিচরণ ক্ষেত্র রূপে আমাদের মধ্যে নিহীত রয়েছে।

যে ব্যক্তির মধ্যে ঈমানের আলো প্রবেশ করে, তা পরপারের আলো হ'তেই প্রাপ্ত নিঃসন্দেহে। যেমন মহাবিশ্বের আকাশ ও যমীন জুড়ে যে বিপুল আলোকভাণ্ডার রয়েছে, তার উৎস সূর্য। এই আলো সৃষ্টির সবকিছুই প্রায় সমানভাবে ভোগ করে থাকে। কিন্তু পরপারের আলোতে তা সম্ভব হয় না। কারণ এই আলো অদৃশ্য। শুধু আল্লাহভীরু জ্ঞানের মানসপটেই এর রশ্মি আলোকপাত করতে পারে এবং ইহা অনুধাবন করার শক্তি জীন ও মানব জাতি ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর নেই। আর এই ঈমানদার ব্যক্তিবর্গের জন্যই ছালাত। ছালাতের মাধ্যমেই যাত্রা শুরু হয় আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দার ও নবী (ছাঃ)-এর প্রিয় উম্মতের। ঈমান শুধু ইসলামের মানসিক প্রস্তুতি। আর ছালাত হ'ল তার বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান পদ্ধতি। এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় তথ্যের সংযোজনই আমাদের কাম্য।

আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি, ছালাত এক প্রকার শক্তি। এই শক্তি হ'ল সৃষ্টির সকল শক্তির উর্ধ্বে এক মর্যাদাপূর্ণ অদ্বিতীয় শক্তি। এর প্রধান কাজ আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য স্থাপন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। এই আনুগত্য আনয়নের প্রারম্ভেই আত্মসমর্পণ অপরিহার্য। কারণ আত্মসমর্পণ ছাড়া পূর্ণ আনুগত্য স্থাপন সম্ভব নয়; আর এখানে যে আত্মসমর্পণের কথা বলা হয়েছে তা বিশেষ কোন অংশের নয়। এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অত্যন্ত ব্যাপক এবং ইহা শুধু ধর্মীয় উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যেই একান্তভাবে যরূরী। কাজেই যারা ধর্মীয় তথা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী তারাই এই ধর্মের মূল ধর্ম গ্রন্থ আসমানী কিতাব কুরআনের আলোকে আত্মসমর্পণে উৎসাহিত হন। অতঃপর ছালাতের মাধ্যমে আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়া চলতে শুরু করে। আল্লাহ্র কোন বান্দা এই (আত্মসমর্পণ) সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লে মৃত্যু পর্যন্ত তা স্থায়ীত্ব লাভ করে।

আল্লাহপাকের যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে আসমান ও যমীনের গুরুত্ব সর্বাধিক। আমাদের দৃষ্টিতে আসমান একটি সু-উচ্চ ছাদ স্বরূপ এবং যমীন একটি বিশাল বিছানা স্বরূপ। আর উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান (দূরত্ব) তা নির্ণয় করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ্র নিকট ইহা অতীব সহজ ব্যাপার নিঃসন্দেহে। এতদুভয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিরাজমান এবং একটি অপরটির পরিপূরক। আমাদের পরিচিত (সৃষ্ট) বস্তুসমূহ আসমান ও যমীনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া আসমান ও যমীনের যে বিশাল দূরত্ব আমাদের চোখে তা মোটেই তত বিশাল বুঝায় না। বরং উভয়ে উভয়ের সাথে প্রতিবেশীর মত মিলে আছে। কেউ কারো পর নয় বলে মনে হয়।

অনুরূপভাবে মানুষের প্রতি আল্লাহপাকের দেয়া বিধান সমূহের মধ্যে ঈমান ও ছালাত এর গুরুত্ব শীর্ষস্থানীয়। এ দু'টি বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আধ্যাত্মিক জগতের আসমান-যমীন সমতুল্য বলা যায়। কারণ পাক কুরআনে এ বিষয়ে শত শত বার বিভিন্ন ভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং এর অনুকূলে ও প্রতিকূলে বহু আয়াত রয়েছে। ফলে ঈমান ও ছালাত একে অন্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিলে অপরটি অচল হয়ে যাবে। তাই ঈমানকে বাদ দিয়ে ছালাত বা ছালাতকে বাদ দিয়ে ঈমান প্রতিষ্ঠিত করা কল্পনাতীত।

এ জন্য শুধু ঈমানের দাবী নিয়ে খাঁটি মুসলমানের দাবী সম্পূর্ণ অসম্ভব। সমাজে অনেক লোক রয়েছে যারা ছালাত আদায় করে না। অথচ নিজেকে ঈমানদার বলে দাবী করে বা ধারণা করে। ধর্মের ভাষায় তথা ইসলামের পরিভাষায় সে ধারণা আদৌ সত্য বা সমর্থনযোগ্য নয়।

আমরা পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে ছালাতকে একটি সাধারণ কাজ বা সহজ কাজ বলে মনে করি। তাই একটা ৪/৫ বছরের শিশুকেও তার পিতা-মাতা বা দাদা-দাদীর সাথে ছালাতে ওঠা-বসা করতে দেখা যায়। এতে বাধা বা আপত্তির কিছু নেই। কারণ একটা মানব শিশু জন্মের পর যেমন ধীরে ধীরে খাওয়া, পান করা, কথা বলা, হাঁটা ইত্যাদি কাজ অনেক ভুলের মধ্যে দিয়ে শুরু করে, ধীরে ধীরে তা সংশোধনের পথে এগিয়ে যায়। অনুরূপভাবে জীবনের যে কোন সময় হ'তে ছালাত শুরু করে ভুলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েও তা ধীরে ধীরে সংশোধনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। তবে সংশোধন করে নেওয়া অপরিহার্য। এর কোন বিকল্প নেই। জাগতিক কাজের ভুল-ত্রুটিকে অনেক সময় ভুল-ত্রুটি বলে মেনে নেওয়া হয় না, যুক্তির দ্বারা তা খণ্ডন করা হয়। ছালাতের ক্ষেত্রে সকল নিয়ম-কানূন মেনে নিয়ে ত্রুটিমুক্ত ছালাতের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখানে ব্যক্তিগত যুক্তি বা মতবাদ অচল। আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) কর্তৃক বাস্তবায়িত ছালাতই আমাদের ছালাত। এই ছালাত সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে, শিখতে হবে, পালন করতে হবে। পেশাগত জীবনের জন্য বা জাগতিক জীবনের জন্য শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়বস্তুর প্রতি যেরূপ আগ্রহ, ধর্মীয় জীবনের প্রতিও তদ্রুপ বা ততোধিক অনুভূতির প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বাংলা, গণিত, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থ ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে গুরুত্ব দেয়া হয়, ধর্মীয় পুস্তক কুরআন ও হাদীছের প্রতি অনুরূপ ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আগ্রহের খুবই অভাব। আমরা মাতৃভাষা বাংলায় একটি প্রবন্ধ বা কবিতার অংশবিশেষকে উচ্চাঙ্গের ভাব ভাষায় ব্যাখ্যার প্রয়াসে সচেষ্ট হয়ে থাকি। আবার কোন প্রবাদ বাক্যের ভাবসম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও বিষয়বস্তুর প্রতি বিন্দুমাত্র অবহেলা না করে তার প্রকৃত রূপরেখা তুলে ধরা হয়। ধর্মীয় গ্রন্থ আল-কুরআনের অভ্যন্তরে ছালাত সম্বন্ধে অসংখ্য জায়গায় (আয়াতে) উপদেশ রয়েছে। এই উপদেশগুলি গবেষণাযোগ্য। এগুলির একটির সাথে অপরটির চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে। এগুলিতে ছালাতের চরম অভ্যন্তরের মূল্যবান (করণীয়) অংশগুলির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের দেহের উপরের আকৃতি মাথা, চুল, চোখ, মুখ, নাক, কান, হাত, পা, দেহ ইত্যাদির মূল্য তার আভ্যন্তরীণ কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। এটা আমাদের সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। তবে বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরিখে বড় বড় ডাক্তারগণ এ বিষয়ে অনেক অগ্রসর। এখন বহু উন্নত উন্নত যন্ত্রের আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষের দেহের অভ্যন্তরের প্রায় সকল রোগই ধরা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু উন্নত যন্ত্রগুলি ছাড়া তা আদৌ সম্ভব নয়।

ছালাতকে যদি আমরা মানব দেহের মত একটা অস্তিত্ব কল্পনা করি, তবে এর প্রারম্ভিক তাকবীরে তাহরীমা থেকে শুরু করে সূরা ক্বিরা'আত পাঠ, রুকূ, রুকূর দো'আ, রুকূ হ'তে দাঁড়ানো, সিজদায় গমন ও দো'আ পাঠ, সিজদা হ'তে মাথা উত্তোলন ও দো'আ পাঠ, আবার সিজদায় গমন, তাশাহহুদ পাঠ, সালাম ফিরনো ইত্যাদি কাজগুলিকে মানব দেহের মাথা, হাত, পা, চোখ, মুখ, নাক, কান ইত্যাদির সাথে তুলনা করা যায়।

একই বিষয়ের পুনরালোচনায় দেখা যায় যে, মানব দেহের রং, মাথা, হাত, পা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদির সৌন্দর্যের উপর একটা মানুষের সৌন্দর্য নির্ভর করে। এটা আমাদের মত অধম মানুষের ধারণা মাত্র। আসলে তার প্রকৃত রূপ দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়ের গোপন কোঠায় সংরক্ষিত। যার প্রকৃত অবয়ব একমাত্র আল্লাহপাক ছাড়া আর কেউই অবগত নন। অনুরূপভাবে কাল্পনিক ছালাত দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাকবীরে তাহরীমা, সূরা ক্বিরা'আত পাঠ, রুকূ, সিজদা, তাসবীহ পাঠ, তাশাহহুদ পাঠের বৈঠক, সালাম ফিরানো ইত্যাদি বিষয়গুলির সৌন্দর্যের উপরই ছালাতের সৌন্দর্য বা ছালাত আদায়কারীর সৌন্দর্য নির্ভর করে নিঃসন্দেহে। তবে আভ্যন্তরীণ সচ্ছতা, যাতে আল্লাহপাক খুশী হন সেই সচ্ছতার বা পবিত্রতার গোপন খবর একমাত্র আল্লাহপাকই পূর্ণরূপে জানেন। আর এর সঙ্গে কতটুকু নম্রতা, আনুগত্য, একাগ্রতা, সাধনা, আল্লাহভীতি, আশা-নিরাশা ইত্যাদি রয়েছে তাও সম্পূর্ণ তাঁর নিয়ন্ত্রণে। কাজেই ছালাত সম্বন্ধে আমাদের ভালভাবে জানতে হবে, শিখতে হবে, বুঝতে হবে, সম্ভাব্য গবেষণা করতে হবে, সর্বোপরি আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর ছালাতের অনুসন্ধান করতে হবে। ছালাতকে একটি সাধারণ কাজ বা দায়িত্ব মনে করে পালন করে গেলে চরম ভুল হবে। এটি জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ, শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব, শ্রেষ্ঠ জবাবদিহিতা, শ্রেষ্ঠ আত্মতৃপ্তি, শ্রেষ্ঠ শান্তির পথের দিশারী ও ব্যাপক কল্যাণের ভাণ্ডার।

আল্লাহপাক তাঁর পবিত্র কালামে পাকে সূরা আল-বাক্বারার ৪৫ নং আয়াতে ছালাত আদায়কারীকে কি অবস্থায় ছালাত আদায় করতে হবে তার উপদেশ স্বরূপ বলেছেন, 'ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর ছালাতের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব'। এই সূরার ১৫৩ নং আয়াতে বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন'।

অনুরূপভাবে সূরা হজ্জ-এর ৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'যাদের অন্তর আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হ'লে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং যারা ছালাত

কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে'। একই বিষয়ে পুনরায় সূরা মুমিনূন এর ১-২ নং আয়াতে বর্ণিত আছে, 'মুমিনগণ সফলকাম, যারা নিজেদের ছালাতে বিনয়ী, যারা নিরর্থক কাজে বিমুখ'। একই সূরার ৯-১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা ছালাতে যত্নবান, তারাই উত্তরসূরী, তারা ফেরদাউসের অধিকারী, তারা উহাতে স্থায়ী হইবে'।

একই বিষয়ের সমর্থনে সূরা আ'লার ১৪-১৫ নং আয়াতে সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে সে, যে পরিশুদ্ধ হয় এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে। অতঃপর ছালাত আদায় করে'।

পবিত্র কুরআনুল কারীমের উপরোক্ত আয়াতগুলির আলোকেই ছালাতের তাৎপর্যের সূচনা করেছি। কিন্তু আয়াতগুলির প্রকৃত অর্থের গভীরতায় পৌঁছা খুবই কঠিন। তবে ধীরে ধীরে এগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে হবে এবং যতদূর সম্ভব অগ্রসর হ'তে হবে। ছালাতের মধ্যে ধৈর্যের কথা, বিনয়ী হওয়ার কথা, নম্রতার কথা, শুদ্ধতার কথা বার বার বলা হয়েছে। মানব জীবনে বড়রা ছোটদেরকে যে কোন কাজের আদেশ বা উপদেশ একাধিকবার বা কয়েকবার প্রদান করতে থাকলে ঐ কাজের গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং আদেশ পালনকারীর দায়িত্ব বেড়ে যায়। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানুষের ক্ষেত্রেও এরূপ অবস্থার অবতারণা হ'লে স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র পৌনঃপুনিক আদেশ ও উপদেশের গুরুত্ব ও মহত্ব কতগুণ বেশী হ'তে পারে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে মানব জীবনের যে কোনটির চেয়ে তা লক্ষ কোটি গুণ বেশী। সামান্য উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়। পৃথিবীর অস্তিত্বের কথা, পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় সূর্যের আয়তন তের লক্ষ গুণ বড়। কিন্তু সূর্যের চেয়ে আসমানের আয়তন কত গুণ বড় তা আজও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

বৈজ্ঞানিকদের মতে মহাকাশের অন্তর্ভুক্ত সহস্র কোটি বিশাল বিশাল নক্ষত্র রাজির তুলনায় পৃথিবী একটি বিন্দু মাত্র। আমার মনে হয়, আল্লাহপাকের আদেশের গুরুত্বের তুলনায় পৃথিবীর যে কোন মানুষের আদেশের গুরুত্ব বিন্দু মাত্রও নয়। তবুও আল্লাহপাকের দরবারে এই পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষ সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে স্থান লাভ করে রয়েছে। এর রহস্য একমাত্র মহান আল্লাহপাকই ভাল জানেন। তবে মানুষকেও তিনি এ বিষয়ে জ্ঞান লাভের অনুকূল জ্ঞান দান করেছেন। এই জ্ঞানের সাহায্যে আমরা (মানুষ) আল্লাহ্‌র অসংখ্য সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে লুক্কায়িত জ্ঞান ভাণ্ডার হ'তে প্রচুর জ্ঞান আহরণ পূর্বক নিজেকে পূত পবিত্র করে, ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের আন্তরিক চেষ্টা করতে পারি।

একমাত্র ছালাতের মাধ্যমেই আল্লাহপাকের সান্নিধ্য লাভ বা নৈকট্য লাভ এবং রহমত লাভ সম্ভব হ'তে পারে। কারণ প্রকৃত ছালাত আদায়কারী সব সময় আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত থাকে। বিশেষতঃ ছালাত আদায়ের সময় আরও অধিক ভীত হয়ে পড়ে। সে জানে মহান আল্লাহপাকের দরবারে বা বিচারালয়ে হাযির হওয়া কত কঠিন। এখানে কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও অবিচার করা হবে না। অর্থাৎ সকলের প্রতি সমান অধিকারের ভিত্তিতে সুবিচার হবে। কাজেই একজন জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে ভীত ও চিন্তিত হওয়াই স্বাভাবিক।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানির প্রয়োজন। দেহের আবরণের জন্য কাপড়ের প্রয়োজন। জ্ঞান লাভের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। অনুরূপভাবে আল্লাহপাকের ভীতি ও চিন্তা নিবারণের জন্য সঠিক ছালাত প্রয়োজন।

এই অংশটুকুর সামান্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ক্ষুধা নিবারণের জন্য বিপুল খাদ্য ভাণ্ডার রয়েছে। আমরা এই খাদ্য ভাণ্ডার হ'তে শুধু হালাল ও রুচিপূর্ণ খাবারই গ্রহণ করি এবং এগুলিকে আরও সুন্দর ও উন্নতমানে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে থাকি। তৃষ্ণা মেটানোর জন্য পানির বহু উৎস রয়েছে। কিন্তু আমরা শুধু বিশুদ্ধ পানির উৎস হ'তেই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানি পান করে থাকি। আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুল করে কখনও ময়লা বা পচা পানি পান করতে চাইনা। এ বিষয়ে সামান্য জ্ঞানীও সজাগ। আমাদের দেহের আবরণের জন্য কাপড়ের প্রয়োজন। এই কাপড় দেহের কোন অংশে কতটুকু কিভাবে পরিধান করতে হবে তার একটা নিয়ম আছে। এই পরিধান নিয়মকে দিন দিন আরও উন্নত করা হচ্ছে। এদিকে কাপড়ের গুণগত মানের ক্ষেত্রেও বিশাল ব্যবধান রয়েছে। এই ব্যবধানের ক্ষেত্রেও এখন পুরোপুরি উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী বিরাজমান। এখানেও অবহেলার কোন স্থান নেই। অনুরূপভাবে জ্ঞান লাভের জন্য যে শিক্ষার দরকার, সে শিক্ষা লাভেও কেউ পশ্চাৎপদ নয়। এ শিক্ষার প্রসার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর শাখা-প্রশাখারও কোন ইয়ত্তা নেই। এর গুণগত মানের ব্যবধান আরও কল্পনাতীত। শিক্ষার এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হ'তে যে যতটুকু পারে বা আল্লাহপাক যাকে যতটুকু সমর্থ দেন, সে ততটুকু সঞ্চয় করে থাকে, বাধা দেয়ার কেউ থাকে না। শিক্ষা সমাপনীর পর মনে হয় একজন জ্ঞানী, পণ্ডিত, সাহিত্যিক, কবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক অনেক অনেক জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু এই জ্ঞানের প্রকৃত খবর আল্লাহপাকের অবিদিত। যাই হোক এখানে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় আল্লাহপাকের ভীতি ও চিন্তা হ'তে নিরাপত্তার জন্য সঠিক ছালাতের অনুসন্ধান। ইহা নিঃসন্দেহে একটি কঠোর সাধনা বা গবেষণামূলক কাজ। ইহা পার্থিব জগতের যে কোন গবেষণা হ'তে শ্রেষ্ঠ কাজ, আধ্যাত্মিক জগতের যে কোন গবেষণা হ'তে শ্রেষ্ঠ কাজ, পরজগতে পাড়ি জমানোর সহায়তায় একটি শ্রেষ্ঠ কাজ, আল্লাহপাকের সান্নিধ্য লাভের জন্য ইহা নিঃসন্দেহে একটি শ্রেষ্ঠ গবেষণামূলক কাজ।

[চলবে]

ন্যায়পরায়ণতা

-ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক*

ন্যায়পরায়ণতা মুমিনের একটি বিশেষ চারিত্রিক গুণ। যার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা প্রবল, সে কোন অবস্থাতেই অন্যায় করতে পারে না। যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, তাকেই বলা হয় ন্যায়পরায়ণ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারকগণকে ভালবাসেন' (মায়েদা ৪২)।

পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচার সুখী ও শান্তিপূর্ণ সুন্দর সমাজ গড়ার পূর্বশর্ত। সমাজের প্রতিটি মানুষেরই কিছু ন্যায়সঙ্গত অধিকার বা ন্যায়সঙ্গত দাবী রয়েছে এবং তা কোন অবস্থাতেই খর্ব করা চলে না। ন্যায়বিচার কায়েম না থাকলে সমাজে শান্তি-শৃংখলা আসতে পারে না। যে রাষ্ট্রে বা দেশে ন্যায়বিচার আছে, সেখানে অনাবিল শান্তি আছে। আর যে দেশে ন্যায়বিচারের অভাব, সে দেশে শান্তি নেই। যে সমাজে ন্যায়বিচার নেই, সে সমাজে অশান্তির অগ্নি দাউ দাউ করে প্রজ্জ্বলিত হয়। তেমনি যে সংগঠনে ন্যায়বিচার নেই, সে সংগঠন ভঙ্গুর। ন্যায়পরায়ণতার মুখোশে মিছামিছি ঢাকা থাকলেও একদিন তা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। এজন্য প্রতিটি দেশ, সমাজ, সংগঠন, পরিবার তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার অত্যন্ত যরূরী।

মানুষ সাধারণতঃ নিজের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন ও সক্রিয়। কিন্তু অপরের বেলায় উদাসীন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, দেশ ও জাতীর জন্য পক্ষপাতিত্ব করা এবং সে জন্য ন্যায়নীতিকে পদদলিত করাটাকে তারা দোষণীয় মনে করে না। এভাবে ক্রমে তাদের নিকট অন্যায়-অত্যাচারও বৈধ মনে হয়, এমনকি কখনও গৌরবজনকও মনে হয়। আবার এমনও দেখা যায় যে, একই ধরনের অপরাধের জন্য দুর্বল ও দরিদ্র লোকদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। অপরপক্ষে ধনবান ও প্রভাব-প্রতাপশালী লোকদেরকে লঘু দণ্ড দেওয়া হচ্ছে। কখনও সুযোগের অন্তরালে নির্দোষকেই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে আর দোষীকে বেকসুর খালাস দেওয়া হচ্ছে। আবার দেখা যায়, কোন জিনিস পাওয়ার যারা প্রকৃত হকদার, তাদেরকে না দিয়ে বরং যারা পাওয়ার হকদার নয় সেখানে তাদের তোয়াজের মোহে বা মুখ তাকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা যে কেবলমাত্র অন্যায় তাই নয় বরং এক ধরনের পক্ষপাত মূলক জঘন্য অন্যায়। এরূপ নীতিহীন আচরণ চলতে থাকলে কোন দেশ, জাতি, সমাজ, সংগঠন দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না। অচিরেই তা ধ্বংস হয়ে যাবে।

অবিচার করার দরুণ শাদ্দাদ, নমরূদ, ফেরাউনকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন। 'আদ, ছামূদ, লূত (আঃ)-এর কওম এবং বহু জাতি এ কারণেই ইতিপূর্বে ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে হুঁশিয়ার করে বলেন, وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى

'তোমরা যখন কথা বলবে, তখন ন্যায়বিচার কায়েম করবে, হোক না সে ঘনিষ্ট আত্মীয়' (আন'আম ১৫২)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলেই ন্যায়বিচারের উপর কায়েম থাক' (নিসা ১৩৫)।

ন্যায়বিচারের দাবী হচ্ছে মানুষের অধিকার বা হক সংরক্ষণ করা এবং অন্যায়কারীকে প্রতিরোধ বা প্রতিহত করা। পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাতে যাতে সমাজে বিশৃংখলার সৃষ্টি না হয় এবং মানব জীবন যেন বিষময় না হয়ে উঠে, এজন্য মহান আল্লাহ তা'আলা মহানবী (ছাঃ)-কে ন্যায়বিচার কায়েম করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কোন কাজ সমাধা করার পূর্বে মানুষের সামনে দু'টি পথ খোলা থাকে। একটি ন্যায় ও কল্যাণের পথ, অপরটি অন্যায় ও অকল্যাণের পথ। যা কিছু আল্লাহ্‌র হুকুমের বিপরীত তাই অন্যায়। সেটা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংগঠনিক বা রাষ্ট্রীয় যে পর্যায়েরই হোক না কেন। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রতিটি কাজ-কর্ম আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক করতে হবে এবং তার বিপরীত করলে যালিমের অন্তর্ভুক্ত হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ –

'যারা আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী নির্দেশ দেয় না (অর্থাৎ মীমাংসা বা বিচার-ফায়ছালা করে না) তারা কাফের' (মায়েদা ৪৪)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ – 'যারা আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী নির্দেশ দেয় না, তারা যালিম' (মায়েদা ৪৫)। এভাবে আল্লাহ অন্যত্র ফাসিকও বলেছেন।

অতএব কোন মুমিন-মুসলমান এ ধরনের অন্যায়-অবিচার

* ডি,এইচ,এম,এস, (হোমিওপ্যাথ), কলেজ রোড, বিরামপুর, দিনাজপুর।

করে ফাসিক্, কাফির বা যালিম হ'তে পারে না। ন্যায়পরায়ণতা তার কর্মকাণ্ড ও চরিত্রের দৃঢ়তা প্রমাণ করে। সে প্রয়োজন বোধে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এমনকি দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে কিন্তু তথায় অন্যায়-অবিচারের সমর্থন করতে পারে না। যা ন্যায় তাই বলবে, করবে এবং অন্যায়কে পদদলিত করবে। আর এটাই হ'ল অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুমিনের ন্যায়সঙ্গত নফসের জিহাদ। কারণ, তার নিকটে মানুষের সন্তুষ্টির চেয়ে, তোয়াজকারীর তোয়াজের চেয়ে, বিত্তশালী বা প্রভাবশালীর চেয়ে, ডিগ্রীধারীর ডিগ্রীর চেয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের হুকুম ও সন্তুষ্টিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তার ন্যায়পরায়ণতা পর্বতের ন্যায় অটল, অবিচল। নবী-রাসূলগণের জীবন চরিত এ ধরনের ন্যায়পরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দুর্ভাগ্য, মানুষ আজ আল্লাহ্র দেওয়া বিধান ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ সুন্নাহ্কে বাদ দিয়ে ইহুদী-নাছারা তথা ব্যক্তির রায়কে জীবন পরিচালনার পথ হিসাবে বেছে নিয়েছে। আর সে কারণেই দেশে দেশে চলছে অশান্তির হাহাকার। ন্যায়বিচার আজ পরাভূত। ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থের জন্য চলছে দলাদলি, ক্ষমতা দখল, খুন-জখম, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ ইত্যাদি। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে ন্যায়নীতি বা ন্যায়বিচার কায়েম থাকলে সেখানে আল্লাহ্র অজস্র কল্যাণ ও রহমত বর্ষিত হ'ত।

ন্যায়বিচার পরাভূত হওয়ার মূল কারণ দু'টি। একটি হচ্ছে আখেরাতমুখী না হওয়া; অর্থাৎ পরাকালীন যিন্দেগী, পাপ-পুণ্যের হিসাব-নিকাশ, তৎপরে জান্নাতের অনাবিল সুখ বা জাহান্নামের কঠিনতর শাস্তি সম্পর্কে সচেতন না থাকা। অপরটি হচ্ছে- দুনিয়ামুখী হওয়া। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ভাল খেয়ে-পরে, সান-সৈকতে, আমোদ-ফূর্তিতে, প্রবাভ-প্রতিপত্তিতে, বহাল তবিয়তে চলাটাই শান্তি বলে মনে করা। কিন্তু হায়! অজ্ঞ, মূর্খ, শিক্ষিত, মৌলভী, মুন্সী, রাজা-বাদশা, সমাজপতি, নেতা, অবিভাবক সবাই যেন ন্যায়বিচার থেকে অনেক দূরে। তবে কথার বেলায় সকলেই পটু। মনে হবে যে তার মত ন্যায়পরায়ণ আর হয় না। অর্থাৎ হাযারে একজন।

আল্লাহকে রাযী-খুশী করে পরকালীন জীবন সুখময়ের চিন্তাভাবনাকে সামনে রেখে ইহজগতে চলতে হবে। পার্থিব কামনার বশবর্তী হয়ে ন্যায়বিচার থেকে বিরত থাকা চলবে না। ইহা যেমন অন্যায়, তেমনি অত্যন্ত গর্হিত কাজও বটে। যারা কথার মারপ্যাঁচে পরোক্ষভাবে ন্যায়বিচারকে এড়িয়ে চলে, আল্লাহ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে অটল থাকবে, তোমরা সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়। সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীনই হোক, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে কামনার অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা প্যাঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে জেনে রেখ, তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন' (নিসা ১৩৫)।

দু'দল লোকের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি হ'লে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে তার মীমাংসা করে দিতে হবে। তা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সাংগঠনিক বা পারিবারিক যেকোন পর্যায়েরই হোক না কেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বিশ্বাসীদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হ'লে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়নীতির আলোকে মীসাংসা করে দিবে। অতঃপর তাদের মধ্যে একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করে। যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের ফায়ছালা করবে। যারা ন্যায় বিচার করে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন' (হুজুরাত ৯)।

যে ন্যায় পথে চলে এবং ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেয়, সেই প্রকৃত মুমিন, সামর্থবান এবং সত্যিকার বাকপটু। সে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রিয় পাত্র এবং সার্থক মানব জীবনের অধিকারী। অপরদিকে যে ন্যায়নীতির ধার ধারেনা, অন্যকেও ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেয় না, বাকশক্তি থাকা স্বত্বেও সে মূক। সে বোকা শয়তান। সে ঐ নির্বোধ নিষ্কর্মা ভৃত্যের মত যে তার মণিবের বোঝা স্বরূপ। তাকে যে কাজেই পাঠানো হোক না কেন, সে কোন ভাল কাজ করে আনতে পারে না, ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয় তার মানব জীবন, অর্থাৎ সে হচ্ছে অথর্ব্য বোবা।

বস্তুতঃপক্ষে মানব সভ্যতার অগ্রগতি ও অস্তিত্ব তথা দেশ-জাতি, সমাজ, সংগঠন, পরিবার প্রভৃতির সুখ-সমৃদ্ধি, উন্নতি, অপরপক্ষে অশান্তি, অবনতি নির্ভর করে ন্যায়পরায়ণতার উপর। আর এ ন্যায়পরায়ণতা বা ন্যায়বিচার কায়েম করার দায়িত্ব ন্যায়পরায়ণ মুমিন তথা ন্যায়পরায়ণ বাদশা, রাষ্ট্রপ্রধান, ন্যায়পরায়ণ সমাজপতি, ন্যায়পরায়ণ নেতা বা কর্তাদের উপর। শুধু তাই নয়, এর থেকে এক চুল পরিমাণ এদিক-সেদিক হ'লে ক্বিয়ামতের মাঠে কাঠগড়ায় জবাবদিহি করতে হবে এবং যথাযোগ্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ন্যায়বিচার থেকে দূরে থাকার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সীমালংঘন করা। আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ -

'নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘন কারীদেরকে ভালবাসেন না' (আ'রাফ ৫৫)। কেউ কোন দুষ্কর্ম করলে তার পাপের ফল তাকেই ভোগ করতে হবে। অন্য কেউ বহন করবে না। ক্বিয়ামতের দিন যে শাস্তি দেওয়া হবে তা নিপুণতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতেই হবে।

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ন্যায়পরায়ণতার উপর অটল থাকার এবং জীবনের প্রতিটি স্তরে সেই অনুযায়ী হক ফায়ছালা করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

উৎসব-উপহার

*মুহাম্মাদ আবদুর রহমান**

পারস্পরিক সহযোগিতা, সামাজিক সংহতি ও শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ দান এবং উপহার-উপঢৌকন একটি সার্বজনিন প্রথা। যে সব সমাজে মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন শুরু হয়নি সেখানে দ্রব্য বিনিময় প্রথার পাশাপাশি উপহার-উপঢৌকন আদান-প্রদান রীতিও বর্তমান থাকে।[১] যে কোন ছুঁতোয় উৎসব পালন করতে গিয়ে উপহার ছাড়া উৎসবে হাযির হওয়া ভদ্রতার চরম বরখেলাপ মনে করা হয়। আজকের সমাজে উৎসবে কখনও কখনও উচ্ছৃঙ্খলতাও দেখা যায়।

বিবাহ, গায়েহলুদ, বিবাহবার্ষিকী, আক্বীক্বা, মুখে ভাত, খাৎনা, পুতু[illegible]য়ে, বর্ষবরণ, কুলখানি, চেহলাম এ রকম নানান উ[illegible]সারা বৎসর ধরে আজকের ভোগবাদি সমাজে জোরেসোরে চালু হয়ে গেছে। উৎসব পালন করতে গিয়ে উপহারের চিন্তায় অনেকে দিশেহারা হয়ে পড়েন।

মানুষ সামাজিক জীব। একঘেয়েমী জীবন হ'তে কিছুটা স্বস্তি (Relax) পাওয়ার জন্য মানুষ ঘটা করে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করে। এই আয়োজন কখনও ঘরোয়া আবার কখনও সামাজিক ভাবে করে থাকেন।

উৎসবকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়- (ক) ধর্মীয় উৎসব (খ) প্রথাগত সামাজিক উৎসব। ধর্মীয় উৎসব পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠির মধ্যে পালিত হয়ে থাকে। 'প্রাচীন কালে রাজা ও সম্রাটগণ সামাজিক অসন্তোষ থেকে জনগণকে দূরে রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রদর্শনীমূলক বিনোদন উৎসব ব্যবস্থা চালু করেছেন।[২]

বিভিন্ন জাতির ধর্মীয় উৎসব বিভিন্ন প্রকারে পালিত হয়ে থাকে। তবে বিনোদনমূলক উৎসবগুলি যেমন ঘোড়দৌড়, নৃত্যগীত, মল্লযুদ্ধ, উটের দৌড় প্রভৃতি উৎসবগুলি প্রায় কমবেশী সকল জাতির একই প্রকারের দেখা যায়।

ধর্মীয় উৎসবঃ মুসলমানদের ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা, খৃষ্টানদের বড়দিন, হিন্দুদের দূর্গাপূজা সহ অন্যান্য পূজা, বৌদ্ধদের মাঘীপূর্ণিমা প্রভৃতি। খৃষ্টান সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম উপলক্ষে বড়দিন পালন করে থাকে। এইদিনে তারা খানাপিনা মদ-জুয়া হৈ-হুল্লোড়ে এমনভাবে মেতে উঠে যে, বৃটেন, আমেরিকায় সামগ্রিকভাবে খৃষ্টজগতে বহু লোক উৎপীড়নের ফলে প্রাণ হারায়। তারা একে 'বড়দিনের বলি' বলে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের হোর্লি উৎসবেও নৃত্যগীত ও রং ছিটানো নিয়ে বহুলোক উৎপীড়নের শিকারে প্রাণ হারায়। এভাবে সমাজে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

অপরদিকে মুসলমানদের দু'টি ঈদ অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে হৈ-হুল্লোড় আর উচ্ছৃঙ্খলতার কোন স্থান নেই। সৌম্য-শান্তি আর ভ্রাতৃত্বের এক নজিরবিহীন বিরল দৃষ্টান্ত বিরাজমান। তবে আজকাল তৃতীয় আরেকটি ঈদের প্রচলন ঘটেছে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' অর্থাৎ নবীর জন্ম (দিবস) উৎসব। মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহুবিধ শিরক ও বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদি সৃষ্টির অধিকাংশের মূলে রয়েছে হীন রাজনৈতিক স্বার্থ ও কিছুসংখ্যক দুনিয়াদার আলেমের ফৎওয়াবাজি।[৩] অন্যান্য ধর্মে নিজ নিজ প্রবৃত্তিগত স্বার্থে সমাজকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার অবাধ সুযোগ দেয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুন্নকারী কোন সমাজ ব্যবস্থা যেমন ইসলাম পসন্দ করেনা, অনুরূপভাবে ইসলাম এমন সমাজ ব্যবস্থাও পসন্দ করে না, যা ব্যক্তিকে উচ্ছৃঙ্খলতায় ঠেলে দেয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বা আজাদী দান করে।[৪]

মুসলিম সমাজে দুই ঈদ ছাড়া সামাজিক প্রথাগত যে সব উৎসব ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং উপহার দেওয়া-নেওয়ার যে রীতি চালু হয়েছে, তা বিয়ের 'পণ' প্রথার মতই যুলম বৈকি? মূল্যবোধহীনতা এবং ধর্মীয় কোণ হ'তে অশালীন ও নীতি বহির্ভূত। এ পরিস্থিতি যদি অব্যাহত থাকে তাহ'লে অনতিবিলম্বে এ সমাজ এক বিরাট ধ্বংসের মুখোমুখি হবে এবং তমসার আড়ালে ঢেকে যাবে তার সমগ্র ইতিহাস। দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ভোগবাদিতার মাধ্যমে যে নিকৃষ্টতর অনৈতিকতার নগ্নরূপ প্রকাশ করছে, আমাদের সমাজও তা থেকে পিছিয়ে নেই। এ সমাজও যেভাবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তা থেকে আমাদের বাঁচার উপায় বের করতে হবে। অবশ্য একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আজ হ'তে ১৪০০ বৎসর পূর্বে আল-কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ মানুষকে এ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

বিবাহ উৎসবঃ বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিয়ম। বিবাহ বলতে একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে এমন এক চুক্তি বোঝায়, যা সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি দ্বারা স্বীকৃত। বিবাহ একটি প্রতিষ্ঠান এটি যা পরিবারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।[৫]

এনসাইক্লোপেডিয়ায় Law of Marriage নামক একটি উদৃতি থেকে জানা যায়- "Marriage may be defined either as the act. Ceremony or process by which the legal relationship of husband-wife is constituts.

অর্থাৎ 'বিবাহ এমন এক অনুষ্ঠান বা প্রণালী, যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর আইনসম্মত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়'। আমরা এখানে বিবাহ পূর্ব ও বিবাহত্তোর অনুষ্ঠান সর্ম্পকে কিছু কথা রাখতে চাই। বিবাহ নিছক সামাজিক অনুষ্ঠানই নয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানও বটে। পাত্র-পাত্রী বাছাইপর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে

---

* *এম, এ (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), সাধুরমোড়, রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।*

১. *ডঃ এ চৌধুরী, সমাজ বিজ্ঞান শব্দকোষ পৃঃ ১৬৮।*
২. *ঐ, পৃঃ ৩৪৩।*
৩. *ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃঃ ১, ২ ও ১৫।*
৪. *সৈয়দ আবুল আ'লা মওদূদী, ইসলামের জীবন পদ্ধতি পৃঃ ৫৮।*
৫. *মোঃ আসাদুজ্জামান, প্রারম্ভিক সমাজ বিজ্ঞান পৃঃ ১৭১, ১৭২।*

সঙ্গে বিবাহের জোর প্রস্তুতি শুরু হয়। আমাদের সমাজে বিয়ে এখন আর সেকেলে নয়। এখনকার এক একটি বিয়েতে যে পরিমাণ খরচ হয় তাতে দরিদ্র পরিবারের পুরো একটি বৎসর চলে যাওয়া অসম্ভবের কিছু নয়। যাদের সামর্থ্য আছে তারা খরচ করবে, এটা তাদের লৌকিকতার অধ্যায়ও বলা যায়। কিন্তু দুভাগ্য, যাদের খরচ করার সঙ্গতি নেই তারাও এ প্রতিযোগিতায় নামেন।

গায়ে হলুদঃ গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে বর ও কনের বাড়ীতে বিবাহপূর্ব যে কু-প্রথার তথা বিজাতীয় কৃষ্টি অনুপ্রবেশ করেছে, তা হ'তে এ সমাজ ফিরে আসবে কি-না সন্দেহ? হলুদ অনুষ্ঠানে কিছুসংখ্যক যুবতী মেয়ে প্রত্যেকেই হলুদ শাড়ীতে সজ্জিত হয়ে হাতে ডালা কুলায় দূর্বাঘাস, বাটা হলুদ, পান-সুপারিতে সাজিয়ে গান গাইতে গাইতে বরের বাড়ীতে গিয়ে বরের গায়ে হলুদ মাখিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে বর কনের বাড়ীতে আসেন মেয়েকে (কনেকে) হলুদ মাখাতে।

বউ সাজানোঃ কনেকে পূর্বে অভিভাবকেরা নিজ বাড়ীতেই সাজিয়ে দিতেন। নিজ অথবা প্রতিবেশীদের বাড়ী হ'তে মেহেদী এনে তা বেঁটে নানা নক্সা এঁকে দিতেন কন্যাকে। এখন বউকে সাজাতে বিউটি পারলারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রচুর টাকা ব্যয় করে বউকে সাজিয়ে আনা হয়। বিত্তশালীদের কাছে এই টাকাটা তেমন কিছু নয়; কিন্তু যারা আমাদের সমাজে সাধারণ জীবন-যাপন করছে তাদের কাছে এ টাকার মূল্য অপরিসিম। একইভাবে বিয়েতে আলপনা আঁকা হয়। এইরূপ আলপনা সাধারণতঃ হিন্দুদের পূজা মণ্ডপে ও মন্দিরের দরজায় সচরাচর দেখা যায়। আলপনা আঁকতেও প্রচুর টাকা ব্যয় হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের আরেকটি আশীর্বাদ ভিডিও। যা বিত্তবানদের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ভিডিও তে বিয়ের শুরু হ'তে শেষ পর্যন্ত সব 'দৃশ্যাবলী ধরে রাখা হয়। যা পরবর্তিতে উপভোগ করা হয়ে থাকে বিবাহ বার্ষিকীতে।

বিয়ের দাওয়াত ও উপহারঃ বিয়ে উপলক্ষে খানা পিনার ব্যবস্থা কমবেশী সবাই করে থাকেন। বিয়ের দাওয়াত খাবার ও উপহার কেনার জন্য তৎপর হয়ে উঠেন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই। আর এভাবেই আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে গড়ে উঠে এক মধুর সম্পর্ক। এদিকটা মুসলিম ভ্রাতৃত্বেরও একটা দিক। তবে বর্তমানে দাওয়াতের যে ধারা আমাদের সমাজে চালু হয়েছে তা অতীব দুঃখজনক। গৃহস্বামী বিয়ে বা অনুরূপ অনুষ্ঠানের পূর্বে একটা তালিকা প্রস্তুত করেন, দাওয়াতে কি পরিমাণ খরচ হবে, কাকে দাওয়াত করতে হবে, কি কি মেনু থাকবে ইত্যাদি। এতে উপহারইবা কি পরিমাণ পড়বে তাও স্থির করে থাকেন।

দাওয়াত এমনিভাবে করা হয় যে, পাশাপাশি বাস করেও ধনীর পাশের বাড়ীর গরীব-নিঃস্ব লোকটি দাওয়াত হ'তে বঞ্চিত হয়। উৎসব মুখরিত বিয়ে বাড়ীর কোর্মা-পোলাও এর সুঘ্রানেই তার রসনাকে তৃপ্ত করতে হয়। গরীব প্রতিবেশীর অবোধ শিশু বিয়ে বাড়ীর খাবারের জন্য বায়না ধরে। পিতা গরীব হ'লেও জানে যে, বিনা দাওয়াতে খেতে যেতে নেই। বিয়ে বাড়ীর উচ্ছিষ্ট পোলাও-কোর্মার অভুক্ত জিনিষগুলি ঠিক ঐ প্রতিবেশীর জীর্ণ কুটিরের পাশেই স্তুপাকারে ফেলে রাখা হয় কুকুর বিড়ালের জন্য।

দাওয়াতে উপহার দেওয়া রেওয়াজে পরিণত হয়েছে আজকের সমাজে। নিজের ঠাঁট বজায় রাখার অভিপ্রায়ে, দাওয়াত রক্ষার জন্য ধার-দেনা করে অক্ষম ব্যক্তিও নিজের অক্ষমতাকে ঢেকে রাখতে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। নিম্নমধ্যবিত্ত লোকেরা অন্যান্য বিত্তশালী লোকের উপহারের নমুনা দেখে বা শুনে নিজেরা চেষ্টা করে সে রকম উপহার না হ'লেও কাছাকাছি হওয়া চাই। আর তা না হ'লে লৌকিকতা রক্ষা করা যাবে না। সামাজিকতা রক্ষা না করার বিপদ আছে বলেই বাধ্য হয়ে উপহার নিয়ে যেতে হয়।

আক্বীক্বা আর খাৎনার মত সুন্নাত কাজগুলি এও উৎসব আর উপহার দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে, যা সম্পূর্ণ সুন্নাত বিরোধী ও নীতি বহির্ভূত।

আক্বীক্বাঃ ছেলে-মেয়ের আক্বীক্বা দেওয়া পিতা-মাতার দায়িত্ব। আক্বীক্বার গোস্ত গরীব-দুঃখী, পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করে দিবে এবং নিজেরাও তা হ'তে খেতে পারবে। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় আক্বীক্বাকে কেন্দ্র করে উৎসব আর উপহারের যে ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তা বিলাসিতার একটা অন্যতম দিক। এর মূলে রয়েছে এক শ্রেণীর লোকের প্রাচুর্যতা।

হালাল উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ত্ব ইসলাম সমর্থন করে বটে কিন্তু তা মোটেই সীমাহীন নয়। ইসলাম মানুষকে হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থ-সম্পদকে ঠিক জায়েয পথে ব্যয় করতে হুকুম করেছে। ব্যয় সম্পর্কে ইসলাম এমন কতকগুলি শর্ত দিয়েছে যার দরুন মানুষ সাদাসিদে ও পবিত্র জীবন যাপন করার সুযোগ পূর্ণরূপে পেলেও বিলাসিতায় মোটেই অর্থ উড়াতে পারে না। কোনরূপ সীমাহীন শান-শওকত দেখাতে এবং একজন মানুষ অন্য মানুষের উপর নিজের প্রভুত্ব কায়েম করতে পারে না। বাজে খরচকে ইসলামে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হইয়াছে।[৬]

জন্মবার্ষিকী, কুলখানি ও চেহলামঃ আল্লাহ বলেন, 'পূণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি মউত ও হায়াত সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ' (মুলক ১-২)। কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মানুসের জন্মগ্রহণ খেলতামাশা নয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করেছেন। অথচ সেরা জীব মানুষ আজ আল্লাহ্‌কে ভুলে দুনিয়াদারী নিয়ে ব্যস্ত। জন্ম তখনই সার্থক যখন সে তাগূতকে ছেড়ে আল্লাহ্‌কে আকড়ে ধরে। জন্মবার্ষিকীতে

৬. *ইসলামের জীবন পদ্ধতি পৃঃ ৬০।*

পুরাদমে তাগূতী কার্যাবলী লক্ষ্য করা যায়। ভোগবাদি জীবন দর্শন এবং সেই সাথে বিজাতীয় সংস্কৃতিরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশে। জন্মবার্ষিকীতে যে জিনিষটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হচ্ছে অগ্নিপূজার সমাহার। পারসিক ও হিন্দুদের পূজায় আগুন এমন একটি বস্তু, যা না হ'লে পূজাই হবে না। ঠিক এমনিভাবে জন্মবার্ষিকীতেও হাযার হাযার মোমবাতি জ্বালিয়ে কেক কাটার পদ্ধতি চালু হয়েছে মুসলিম সমাজে। মধ্যবিত্ত এমনকি উচ্চবিত্তের সারিতে নিজেদের উন্নীত করার প্রক্রিয়ায় লিপ্ত তারা। ফলে ধর্মীয় নৈতিক মূল্যবোধের তোয়াক্কা কমই করছে।

কুলখানিঃ মুসলমানদের মৃত্যু আর অন্য জাতির মৃত্যুর পরবর্তী আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মুসলমানগণ মৃত্যু উপলক্ষে 'কুলখানি' করেন; আর পৌত্তলিক সমাজ করে 'শ্রাদ্ধ'। মুসলমানেরা কুলখানি, চেহলাম করতে গিয়ে যেভাবে টাকা পয়সা খরচ করেন, তা যে কোন উৎসবের চেয়ে কম নয়। এমনও দেখা যায় মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যাগণ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করেও কুলখানির আয়োজন করে থাকে। এইসব আচার-অনুষ্ঠান করতে গিয়ে পরবর্তীতে ঋণের দায়ে যা কিছু সহায়-সম্পদ থাকে তাও চলে যায়। শেষে পথে নামতে হয়। অথচ মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর ছাদাক্বায়ে জারিয়া ছাড়া আর কোন কিছুই তার কাছে পৌঁছে না। ছাদাক্বায়ে জারিয়ার মধ্যে পুত্র-কন্যার দো'আ অন্যতম।

আজ প্রদর্শনেচ্ছা, বিলাসপ্রিয়তার অভিশাপ আমাদের সমাজ জীবনে বিজাতীয় হলাহল ঢেলে দিয়াছে। এক শ্রেণীর লোকের প্রাচুর্যতা তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে বিপথে। এই প্রসঙ্গে সূরা তাকাছুর-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে- 'এতে মানুষকে তার কর্তব্য পালনের জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ তার দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে ধন-জন যশ-মান ও সুখ-সাচ্ছন্দ্যের আধিক্যের মোহে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে দিয়েছে। সে ভোগ-বিলাসের মাত্রা বাড়াতে ব্যস্ত হয়েছে। ফলে সে মানব জীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করার অবকাশ পায় না। মানুষের ভোগ-বিলাসের মোহ কাটেনা। তার এ মোহ কাটে যখন তার কাছে মরন এসে চেপে ধরে। মৃত্যু বিভীষিকা উপস্থিত হ'লে তার ধ্রুব জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে। তখন সে সত্যকে বিস্মৃত হয়ে থাকাকে উপলব্ধি করে থাকে। পরকালে তার কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশের পর যখন সে চাক্ষুষ জাহান্নাম দর্শন করবে, তখন সে বিশ্বাস সত্য সত্যই তার সম্মুখে উপস্থিত হবে'।[৭]

আজকের দুনিয়ায় এটা সত্যিই বড় দুর্যোগময় চিত্র। তবু এখনও সেখানে ক্ষীণ আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে ইসলাম। তেরশ' বছর আগে ইসলাম মানুষকে এ পাশবিক ক্ষুধার দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি দিয়েছে। সুতরাং এখনও মানব জাতির জন্য ইসলামই একমাত্র ভরসাস্থল। ইসলামই মানুষকে আবার লোভ-লালসা মুক্ত করে উন্নত মানসিকতার অধিকারী করতে পারে এবং পূণ্য ও কল্যাণের আদর্শে জীবনকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

অতীতেও দুনিয়ার মানুষ আজকের মতই অত্যন্ত নিম্নস্তরে নেমেছিল এবং জৈবিক ভোগ লালসায় ডুবেছিল। সেদিন আর এদিনে কোনই পার্থক্য নেই। ইসলাম এসে মানুষের ভেতর আমূল পরিবর্তন এনেছিল। তাদের নৈতিক বিপর্যয় থেকে মুক্তি দিল। মানব জীবনকে একটি আদর্শ লক্ষ্য গতিশীলতা ও প্রাণ-চাঞ্চল্য দান করল। তাদের ভেতর সত্য ও কল্যাণ এর জন্য সু-কঠিন ত্যাগ ও সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টি করল। ইসলামের আওতায় মানবতা বিকাশ পেল উন্নত হ'ল এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্রই মানুষের মনন ও মানসে এল এক গতিশীল প্রাণচাঞ্চল্য।

কোন অন্যায় বা অনিষ্টকর শক্তিই ইসলামের এ দুর্জয় অগ্রগতির অন্তরায় হ'তে সাহসী হয়নি। ফলে মানুষের জীবন দর্শনে এল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এভাবে ইসলামী দুনিয়া অনাগত কালের মানুষের জন্য আলো বিতরণ কেন্দ্র হয়ে তাদের অগ্রগতি ও উন্নতির দিগন্ত উন্মোচিত করল। ইসলাম কখনও নৈতিক কদাচার যৌন উচ্ছৃংখলতা ও নাস্তিকতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। এর অনুসারীরা আদর্শচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত চমৎকার ও কল্যাণকর জীবনাদর্শের প্রতীক ছিল এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল তারা অনুকরণ যোগ্য মহান চরিত্রের অধিকারী। তারা ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশী ও জৈবিক ভোগ-লালসার শিকার হ'ল যখন, তখন আল্লাহ্‌র অপরিবর্তনীয় বিধান অনুসারে তাদের সকল শক্তি ও গৌরবের পরিসমাপ্তি ঘটল।

অধুনা ইসলামী আন্দোলন দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে। অতীত থেকে তা প্রেরণা পাচ্ছে। বর্তমানের সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণ তার শক্তি যোগাচ্ছে। স্থির দৃষ্টি রয়েছে সকল ভবিষ্যতের দিকে। এর যেমন রয়েছে বিরাট প্রচ্ছন্ন শক্তি, তেমনি রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যত। কারণ এর রয়েছে যাদুকরী ক্ষমতা। একদা যেভাবে তা মানুষকে জৈবিক লালসা ও পাশবিক প্রবৃত্তির বাঁধন মুক্ত করে উন্নত নৈতিকতার দ্বারা পৃথিবীর বুকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং তাদের দৃষ্টি সম্প্রসারিত করেছিল স্বর্গ লোকেরও উর্দ্ধস্তরে, আজও ইসলাম মানুষকে সেরূপ উন্নত করতে পারে।[৮] যাদেরকে আল্লাহপাক আর্থিক স্বচ্ছলতা ও শারিরীক সুস্থতা দান করেছেন, তারা যদি তাদের সময়গুলিকে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের স্বার্থে দুনিয়ার কল্যাণে ব্যয় করতেন, তাহ'লে জগৎ সংসার উপকৃত হ'ত। কিন্তু বর্তমান সমাজে ঠিক তার উল্টো চেহারাই আমরা দেখতে পাই। স্বচ্ছল লোকেরা আরও পয়সার নেশায় বিভোর হয়ে দুনিয়া উপার্জনের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। ফলে সমাজের বিপর্যয়ের জন্য অন্যদের তুলনায় তাদেরই ভূমিকা বেশী দেখা যায়। অথচ এগুলি তাদের কোনই কাজে লাগবে না। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই কর্ন, চক্ষু ও হৃদয় এদের প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসিত হবে' (বণী ইসরাঈল ৩৬)।

৭. *মোহাম্মাদ আবদুন নূর সালাফী, আম্মা পারার ব্যাখ্যা সহ বঙ্গানুবাদ।*

৮. মোহাম্মাদ কতুব মিশর, ধর্ম কি অচল হয়েছে পৃঃ ২৩, ২৪।

প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

(১) لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيْئَةَ، قال: يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لِمَا غَفَرْتَ لِيْ فَقَالَ اللّٰهُ يَا آدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ قَالَ: يَا رَبِّ لَمَّا خَلَقْتَنِيْ بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوْحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا: لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلاَّ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ فَقَالَ اللّٰهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ إِنَّهُ لأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، ادْعُنِيْ بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ -

'যখন আদম (আঃ) পাপকে স্বীকার করে বললেন, হে প্রভু! আমি তোমার নিকট মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি কি করে মুহাম্মাদকে চিনলে? অথচ আমি তাকে সৃষ্টি করিনি। আদম (আঃ) বললেন, হে প্রভু! যখন তুমি আমাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করলে এবং আমার মধ্যে তোমার পক্ষ থেকে আত্মা সংযোজন করলে, তখন আমি আমার মাথা উত্তোলন করে দেখি আরশের পায়ায় লেখা রয়েছে, لا اله الا الله محمدرسول الله – আমি ভাবলাম অবশ্যই আপনি আপনার নামের সাথে এমন ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করবেন, যিনি সৃষ্টিজীবের মধ্যে আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। অতঃপর আল্লাহ বললেন, আদম তুমি ঠিক বলেছ। নিশ্চয়ই তিনি সৃষ্টি জীবের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। তুমি আমার নিকট তার মাধ্যমে ক্ষমা চাও। অবশ্যই আমি তোমাকে ক্ষমা করব। আর মুহাম্মাদ না হ'লে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না'।[১]

(২) مَنْ أَذَّنَ فَيُقِيْمُ 'যে ব্যক্তি আযান দিবে, সেই একামত দিবে'।[২]

(৩) روى ابوداؤد عن بعض اصحاب النبى (ص) أَنَّ بِلاَلاً أَخَذَ فِى الْاِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَالَ النَّبِيُّ (ص) أَقَامَهَا اللّٰهُ وَأَدَامَهَا- ابوداؤد

'ইমাম আবুদাউদ নবী করীম (ছাঃ)-এর কতক ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, বেলাল (রাঃ) যখন ইক্বামত আরম্ভ করেন অতঃপর বলেন, قد قامت الصلاة তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন اقامها الله وأدامها ।[৩] হাদীছটি যঈফ। অনুরূপ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ এর পর اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ বলারও কোন ভিত্তি নেই।[৪]

(৪) مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ-

'যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করল সে ঐ ব্যক্তির মত যে আমাকে জীবিত অবস্থায় দেখল'।[৫]

(৫) عن عائشة قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَخَنْتُ مَاءً فِيْ الشَّمْسِ فَقَالَ لاَ تَفْعَلِيْ يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ يُوْرِثُ الْبَرَصَ رواه الدار قطنى وفى رواية عن انس مرفوعًا لاَ تَغْتَسِلُوْا بِالْمَاءِ الَّذِيْ يُسْخَنُ فِيْ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ يُعْدِي مِنَ الْبَرَصِ أَخْرَجَهُ الْعُقَيْلِي فِى الضُّعَفَاءِ – إِسْنَادُهُ وَاهٍ جِدًا –

'আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমার নিকট আসলেন, তখন আমি সূর্যের তাপে পানি গরম করছিলাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হুমায়রা এই কাজ কর না। কারণ এই পানি কুষ্ঠ ব্যধির জন্ম দেয়।[৬] অন্য এক বর্ণনায় আনাস (রাঃ) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, সূর্যের তাপে গরম পানিতে গোসল কর না। কারণ এই পানি কুষ্ঠ রোগের জন্ম দেয়'।[৭]

[চলবে]

** সদস্য, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যাঈফা ওয়াল মাওযূ'আ হা/২৫।*
২. *সিলসিলা যঈফা ওয়াল মাওযূ'আ পৃঃ ১০৮ হা/৩৫।*
৩. *যঈফ আবুদাউদ হা/৫২৮; ইরওয়া উল গালীল ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৮, হা/২৪১।*
৪. *ইরওয়া ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৯।* ৫. *সিলসিলা যঈফা হা/৪৭।*
৬. *দারাকুৎনী, ইরওয়া হা/১৮, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫০ হাদীছটি মাওযূ।*
৭. *ইরওয়া ১ম খণ্ড পৃঃ ৫২ হাদীছটি যঈফ।*

সবাইকে স্বাগতম

আর ঢাকা নয় রাজশাহীতেই এখন পাওয়া যাবে ঢাকার মিষ্টি

আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎকৃষ্টমানের বিভিন্ন রকম মিষ্টি, দৈ অর্ডার মাফিক সরবরাহ করি।

বনফুলের মিষ্টি এ যুগের সেরা সৃষ্টি

নিউ বনফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপণী

আল-হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী
ও
শাপলা প্লাজা, ষ্টেশন রোড, রেলগেট- রাজশাহী।

ছাহাবা চরিত

আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)

-মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) একজন অন্যতম জলীলুল ক্বদর ছাহাবী ছিলেন। যার জন্য নবী করীম (ছাঃ)-কে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাবধান বাণী শুনতে হয়েছিল। তিনি অন্ধ ছিলেন। নবুঅতের প্রথম যুগে মক্কা জীবনেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সেই গর্বিত ছাহাবী যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১৬টি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।[১]

নাম ও বংশপরিচয়ঃ

তাঁর নাম আব্দুল্লাহ। কারও কারও মতে 'আমর।[২] মদীনাবাসীদের নিকট তিনি আব্দুল্লাহ আর ইরাকীদের নিকট 'আমর নামে পরিচিত ছিলেন।[৩]

তাঁর পিতার নাম ক্বায়েস ইবনে যায়েদাহ ইবনে আল-আছাম ইবনে রাওয়াহা আল-ক্বারশী আল-আমেরী।[৪] মাতার নাম আতেকাহ বিনতে আবদিল্লাহ বিন আনকাছাহ বিন আমের বিন মাখযূম বিন ইয়াক্বযাহ আল-মাখযূমিইয়াহ।[৫] তাকে (আতেকাহ) 'উম্মে মাকতূম' (অন্ধের মাতা) বলে সম্বোধন করা হ'ত। কেননা তিনি ছেলে আব্দুল্লাহ্‌কে অন্ধ জন্ম দিয়েছিলেন। সেখান থেকে আব্দুল্লাহ্‌কে 'ইবনে উম্মে মাকতূম' বলা হয়ে থাকে। আর এ নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ।[৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ)-এর মামাত ভাই ছিলেন।[৭]

ইসলাম গ্রহণঃ

সূরায়ে 'আবাসা' নাযিল হওয়ার পূর্বে অথবা পরে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে মতবিরোধ থাকলেও তিনি যে প্রাচীন মুসলমান ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি সে সব মুসলমানদের অন্যতম ছিলেন যারা মক্কায় নবুঅতের সূচনা লগ্নে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৮]

নবুঅতের একেবারেই প্রাথমিক সময়ে মহানবী (ছাঃ) এবং মক্কার কাফেরদের পারস্পরিক সম্পর্ক এমন ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকট নির্দ্ধিধায় গমন করতেন এবং তারাও তাঁর মজলিসে উপস্থিত হয়ে তাঁর কথা শোনত। সে সময়েরই ঘটনা। একদিন প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর মজলিসে আবূজেহেল, উৎবা, শায়বা প্রমুখ অনেক কুরাইশ সরদার বসেছিল এবং তিনি তাদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্ব ও মনোযোগের সঙ্গে হকের তাবলীগ করছিলেন। ইত্যবসরে একজন অন্ধ মানুষ মহানবী (ছাঃ)-এর মজলিসে হাযির হয়ে আরয করলেন- يا رسول الله ارشدنى 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে হেদায়াতের পথ বলে দিন'। ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বক্তব্য অনুযায়ী ইবনে উম্মে মাকতূম এ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কুরআনে হাকীমের একটি আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরয করলেন, يارسول الله علمنى مما علمك الله 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে সেই ইলম শিখিয়ে দিন, যা আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন'।[৯]

কুরাইশ নেতারা ইসলাম গ্রহণ করুক এ আকাঙ্খা রাসূল (ছাঃ) পোষণ করতেন। এ জন্য তিনি অত্যন্ত মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করছিলেন। আর আশা করছিলেন যে, তাদের মধ্যে কেউ বা 'হক' গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করবে। এমন সময় একজন অন্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে আলোচনায় বাধা দানকে তিনি পসন্দ করলেন না এবং তিনি তার প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব না দিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখলেন।

তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'অহি' অবতীর্ণ করলেন-

عَبَسَ وَتَوَلّى - اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمى - وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّى - اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى - اَمَّا مَنِ اسْتَغْنى - فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّى - وَمَا عَلَيْكَ اَلاَّ يَزَّكّى - وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعى - وَهُوَ يَخْشى - فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّى - كَلاَّ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ - فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ - فِىْ

---

১. ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা, ছুয়ারুন মিন হায়াতিছ ছাহাবা (সঊদী আরবঃ ওযারাতুল মা'আরেফ ১৪১১ হিঃ/১৯৯০ খৃঃ) ২য় খণ্ড পৃঃ ১১৬, ১২০।
২. ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবা ফী তামঈযিদ ছাহাবা (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তাবি) ২য় জিল্‌দ, ৪র্থ জুয পৃঃ ২৮৪।
৩. শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৫ হিঃ/১৯৮৫ খৃঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৬০; ছুয়ার ২য় খণ্ড পৃঃ ১২৮।
৪. সিয়ার ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৬০।
৫. তদেব।
৬. ছুয়ার ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৭।
৭. ছুয়ার পৃঃ ১১৬-১৭; ইছাবা পৃঃ ২৮৪।
৮. ইছাবা পৃঃ ২৮৪; ছুয়ার ২য় খণ্ড পৃঃ ১১৭।
৯. ইমাম কুরতুবী, আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ ১৪১৩/১৯৯৩) ১৯ খণ্ড পৃঃ ১৩৮-৩৯; হাফেয ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (কুয়েতঃ জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ খৃঃ) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৬০৫।

صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ - مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ - بِأَيْدِىْ سَفَرَةٍ - كِرَامٍ بَرَرَةٍ -

'তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমণ করল। আপনি জানেন কি সে হয়ত পরিশুদ্ধ হ'ত অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশে তার উপকার হ'ত। উপরন্তু যে বেপরোয়া, আপনি তার চিন্তায় মশগূল। সে শুদ্ধ না হ'লে আপনার কোন দোষ নেই। যে আপনার কাছে দৌড়ে আসল এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে। আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। কখনো এরূপ করবেন না। এটা উপদেশবাণী। অতএব যার ইচ্ছা এটা স্মরণ রাখবে। তা এমন ছহীফায় লিপিবদ্ধ, যা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও পবিত্র। আর এটা সম্মানিত ও নেক্কার লিপিকারদের হাতে লিপিবদ্ধ' (আবাসা : ১-১৬)।

উপরোক্ত 'অহি' অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকে খুব সম্মান করতেন, মজলিসে বসাতেন, কুশলাদী জিজ্ঞেস করতেন এবং প্রয়োজন পূরণ করতেন।[১০] মজলিশে উপস্থিত হ'লে তিনি তাকে দেখে বলতেন, 'এ ব্যক্তিকে মারহাবা বল। তার কারণেই আল্লাহ আমাকে উপদেশ দিয়েছেন'।[১১]

হিজরতঃ

রাসূল (ছাঃ) ও মুসলমানদের উপর কুরাইশদের কঠোরতা ও অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা ছেড়ে গেল, আল্লাহ তা'আলা তখন মুসলমানদেরকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম ছিলেন তাদেরই একজন যারা খুব দ্রুত দ্বীনের খাতিরে দেশ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি মহানবী (ছাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বেই হিজরত করেছিলেন। তিনি এবং হযরত মুছ'আব বিন উমাইর (রাঃ) ছাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কা থেকে মদীনায় উপনীত হন।[১২]

তিনি মদীনায় পৌঁছে বন্ধু মুছ'আব ইবনে উমাইরকে সাথে নিয়ে মানুষের বাড়ীতে গিয়ে কুরআন ও আল্লাহ্র দ্বীন শিক্ষা দিতে শুরু করেন। হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হিজরত করে মদীনায় আমাদের নিকট আসেন মুছ'আব বিন উমাইর ও ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)। তারা মদীনায় এসেই আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে শুরু করেন।[১৩]

সুতরাং তিনি সেই সৌভাগ্যশালী মুহাজির ছাহাবীদের অন্যতম যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন-

وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

'আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণ সমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটা মহান কৃতকার্যতা' (তওবা ১০০)।

মুয়াযযিন ইবনে উম্মে মাকতূমঃ

মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম ও বিলাল ইবনে রাবাহকে মুসলমানদের মুয়াযযিন নিয়োগ করেন। তারা দু'জন ছিলেন মুসলিম উম্মাহ্র প্রথম মুয়াযযিন। কখনও হযরত বিলাল আযান দিতেন আর হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম ইক্বামত দিতেন। আবার কখনও ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দিতেন আর হযরত বেলাল (রাঃ) ইক্বামত দিতেন।[১৪]

রামাযান মাসে হযরত বিলাল (রাঃ) সাহরী খাওয়ার জন্য প্রথমে আযান দিতেন আর হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম সাহরীর শেষ সময় অর্থাৎ ফজরের আযান দিতেন। ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর আযান শুনে লোকেরা খানাপিনা বন্ধ করে দিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[১৫]

মুজাহিদ ইবনে উম্মে মাকতূমঃ

হিজরতের পর জিহাদের সিলসিলা শুরু হ'ল। এ সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) এর অন্তরেও আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণের সীমাহীন আবেগ সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু নিজের অক্ষমতার কারণে বাস্তবত তিনি যুদ্ধে অংশ নিতে পারতেন না। যখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হ'ল-

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ -

১০. তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৬০৫; ছুয়ার ২য় খণ্ড পৃঃ ১২১; কুরতুবী ১ম খণ্ড পৃঃ ১৩৯।
১১. কুরতুবী ১ম খণ্ড পৃঃ ১৩৯।
১২. ছুয়ার ২য় খণ্ড পৃঃ ১২১।
১৩ সিয়ার ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৬১।
১৪. ছুয়ার ২য় খণ্ড পৃঃ ১২২।
১৫. বুখারী, মুসলিম, নায়ল ২/১২০।

'যে সব মুসলমান ঘরে অবস্থান করে তারা মর্যাদায় তাদের সমকক্ষ নয়, যারা জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে' (নিসা ৯৫)।

সে সময় হযরত ইবনে উম্ম মাকতূম রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এ আয়াত শুনে তিনি অত্যন্ত আফসোসের সাথে আরয করলেন, যারা যুদ্ধ করতে অসমর্থ তাদের কি হবে হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাঁর এ দুঃখ-ভারাক্রান্ত আকাঙ্খা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হ'ল। পুনরায় অহি অবতীর্ণ হ'ল-

لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ-

'কোনরূপ ওযর সকল যেসব মুসলমান ঘরে অবস্থান করে, মর্যাদায় তারা তাদের সমকক্ষ নয়, যারা জান-মাল দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে' (নিসা ৯৫)।

আলোচ্য আয়াত অবতরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম সহ পৃথিবীর সকল অক্ষম ব্যক্তিদের জিহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দান করেন।[১৬]

হাফেয ইবনে হাজার ও ইবনে আব্দিল বার লিখেছেন, (এ আয়াত নাযিলের পর) হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) অন্ধ (মাযূর) হওয়ার কারণে জিহাদে শরীক হওয়ার যোগ্য ছিলেন না। কিন্তু জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্তে অংশগ্রহণে তাঁর এতই উৎসাহ ছিল যে, কতিপয় যুদ্ধে লোকদের নিকট থেকে ঝাণ্ডা নিয়ে দু'কাতারের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অটল পাহাড়ের মত নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতেন। জীবন দানের এ আবেগ রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছিল।[১৭]

মহানবী (ছাঃ) যখন নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনছারদের সংগে নিয়ে মদীনার বাইরে কোন অভিযানে গমন করতেন, তখন ইবনে উম্মে মাকতূমকে স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। এ সময় তিনি মসজিদে নববীতে ছালাতে ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি মোট ১৩ বার এ গৌরব অর্জন করেছিলেন।[১৮]

হিজরী চর্তুদশ সনে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) সিদ্ধান্ত নিলেন পারস্য বাহিনীর সাথে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের। তিনি প্রদেশের ওয়ালিদের লিখলেন, لا تَدَعوا أحدًا له سلاحٌ او فَرَسٌ اونجدةٌ او رأىٌ إلاَّ وَجَّهْتُمُوْهُ إِلَىَّ 'যার একখানা হাতিয়ার, একটি ঘোড়া বা উষ্ট্রী অথবা বুদ্ধিমত্তা আছে এমন কাউকে বাদ দিবে না। তাদের প্রত্যেককে আমার নিকট পাঠিয়ে দিবে'।

মুসলিম জনগণ হযরত ফারূকে আ'যমের এ আহ্বানে ব্যাপক ভাবে সাড়া দিল। চতুর্দিক থেকে মানুষ বন্যার স্রোতের ন্যায় মদীনার দিকে আসতে লাগল। অন্ধ আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমও ঘরে বসে থাকলেন না। তিনি মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়ে চলে এলেন মদীনায়। খলীফা ওমর (রাঃ) এই বিশাল বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করলেন হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ)-কে। যাত্রাকালে খলীফা তাঁকে নানা বিষয়ে উপদেশ দান করে বিদায় জানালেন।

মুসলিম বাহিনী যখন ক্বাদেসিয়ায় পৌঁছল তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম বর্ম পরে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে সামনে এলেন এবং মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহনের দায়িত্বটি তাকে দেয়ার আবেদন জানালেন এবং বললেন, হয় এ পতাকা সমুন্নত রাখব, নয় মৃত্যুবরণ করব।

উল্লেখ্য, ক্বাদেসিয়া প্রান্তরে মুসলিম ও পারস্য বাহিনীর মধ্যে যে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় বিশ্বের সমর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। অবশেষে চূড়ান্ত যুদ্ধের তৃতীয় দিনে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের মাধ্যমে তৎকালীন বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্য ও সর্বাধিক গৌরবময় সিংহাসনের পতন ঘটে। আর সেই সাথে তাওহীদের পতাকা উড়তে থাকে এই সুবিশাল পৌত্তলিক ভূমিতে।[১৯]

জামা'আতে ছালাতের প্রতি তাঁর উৎসাহঃ

হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) পবিত্র কুরআন মজীদের হাফেয ছিলেন। হিজরতের পর তিনি মদীনা মুনাওয়ারাতে লোকজনকে ক্বিরাআত শিক্ষা দিতেন।[২০] তিনি অন্ধ ছাহাবী ছিলেন। মসজিদে নববী থেকে তার বাড়িটি একটু দূরে ছিল। পথে নালা-নর্দমা ও ঝোপ-জংগল পড়ত। সব সময়ের জন্য কোন সাহায্যকারীও তার ছিল না। এত অসুবিধা সত্ত্বেও মসজিদে নববীতে জামা'আতের সঙ্গে ছালাত আদায়ে তাঁর সীমাহীন উৎসাহ ছিল। তিনি অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতই মসজিদে নববীতে জামা'আতের সাথে আদায় করতেন।

---

১৬. *ছুয়ার ২য় খণ্ড পৃঃ ১২৪-১২৫।*
১৭. *তালিবুল হাশেমী, বিশ্বনবীর সাহাবী, অনুবাদ আবদুল কাদের (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী ১৯৯৪) ৩য় খণ্ড পৃঃ ৯৬-৯৭।*
১৮. *ইছাবা পৃঃ ২৮৫।*
১৯. *ছুয়ার ২য় খণ্ড পৃঃ ১২৬-১২৮।*
২০. *সিয়ার ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৬১।*

একবার তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আরয করলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন কোন সময় বাড়ী থেকে মসজিদে আসতে আমার খুব কষ্ট হয়। এমতাবস্থায় আমি কি ঘরে ছালাত আদায় করতে পারি? হুযূর (ছাঃ) বললেন, 'তুমি কি বাড়ীতে আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ শুনতে পাই। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে তুমি মসজিদে এসেই ছালাত আদায় কর'।[২১] অন্য বর্ণনায় ইক্বামতের শব্দ শোনার কথা এসেছে। অর্থাৎ আযান ও ইক্বামতের শব্দ তার ঘর পর্যন্ত পৌঁছত। এ কারণে তিনি অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঘরে ছালাত আদায়ের অনুমতি পাননি। এর পর থেকে তিনি স্থায়ীভাবে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত নিয়মিত মসজিদে নববীতে এসে আদায় করতেন। অবশ্য হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খিলাফত কালে তাঁকে একজন পথপ্রদর্শক দিয়েছিলেন।[২২]

তাঁর বর্ণিত হাদীছঃ

হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে তিনি খুব বেশী হাদীছ বর্ণনা করেননি। তাঁর নিকট থেকে হযরত আনাস ইবনে মালেক, আব্দুল্লাহ ইবনে শেদাদ ইবনে আল-হাদ, যার ইবনে জাইশ, আবু যাযীম আল-আসাদী, আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা, আতিয়া ইবনে আবী আতিয়া, আবু আল-বুখতারী আত-তাঈ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২৩]

মৃত্যুঃ

কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় সুনিশ্চিত হ'ল। অসংখ্য শহীদের প্রাণের বিনিময়ে এ মহা বিজয় অর্জিত হ'ল। হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমও ছিলেন সেই অগণিত শহীদের একজন।[২৪]

ওয়াক্বেদীর মতে ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) কাদেসিয়া যুদ্ধে লড়াই শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন।[২৫] তবে প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। উল্লেখ্য কাদেসিয়ার যুদ্ধ ১৫ হিজরীর শাওয়াল মাস মতান্তরে ১৬ জিহরীতে সংগঠিত হয়েছিল।[২৬]

উপসংহারঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের ঘটনাবহুল জীবনী থেকে আমাদের অনেক কিছুই শিক্ষণীয় রয়েছে। ইসলামের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালবাসার নিকট অন্ধত্ব হার মেনেছিল। আযান, জামা'আতে ছালাত আদায়, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্তে সীমাহীন উৎসাহ ইত্যাদি কোন কিছুতেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। ক্বাদেসিয়ার যুদ্ধে তাঁর শাহাদত বরণই যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ আমরা যেন ক্রমশঃ ইসলাম থেকে বিমুখ হ'তে চলেছি। আযান শুনেও মসজিদ পানে ছুটে যাই না। দুনিয়াবী কাজ-কর্ম আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্তে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। বাতিল শক্তি আমাদেরকে চারদিক থেকে অক্টোপাসের ন্যায় আঁকড়ে ধরেছে। আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কবলে পড়ে বিশ্বময় মুসলমানরা নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হচ্ছে। অতএব মুসলিম ভাই! আর নিথর-নিস্তব্ধ বসে থাকার সময় নেই। জাগ্রত হউন! বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার এটাই মোক্ষম সময়। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন -আমীন!!

রেড হার্ট
চাইনিজ ও কমিউনিটি সেন্টার

- বিয়ে সহ যে কোন অনুষ্ঠানের সুব্যবস্থা।
- বর কনে বসার আলাদা (A.C.) কক্ষ।
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কনফারেন্স রুম।
- চাইনিজ থাই ও দেশী খাবারের সুব্যবস্থা।
- চাহিদা অনুযায়ী প্যাকেট সরবরাহের সুব্যবস্থা।

সাজেদা প্রাজ্ঞা
লক্ষীপুর, রাজশাহী
ফোনঃ ৭৭১৯৯৮
বাসাঃ৭৭৩৯৮৯

পরিচালনায়
মিসেসঃ মাফরুহা হক বেলা

---

২১. *শায়খ মুহাম্মাদ হউসুফ আল-কান্দুলুভী, হায়াতুছ ছাহাবা (বৈরুতঃ দারুল কালাম, ২য় সংস্করণ ১৪০৩/১৯৮৩) ৩য় খণ্ড পৃঃ ১২১।*
২২. *বিশ্বনবীর সাহাবী, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৯৮।*
২৩. *তাহযীবুল কামাল (বৈরুতঃ দারুল ইলম, তাবি) পৃঃ ২৮৯।*
২৪. *ছুয়ার ২য় খণ্ড পৃঃ ১২৮।*
২৫. *ইছাবা ২৮৪।*
২৬. *সিয়ার ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৬৫; ইবনুল ঈমাদ, শাযারাতুয যাহাব ১ম খণ্ড পৃঃ ২৮।*

প্রকাশিত হয়েছে এবং পাওয়া যাচ্ছে

দেশবরেণ্য খ্যাতিমান সালাফী আলেম মাওলানা জিল্লুর রহমান নাদভী সাহেবের লিখিত ও ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ সাহেবের বলিষ্ঠ কলমে ভূমিকা সম্বলিত পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বই- **যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে বিপ্লবী সাহাবী হযরত সালেম (রাঃ)** পবিত্র জীবনী বহু সাধনার পর প্রকাশিত হয়েছে। হযরত সালেম সম্পর্কে বিশ্বনবী বলেছেন যে, মহান আল্লাহর হাযার শোকর যে, তিনি সালেমের মত লোককে আমার উম্মতে পয়দা করেছেন। বিশ্বনবী বলেছেন যে, আমার মৃত্যুর পর আল-কুরআনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হ'লে প্রখ্যাত চারজন ছাহাবীর নিকট কুরআনের জ্ঞান অর্জন করবে, তার মধ্যে সালেম একজন (বুখারী)। হযরত উছমান ও হযরত উমরের মত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও হযরত সালেম হিজরতের সময় কোবা পল্লীতে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন (বুখারী)। ইয়ামামার যুদ্ধে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মুসায়লামা কাজ্জাব ও তার ত্রিশ হাযার বিদ্রোহী কাফের গোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে যখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ করল, ত্রিশ হাযারের মুকাবেলায় মাত্র তিন হাযার মুসলমান প্রতিরোধ করতে না পেরে ক্ষণিকের জন্য পিছু হটতে লাগলো, তখন সেই অগ্নি পুরুষ সালেম যুদ্ধের ময়দানে গর্ত খনন করে পা দু'খানা গেড়ে দিয়ে ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে পাহাড়ের মত রুখে দাঁড়ালেন- আর গগনবিদরী হুঙ্কার দিয়ে পলায়ন রত মুসলমানদেরকে ময়দানে ফিরে আসার আহ্বান জানালেন, আর বললেন যে, বিশ্বনবীর নাম ডুবে যাবে আর ভণ্ড নবীর নাম সমুন্নত হবে? মুসলমান ফিরে এস, মালেকুল মউত তোমাদের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। মুসলমান বক্ষস্ফীত করে বীরের মত মরতে জানে, পিঠ ফিরিয়ে চোরের মত পলায়ন করতে জানে না। সালেমের এক হুঙ্কারে যুদ্ধের গতি ফিরে এল। পুনরায় মুসলমানদের চরম আক্রমণে মুসায়লামার দল ময়দান ছেড়ে পলায়ন করল। সেই রণাঙ্গনে যুদ্ধের পতাকা সালেমের হাতে সমুন্নত ছিল। দুশমনদের তরবারীর আঘাতে যখন তার ডান হাত কাটা গেল, তখন তিনি বাম হাতে পতাকা নিয়ে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর দুশমনদের প্রচণ্ড আক্রমণে বাম হাত কাটা গেল, তখন তিনি বক্ষ দ্বারা পতাকা সমুন্নত রেখে মুসলমানদের বিজয় গৌরব ঘোষণা করলেন। তীর তলোয়ারের ৫৪টি আঘাতে জর্জরিত হয়ে এই অকুতোভয় সত্যের সাধক, মধুশ্রাবী বুলবুল কণ্ঠের বুলন্দ হিম্মত অগ্নিপুরুষ সালেম কুরআনের এই আয়াত পাঠ করতে করতে শাহাদাত বরণ করলেন, 'ওমা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল'। হযরত উমর (রাঃ) তার অন্তিমকালে বলেছিলেন যে, আজ যদি হযরত সালেম জীবিত থাকতো তবে আমি কোন পরামর্শ সভা না ডেকে খেলাফতের মহান দায়িত্ব একমাত্র তারই হাতে অর্পন করতাম। সেই বিপ্লবী অগ্নি পুরুষের বীরত্বের কাহিনীতে ভরপুর অতি মূল্যবান জীবনী- **যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে বিপ্লবী ছাহাবী হযরত সালেম।** সীমিত কপি ছাপা হয়েছে আজই এক কপি সংগ্রহ করে নিজের জীবন ধন্য করুন।

মূল্যঃ- ৫০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থানঃ *(১) আধুনিক প্রকাশনী, ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা (২) সাহিত্য সোপান, বগুড়া (৩) হাদীছ ফাউণ্ডেশন, কাজলা, রাজশাহী (৪) জিল্লুর রহমান নাদভী, সাং-হরিরামপুর, পোঃ দাউদপুর, দিনাজপুর (৫) তাওহীদ পাবলিশার্স, ৯০ হাজি আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০ (৬) আহলেহাদীস লাইব্রেরী, ২২১ বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০।*

বন্ধ্যা চিকিৎসার সুখবর

যে সমস্ত মহিলার কোন সন্তান হয় না এবং সন্তান নেওয়ার আশায় বহু রকম চিকিৎসা করেছেন কিন্তু কোন ফল পাননি, তাঁদের আর কোন হতাশার কারণ নেই। চিকিৎসার জন্য আসুন! আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিলে মাত্র কয়েক মাসের চিকিৎসাতেই গর্ভে সন্তান এসে যাবে ইনশাআল্লাহ। অনেক পরীক্ষিত। যাদের গর্ভস্থ সন্তান পড়ে যায়, তারাও যোগাযোগ করুন।

ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
ডি,এইচ,এম,এস, (ঢাকা) (রেজিষ্টার্ড)
কলেজ বাজার, বিরামপুর।
পোঃ ও থানা- বিরামপুর, যেলা- দিনাজপুর।

বিঃ দ্রঃ এ ছাড়াও মহিলাদের ঋতু, জরায়ু, পুরুষের যৌন সংক্রান্ত যে কোন ...া, বিনা অপারেশনে অর্শ্ব, টিউমার, ক্যান্সার, মুত্র ও পিত্ত পাথরী সহ যে কোন নতুন পুরাতন এবং হাসপাতাল ফেরৎ রোগীদের চিকিৎসা করা হয়।

হাঁপানী রোগের চিকিৎসা

হাঁপানী, গ্যাষ্টিক ও স্ত্রী-পুরুষের যে কোন ধরনের যৌন ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যোগাযোগ করুন-

কবিরাজ মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
(ডিএ,এম,এস ঢাকা গভঃ বৃত্তি প্রাপ্ত ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ট্রেনিং প্রাপ্ত)

গবেষণা ঔষধালয়
ডাকঃ তাহেরপুর
যেলাঃ রাজশাহী-৬২৫১

বিঃ দ্রঃ ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

মিলেনিয়াম ইলেকট্রিক হাউস

এখানে সকল প্রকার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম একদামে নায্যমূল্যে খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

প্রোঃ মোঃ রায়হান উদ্দীন খাঁন (মাসুদ)
এ ব্লক/৫৪ রেলওয়ে মার্কেট
রেলগেট, রাজশাহী।

চিকিৎসা জগৎ

মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণঃ কারণ ও প্রতিকার

- অধ্যাপক ডাঃ কে এ জলীল
বিডিএস (ঢাকা) ডিডিপি এইচ, আর সিএস পিটিসিডি (ইংল্যাণ্ড)
সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ।

মাড়ি থেকে রক্ত পড়ার বহুবিধ কারণ রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জন্য পালনীয় নিয়ম হচ্ছে, নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করে মুখ পরিষ্কার রাখা। এজন্য প্রতি খাবারের পর কুলি করতে হবে। যেন মুখ তথা দাঁতের ফাঁকে খাদ্যকণা জমে না থাকে। সাধারণত প্রতিদিন সকালের নাস্তা এবং রাতের খাবারের পর ভালোভাবে দাঁত ব্রাশ করা উচিত। এর ব্যতিক্রম হ'লেই দাঁতের ওপরিভাগে খাদ্যকণা জমে লালা এবং জীবাণুর সংমিশ্রণে একটি প্রলেপ সৃষ্টি হয়। এই প্রলেপটির নাম হচ্ছে 'ডেন্টাল প্লাক'। এই প্লাক আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে এক বিশেষ ধরণের পাথরে পরিণত হয়। এই পাথরই পর্যায়ক্রমে দাঁতের গোড়ায় শক্তভাবে জমতে থাকে। পরবর্তীতে কিছুদিন পর খাওয়ার সময় এবং কথা বলার সময় মাড়ির সাথে ঘর্ষণের ফলে রক্তক্ষরণ হয়। এই রোগকে বলা হয় 'জিনজিভাইটিস'। যে পাথরগুলো দাঁতের গোড়ায় জমে থাকে এগুলোকে বলা হয় ক্যালকুলাস। পেরিওডেন্টাল মেমব্রেন মাড়ির সাথে দাঁতকে শক্ত করে রাখে। জিনজিভাইটিস রোগ দীর্ঘদিন থাকলে এবং চিকিৎসা না করালে জীবাণুগুলো আস্তে আস্তে মাড়ির ভেতরে ঢুকে ওই মেমব্রেনকে নষ্ট করে দেয়। যার ফলে প্রথমে দাঁতের গোড়ায় পুঁজ হয় এবং দাঁত নড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দাঁত ফেলে দিতে হয়। তখন এছাড়া দাঁত রক্ষা করার কোন উপায় থাকে না। এই অবস্থায় দাঁতের প্রতিটি গোড়া ফুলে যায়। মুখে ভীষণ দুর্গন্ধ হয়। এই রোগটির নাম হচ্ছে 'পেরিওডন্টাইটিস'। আমাদের দেশে সাধারণ লোকজন এই রোগটিকে 'পাইয়োরিয়া' বলে জানে। তবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই নামটির ততোটা গুরুত্ব নেই।

জিনজিভাইটিস অন্যান্য কারণেও হ'তে পারে। যেমন- জীবাণুজনিত কারণ। এতে মাড়ি থেকে অতিমাত্রায় রক্তক্ষরণ হয়। মাড়ি ফুলে যায় এবং মাড়ির রং লাল হয়ে যায়। এটাকে বলা হয় 'আলসারেটিভ জিনজিভাইটিস'। কিছু কিছু অসুখের কারণেও দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণ হ'তে পারে। যেমন- স্কার্ভি, হেমোফিলিয়া, লিউকেমিয়া। যাদের মৃগী রোগ আছে, তারা দীর্ঘদিন এ রোগের ওষুধ খেলে তাতেও মাড়ি ফুলে গিয়ে রক্তক্ষরণ হ'তে পারে। গর্ভবতী মায়েদের মাড়ি থেকে রক্ত পড়া একটি সচরাচর ঘটনা। ব্রাশ করলে এমনকি নরম বা হালকা খাবারের সময়ও রক্তক্ষরণ হয়। এটাকে বলা হয় 'প্রেগনেন্সি জিনজিভাইটিস'। মাড়ি থেকে রক্ত পড়ার লক্ষণ দেখা দিলেই অবহেলা না করে নিকটস্থ একজন অভিজ্ঞ দন্ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। কারণ সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না করলে এ থেকে অনেক জটিল রোগ সৃষ্টি হ'তে পারে।

প্রতিকারঃ সকালে নাস্তার পর এবং রাতের খাবারের পর পেষ্ট দ্বারা দাঁত ব্রাশ করতে হবে। বেশীরভাগ দাঁত এবং মাড়ির জন্য মিডিয়াম ব্রাশ ব্যবহার করা উচিত। লক্ষণীয় যে, ব্রাশের সাথে উন্নতমানের টুথপেস্ট বা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুতকৃত টুথ পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি বিষয় সকলের মনে রাখতে হবে যে, সুস্থতার স্বার্থেই **১টি ব্রাশ ৩ থেকে ৪ মাসের বেশী সময় ব্যবহার করা উচিত নয়**। কেননা, বেশীদিন ব্যবহার করলে ব্রাশের শলাগুলো থেতলে গিয়ে ব্রাশটির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। ব্রাশের মাথা সরু হওয়া উচিত। যেন মাড়ির পেছনের দিকে পৌঁছতে পারে। দাঁতের মাড়িতে কালো পাথর দেখা দিলে এবং ব্রাশ করার সময় একটু একটু রক্ত পড়ার লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত একজন দন্ত বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হবে। এই অবস্থায় দন্ত বিশেষজ্ঞ দ্বারা স্কেলিং করিয়ে নিলেই খুব সহজে এই অসুখ ভাল হয়ে যাবে। তবে মনে রাখতে হবে, যদি দাঁতের কারণেই রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে তবে উপকার পাওয়া যাবে।

গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ হ'লে স্কেলিং এবং পলিশিং করিয়ে ওষুধ খেলে প্রায় ৮০ ভাগ রোগ সেরে যাবে। বাকি ২০ ভাগ ভাল হবে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর। এজন্য বাড়তি চিন্তার কোন কারণ নেই। তবে মাঝে মাঝে দন্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। ওষুধের মধ্যে ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন, মেট্রোনিডাজল প্যারাসিটামল ব্যবহার করা হয়। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অন্য কোন ওষুধ এ রোগীকে (গর্ভবতী দাঁতের রোগী) খাওয়ানো যাবে না। উপরোক্ত চিকিৎসা সমূহের পরও যদি রক্ত পড়া বন্ধ না হয়, তবে মেডিসিন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা করে তিনি রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা দেবেন।

॥ সৌজন্যেঃ দৈনিক ইনকিলাব ॥

হেলথ ট্রিপস

❒ **মাইগ্রেনের রোগীদের জন্য সুখবরঃ** মাইগ্রেনের ব্যথা যে কতটা যন্ত্রণাদায়ক তা কেবল ভুক্তভোগীই আঁচ করতে পারেন। গবেষকরা এ ব্যথাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতিনিয়ত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশনের আরকাইভস অব নিউরোলজিতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্যারাসিটামল, অ্যাসপিরিন এবং ক্যাফেইল একসঙ্গে সেবন করলে এক্ষেত্রে বেশ চমৎকার ফল পাওয়া যায়। এ কম্বিনেশন কেবল ব্যথাই কমায় না, পাশাপাশি বমি বমি ভাব, আলো ও শব্দের প্রতি সংবেদনশীলতা এবং ফাংশনাল ডিসএবিলিটিও হ্রাস করে। মাইগ্রেনে আক্রান্ত ১২০০ রোগীর ওপর গবেষণা করে গবেষকরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তবে যেসব রোগীর বিশ্রামের প্রয়োজন হয় এবং যারা বমি করে, তাদের এ গবেষণায় বিবেচনা করা হয়নি। তিনভাবে ট্রায়াল দেয়া হয় রোগীদের। গবেষকরা দেখেছেন, এ কম্বিনেশন ড্রাগ ব্যবহার করায় ৫৯.৩ শতাংশ রোগীর ব্যথার তীব্রতা দু'ঘন্টার মধ্যে কমে গেছে অথবা পুরোপুরিই সুস্থ হয়ে উঠেছে। ৫০.৮ শতাংশের ক্ষেত্রে দু'ঘন্টা লেগেছে সেরে উঠতে। গবেষকরা বলেছেন, এ তিন ব্যথারোধী ওষুধের সমন্বয় একদিকে যেমন ব্যথা নির্মূল করছে তেমনি মাইগ্রেনের অন্যান্য উপসর্গকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। পাশাপাশি ওষুধগুলো তুলনামূলকভাবে নিরাপদ। তাছাড়া এতে চিকিৎসা ব্যয়ও কমে আসছে অনেকখানি।

❒ **নিয়মিত দুধ খানঃ** মনোকার্পিন নামে স্নেহজাতীয় পদার্থ যৌনবাহিত রোগ যেমন গনোরিয়া, ক্ল্যামাইডিয়া, এইচআইভিতে বিশেষ কার্যকর। গরুর দুধ, নারকেলের দুধ এমনকি মাতৃদুগ্ধেও যথেষ্ট পরিমাণে এ স্নেহজাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়, যা ব্যাকটেরিয়া রোধে বিশেষ কার্যকর।

❒ **বিষণ্নতা ও হৃদরোগঃ** যারা হৃদরোগে ভুগছেন, তারা বিষণ্নতায় আক্রান্ত হ'লে তা ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। সম্প্রতি জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানিয়েছেন যে, বিষণ্নতা হৃদরোগীদের হার্ট অ্যাটাকের শঙ্কা চারগুণ বাড়িয়ে দেয়।

❒ **শিশুর ক্ষীণ দৃষ্টিঃ** সম্প্রতি পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানিয়েছেন, যেসব শিশু রাতে বাতি জ্বালিয়ে ঘুমায়

তাদের চেয়ে যারা বাতি নিভিয়ে ঘুমায় তাদের ক্ষীণ দৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বেশি।

পুষ্টি কথাঃ

❒ গোশতের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক সৃষ্টিকারী কোলেস্টরল রয়েছে, মটরশুঁটির মধ্যে কোন কোলেস্টেরল নেই।

❒ অংকুরযুক্ত শুঁটির মধ্যে ভিটামিন -সি থাকে এবং ভিটামিন-সি-এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়। অংকুরযুক্ত শুঁটি খেলে তা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

❒ শুঁটির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন -এ বি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ যেমন আয়রন, পটাসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম ইত্যাদি থাকে।

❒ কোন শস্যের সঙ্গে মটরশুঁটি মিশিয়ে তা থেকে আমিষ ও দেহের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যামিনো এসিড পাওয়া যায়।

❒ বুট, ছোলা, মটরশুঁটি ইত্যাদি খাবার আগে ভালো করে ধুয়ে কয়েকঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। যে পানিতে এসব ভিজিয়ে রাখা হয় সে পানি পান করা ঠিক নয়।

❒ ছোলা বা শুঁটি জাতীয় খাদ্য ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্য যেমন- আনারস, টমেটো, মরিচ, পাতাকপি এবং ব্রোকলি ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে।

❒ শুঁটি জাতীয় খাদ্য ভাল করে চিবিয়ে মিহি করে খেতে হবে।

❒ রান্নার আগে ভিজিয়ে রাখা যে ছোলা ও বুটের অংকুর দেখা যায় সেসব ছোলা ও বুট থেকে কম গ্যাস তৈরী হয়।

আয়েশা ক্লিনিক

এখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা অস্ত্রপচার ও ডেলিভারী করা হয়। এক্স-রে, ই,সি,জি আলট্রাসনগ্রাফী ও প্যাথলজীর সু-ব্যবস্থা আছে।

পরিচালকঃ নূর মহল বেগম

ঠিকানাঃ গ্রেটার রোড, কদমতলা, রাজশাহী।
ফোন ঃ ৭৭৩০৫৩ (অনুঃ)

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

প্রত্যেক বস্তু তার মূলের দিকেই ফিরে যায়

*-শিহাবুদ্দীন সুন্নী**

আরবের কোন এক পাহাড়ী অঞ্চলে একদল লুণ্ঠনকারী দস্যু একটি পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থান করত। কোন কাফেলা ঐ পথে যাত্রা করলেই তারা তাদের উপর চড়াও হ'ত। লুট করে নিত তাদের সমুদয় সম্পদ। আক্রমণ করত পথচারীদের উপর। এদের ভয়ে শহরের জনসাধারণ সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত। কারণ তারা পর্বত শৃঙ্গে নিরাপদ আশ্রয় বানিয়েছিল। আর এজন্যই রাজার সেনাবাহিনীও এদের সঙ্গে পেরে উঠছিল না। ঐ অঞ্চলীয় রাষ্ট্র প্রশাসন দস্যুদের অনিষ্টতা দূর করার জন্য পরামর্শ করল। কেউ কেউ বলল, দস্যুদল এইভাবে যদি আর কিছুকাল অবস্থান করে তবে এদের সঙ্গে যুদ্ধ করাও অসম্ভব হয়ে পড়বে।

درختکے اکنوں گرفت است پاے
بنیروے شخصے برآید زجائے
واگر ہمچناں روزگارش ھلی
بگر دونش ازبیخ بر نگسلی
سرچشمہ شاید گذستن بہ میل
چو پورشد نشاید گرفتن بہ پیل

'যে বৃক্ষ সবে মাত্র গেড়েছে শিকড়
উপড়াতে পারবে কেহ দিয়ে সল্প জোর।
ঐ অবস্থায় রাখে যদি আর কিছু কাল
জন্মেও পারবেনা তুলতে, হ'বে বিফল।
অল্প পানির গতি বন্ধ কর থোরা চিযে
পূর্ণ জোরে চললে হস্তিও ভেসে যাবে নিজে।'

অতঃপর পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের অনুসন্ধান করার জন্য একজন গুপ্তচর ঠিক করা হ'ল। যে সব সময় তাদের দিকে নযর রাখত। একদা দস্যুদল কোন এক কাফেলার উপর আক্রমণ করতে গেলে তাদের আস্তানা সম্পূর্ণ খালি হয়ে যায়। এ সংবাদ অবহিত হয়ে যুদ্ধে পারদর্শী কয়েকজন বীর পুরুষকে তথায় পাঠানো হয়। তারা পাহাড়ের বিভিন্ন গুহায় আত্মগোপন করে ওঁৎ পেতে থাকে। গভীর রাতে দস্যুদল লুট করে মালামাল নিয়ে ফিরে এসে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে। আর এ নিদ্রাই হয় তাদের কাল।

যখন রাত্রি আরো গভীর হ'ল। দস্যুদলও ঘুমে বিভোর। তখন বীর সিপাহীগণ তাদের গুপ্তঘাঁটি আক্রমণ করল এবং এক এক করে সকল দস্যুর হস্ত কাঁধে বেঁধে ফেলল। সকালবেলা তাদের সবাইকে রাজদরবারে উপস্থিত করা হ'ল। রাজা বিনাদ্বিধায় তাদের মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিলেন।

দেখা গেল তাদের মধ্যে একজন সুন্দর যুবক রয়েছে, যে কেবলমাত্র নুতন যৌবনে পদার্পন করেছে। তার গণ্ডদেশ কানন

* অধ্যক্ষ ফুলবাড়ী ইশা'আতে ইসলাম সালাফিইয়াহ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

কেবলমাত্র নুতন সবুজ মেলায় ভরে উঠেছে। জনৈক উযীর বিনীতভাবে রাজ সিংহাসন চুম্বন করতঃ উক্ত যুবকের জন্য সুপারিশ করলেন ও বললেন, হে সম্রাট! এই সুন্দর ছেলেটি তার জীবন কানন হ'তে এখনও কোনরূপ ফল ভোগ করেনি। তার নব যৌবন হ'তে কোন উপকৃত হয়নি। সম্রাটের উন্নত স্বভাব ও দানশীলতায় আমি আশাবাদি, অনুগ্রহ করে তার খুন মাফ করে দিয়ে অধমের উপর অনুকম্পা করা হউক। বাদশা উযীরের কথা শুনে বিমুখ হ'লেন এবং তাঁর রায়ের অনুকূল না হওয়ায় বললেন,

پر تو نیکاں نگیرد ہر کہ بنیادش بداست

تربیت نا اہل راچو گردگاں بر گنبدست

'কু-জাত লভেনা কভু সুজনের শিক্ষা
গোলের উপর গোল যেন অযোগ্যের দীক্ষা।'

এদের বংশ-বুনয়াদ নির্মূল করাই উত্তম। কেননা অগ্নি নির্বাপিত করে আংটা রাখা, সাপ মেরে উহার বাচ্চা পালন করা জ্ঞানীদের কার্য নহে।

'মেঘে যদি দেয় ঢেলে হায়াতের পানি
ঝাউ গাছে ফুল কভু পাবে নাকো জানি।
দুষ্টের সাথে কাল করনা ক্ষেপণ
নলখাকরা হ'তে চিনি পাবেনা কখন।'

উযীর বাদশার এসব কথা শ্রবণ করলেন। সুন্দর অভিমতের জন্য বাদশাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন, বাদশাহ যা বলেছেন সম্পূর্ণ সত্য। তবে ছেলেটি এখনও ছোট। যদি সে ঐসব দস্যুদের শিক্ষা পেত তবে তাদের আচরণ ধরত এবং তাদের অর্ন্তভুক্ত হ'ত। অধম বান্দার অভিলাষ এই যে, সে পুন্যবানদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করবে। চরিত্রবান হবে। কারণ দস্যুদের সীমালঙ্ঘিতা ও বিদ্রোহিতার আচরণ এখনো হয়ত তার অন্তরে স্থানাধিকার করেনি। হাদীছে বর্ণীত আছে 'প্রতিটি সন্তান ইসলামী ফিৎরাতের উপর জন্ম লাভ করে। কিন্তু তার পিতা-মাতা তাদেরকে ইহুদী-নাছারা ও অগ্নিপূজক বানায়'। মন্ত্রী তার উক্তির পিছনে এই সব যুক্তি পেশ করলেন।

'নূহ (আঃ) পুত্র যখন বদের সঙ্গী হ'ল
নবুঅতী বংশ তার ধ্বংস হয়ে গেল।
গুহাবাসীদের কুকুর দেখ মাত্র কয়েকটি দিন
পুন্যবানদের অনুসরণে হইল মানবাধীন'।

মন্ত্রী একথা বলার পর বাদশার সঙ্গীদের মধ্য হ'তে আরো একদল লোক মন্ত্রীর সাথে সুপারিশে শরীক হ'লেন। তখন বাদশা এই বলে তার খুন মাফ করে দিলেন যে, ক্ষমা করে দিলাম, কিন্তু ভাল মনে করলাম না।

'জাননা কি বলেছিল মহিলাটি বীর রোস্তমকে
নিরুপায় নিকৃষ্ট জাননা কভু শত্রুকে।
বহু দেখেছি অল্প পানির সল্প শ্রোতের টানে
প্রবল হ'লে উট বোঝা ভেসে গেছে বানে'।

অতঃপর মন্ত্রী তার দলবলসহ ছেলেটিকে মহাআনন্দ ও পুরুস্কারের সাথে বের করে নিয়ে এলেন। তা'র শিক্ষার জন্য একজন উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হ'ল। সুন্দর বক্তব্য, প্রশ্নের জবাব, বাদশাহ-র খেদমতে আদব ইত্যাদি বিষয় তাকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেয়া হ'ল। সকলের দৃষ্টিতে ছেলেটি আদরের পাত্রে পরিণত হ'ল। একদা উযীর বাদশাহর খেদমতে তার সৎ চরিত্র বিষয়ে বলতে গিয়ে বললেন, জাহাপনা! জ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ তার মধ্যে আছর করেছে এবং তার জন্মগত পুরাতন অজ্ঞতা বিদূরিত হয়েছে। বাদশাহ ইহা শুনে মুচকী হেসে বললেন,

عاقبۃ گرگ زادہ گرگ شود

گرچہ بآدمی بزرگ شود

'সিংহ শাবক পরিশেষে সিংহ হয়ে যায়
যদিও মানুষের সাথে বুজরগী সে পায়'।

দু'বৎসর এভাবেই কেটে গেল। ইতিমধ্যেই মহল্লার একদল দুর্বৃত্ত তার সাথে মিলিত হয়ে বন্ধুত্বের বন্ধন এঁটে নিল। তাদের প্ররোচনায় ছেলেটি বাপ-চাচাদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে সংকল্পবদ্ধ হ'ল। একদা সুযোগ বুঝে উযীর ও তার দুই পুত্রকে হত্যা করল এবং বহু সম্পদ লুটে নিয়ে সেই পুরাতন পর্বত গুহায় গিয়ে পিতার স্থলাভিষিক্ত হ'ল। এ সংবাদ পেয়ে বাদশা পরিতাপের হস্ত দন্তে ধারণ করতঃ বললেন,

'কাঁচা লোহায় পাকা অস্ত্র বানায়না কেউ কভু
অমানুষকে শিক্ষা দিলেই হয়না মানব তবু
পাক বৃষ্টির পানিতে ভাই নাইকো কোন নাশ
ফুল বাগানে ফুল ফোটে আর পতিত জমিনে ঘাস'।

نکوئے ببدان کردن چنا نست

کہ بد کردن بجاے نیک مردان

'কু-লোকের ভাল করা জানিবে কেমন
সু-লোকের মন্দ করার পরিণাম যেমন'।

পপুলার নার্সিং হোম

(প্রস্তাবিত বে-সরকারী হাসপাতাল)

সার্জারী ০ মেডিসিন ০ গাইনী ও অবস ০ নাক, কান ও গলা ০ অর্থপেডিক্স ০ চক্ষু রুগীর চিকিৎসা ও অপারেশন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা করা হয়।

হাসপাতাল ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে ও চিকিৎসা করা হয়

কাদিরগঞ্জ গ্রেটার রোড, কদমতলা, রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৭১৪৮৫

স্বল্প খরচে সর্বোত্তম আধুনিক সেবাই আমাদের লক্ষ্য

দো'আ

২৫. নতুন কাপড় পরিধানকালে দো'আঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ -

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যা ওয়া রাযাক্বানীহে মিন গায়রে হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুউওয়াতিন।

অর্থঃ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি আমার কোন ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন ও এই খাদ্য দান করেছেন'।[১]

২৬. মৃত্যু বা কঠিন বিপদ কালে দো'আঃ

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا -

উচ্চারণঃ ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জে'উন। আল্লা-হুম্মা আ-জিরনী ফী মুছীবাতী ওয়াখ্‌লিফ্‌লী খায়রাম মিনহা।

অর্থঃ আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই সেদিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এই বিপদে আশ্রয় দাও এবং এর উত্তম বদলা দান কর'।[২]

২৭. দুঃখ ও সংকট কালে দো'আঃ

يَاحَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ -

উচ্চারণঃ ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীছু।

অর্থঃ 'হে চিরঞ্জীব হে সবকিছুর ধারক! আমি তোমার রহমতের আশ্রয় প্রার্থনা করি' (৭ বার)।[৩]

২৮. দিবারাত্রি ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার দো'আঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ إِسْمِهِ شَيْئٌ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা ইয়াযুর্‌রু মা'আ ইসমিহী শাইয়ুন ফিল আরযে ওয়ালা ফিস সামা-ই; ওয়া হুয়াস সামী'উল 'আলীম।

অর্থঃ (আমি পানাহ চাই সেই) আল্লাহর নামের, যে নাম থাকলে আসমান-যমীনের কোন কিছুই কোনরূপ ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা (৩ বার)।[৪]

---

১. ইবনুস সুন্নী, সনদ হাসান, আযকার পৃঃ ১০৬।
২. মুসলিম, আযকার পৃঃ ৭১।
৩. তিরমিযী, সনদ হাসান; ছহীহ আল-কালিমুৎ ত্বাইয়িব।
৪. আবুদাঊদ, আযকার পৃঃ ৬৬।

কবিতা

মন্বন্তরে মুক্তিক্ষুধা

-গোলাম হাফিয
প্রকল্প কর্মকর্তা
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
গাইবান্ধা শাখা, গাইবান্ধা।

আবার নতুন করে ডাকছি আপনাদের
শতাব্দী সকালের ভয়ার্ত রণাঙ্গন থেকে
আমার কাছে সদ্য ফোটা কোন রজনীগন্ধা নেই
যা আপনাদের উপহার দিব,
শুধু রোলারে পিষ্ট তরুণের তাজা রক্ত
আর বোমায় ঝলসানো এক একটি করুণ মুখ
আপনাদের শুভেচ্ছা দিয়ে উদ্বোধন করছি শতাব্দী সাঁতারের।
ঐ-যে দেখুন! দূরে চন্দ্রগ্রহণ
অন্ধকারে অবাক পৃথিবী মাথা চুলকায়
রুদ্ধ গিরিপথে দাম্ভিক দানবের নারকীয় উল্লাস
বর্বর পশুমানবের হিংস্রকাফেলা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় দীপ্ত প্রাণ
বেয়ানেটের তীক্ষ্ণ ধারে ক্ষত-বিক্ষত
নিষ্পাপ নারীর কোমল জরায়ু
বন্য শূকরের নৃশংস ধর্ষণে ঝরে বেহেশতী হুরের রক্তলাল
বরফ ঝরা উন্মুক্ত আকাশের নীচে
নির্বাসিত কাফেলার দুঃসহ আর্তনাদ
আমি তাদের পাশ থেকে আপনাদের ডাকছি।
আমি বসনিয়ার গণকবরের পাশ থেকে আপনাদের ডাকছি
আমি চেচনিয়ার কসাইখানার পাশ থেকে আপনাদের ডাকছি
আমি প্যালেস্টাইনের বধ্যভূমি থেকে আপনাদের ডাকছি
আমি কসভোর জল্লাদখানার পাশ থেকে আপনাদের ডাকছি
আমি কাশ্মীরের মহাশ্মশান থেকে আপনাদের ডাকছি
একটি নতুন বিপ্লবের জন্য
যে বিপ্লব মানবতার বিপ্লব
যে বিপ্লব মুক্তির বিপ্লব
যে বিপ্লবের এখন আশু প্রয়োজন।
যে বিপ্লবের জন্য এসেছিল অসংখ্য নবী-রাসূল সত্যের বার্তা নিয়ে
যে বিপ্লবের জন্য যুগে যুগে এসেছিল হাযারো অবতার, সংস্কারক মহাপুরুষ
যে বিপ্লবের জন্য আসে বসন্ত, ভেঙ্গে যায় হাড়কাঁপা শীত
যে বিপ্লবের জন্য ওঠে সূর্য, হাসে রাতের জোছনা
যে বিপ্লবের জন্য আসে আসমানী ফৌজ কিংবা ঝাঁক ঝাঁক আবাবীল
যে বিপ্লবের জন্য লোকালয় ছেড়ে দানবের জঙ্গলে বাস
যে বিপ্লবের জন্য ভূলুণ্ঠিত হয় কাপালিক নকল খোদারা
যে বিপ্লবের জন্যই আসে মুক্তি।
সময়ের কন্দরে জগদ্দল পাথরে চাপা মুমূর্ষু মানবতার
নিঃশর্ত মুক্তি; আকাশ আকাশ মুক্তি।
অভয়ারণ্যে নিঃশঙ্ক হরিণের স্বতঃস্ফূর্ত দৌড়ের মতো মুক্তি
প্রমত্তা পদ্মায় ইলিশের প্রাণোচ্ছল ছোটাছুটির মতো মুক্তি
মায়ের কোলে উদ্দাম শিশুর খলখলে হাসির মতো মুক্তি
বেগবান যমুনার কূলে কূলে বয়ে যাওয়া স্রোতধারার মতো মুক্তি

খোলা আকাশের বুকে শ্বেত কপোতের নির্ভীক উড়ালের মতো মুক্তি।
শুনুন হে নগরীর অভিজাত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিরা
শুনুন হে বনবিলাসী সংসারত্যাগী আধ্যাত্মিক পুরুষেরা
শুনুন হে মানবহিতৈষী মিশনারির চিরকুমারীরা
শুনুন হে মেষ চালক মরুদ্যানের লাঠিয়াল রাখালেরা
শুনুন!
আজন্ম ঘাড়ে চাপা প্রেতাত্মার অপচ্ছায়া ঝেড়ে ফেলে শুনুন!
মুক্তি কোন স্বর্গীয় শারাবান তুহূরা নয়
যে হা করলেই রঙিন রসে ভরে যাবে মুখ
মুক্তি কোন বালকের সুলভ প্রার্থনা নয়, যে কাদলেই পাওয়া
মুক্তি কোন সস্তা বেসাতি নয়, যে কোন সওদাগর বাড়ি বাড়ি করবে ফেরি।
মুক্তি এক জলন্ত অঙ্গার, ছুঁইতে গেলে হাত পুড়ে যায়
মুক্তি এক অনাবিষ্কৃত গ্রহ, দেখতে হ'লে অভিযান চালাতে হয়
মুক্তি এক ভয়ঙ্কর সর্পমণি, ছিনতে হ'লে সাহস করতে হয়
মুক্তি দুর্লভ, তবুও তা হাতের মুঠোয়
রক্তের কণায় কণায়
ইচ্ছার রন্ধ্রে রন্ধ্রে।
ইচ্ছা করলেই আগুনকে বানানো যায় শীতল জল
আকাশকে বানানো যায় নির্জন অভিসার
সাপকে নাচানো যায় বাঁশীর সুরে।
এই মানুষ ইবরাহীমকে (আঃ) দেখেই অগ্নিকুণ্ড নিভেছিল
এই মানুষ মুহাম্মাদই (ছাঃ) আসমানের তরণ খুলেছিল
আর-
এই মুক্তির জন্যই হ'তে হয় পরমাণু শক্তি গ্রাগুফাদার
এই মুক্তির জন্যই উর্বর যমীনে যুগযুগ ফলেনা ফসল
মন্বন্তরে হাহাকার করে পৃথিবী
এই মুক্তির জন্যই দিতে হয় সাগর সাগর রক্ত
এই মুক্তির জন্যই ঘটাতে হয় হাযার হাযার কিয়ামত
এই মুক্তির জন্যই পচা বিকৃত দুর্গন্ধময় লাসের আস্তাকুড়ে
অভাগারা খোঁজে আপনজন
এই মুক্তির জন্যই আজীবন টানতে হয়
জন্ত্রণাময় জেলের ঘানী
এই মুক্তির জন্যই একাকী বাসরে প্রিয়তমা কাটায় নিঃশব্দ রাত
এই মুক্তির জন্যই ফাঁসির মঞ্চে দিতে হয় জীবনের হাদিয়া
এই মুক্তির জন্যই করতে হয় নিরবচ্ছিন্ন সর্বতঃ সংগ্রাম
এবং
উপর্যুপরি উপযুক্ত মুক্তিক্ষুধাই
কেবল কাঙ্খিত মুক্তির অনিবার্য অনুমিতি।

বাহাদুরী

-আতাউর রহমান
আগরদাড়ী আমিনিয়া মাদরাসা
সাতক্ষীরা।

মূর্তি পূজার মোকাবিলায় মুসলিম নহে নিরশ
কবর পূজার পন্থা গড়ে বাৎসরিক হয় ওরশ।
সাজসজ্জায় মাজার গড়ে
মানুষ যেয়ে সিজদা করে
ঘুরে ফিরে তওয়াফ করে
শিরক হয়ে যায় দুরস্ত।
স্বার্থের লোভে নিয়াজ বাটে দালালেরা টানে চরশ
যাদু বিদ্যার ব্যবসা জুড়ে, হুরপরী জুটে ষোড়শ।
গরু-ছাগল নিয়াজ দিলে
গদীনশীন নেশায় হিলে
দো'আ করবে দু'হাত তুলে
গান-বাজনা নেশার তালে সোজা চলে যায় আরশ।

ইসলামী যুবক দল

-ডাঃ এ, জি, সরকার
চৌমহনী বাজার, রাজশাহী।

মোরা ইসলামী যুবক দল
মহানবীর উম্মত
আল্লাহ্‌র নামে অন্তর মোদের
সদা রহে জাগ্রত
মোরা মহানবীর উম্মত।
জীবিকার তরে
রূযী-রোজগারে
চলে যারা শুধু
সৎ পথে ধরে
শান্তি অন্বেষায় অন্তর যাঁদের
কাঁদে অবিরত
মোরা মহানবীর সেই উম্মত।
দুনিয়ার সুখে নহি মোরা সুখী
সদা আখেরাত তরে রহি উন্মুখী
মাগিনা যমীন, মাগিনা বিভব
কভু ভূখা মানুষেরে দলি
মোরা যে সেই পথেই চলি।
মোরা ওমরের হাতের নাঙ্গা তলোয়ার
খালেদের বাহু বিক্রম
মোরা মুক্তি পথের অগ্র সেনানী
সীমা লঙ্ঘীর মহা যম।
মোরা যাত্রা লগ্নে নাহি খুঁজি পাঁতি
কোন গ্রহ্ টানে কিবা হবে ক্ষতি
মোরা ইসলাম তরে করি প্রাণপাত
যত যালিমেরে করে উৎখাত
আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র বিধান
প্রতিষ্ঠা করিতে দ্রুত
মোরা মহানবীর উম্মত।
মোরা কুরআনের বাণী বুকেতে গাঁথিয়া
ছহীহ সুন্নার সুপথ ধরিয়া
রচিব জীবনের গতিপথ
মোরা ঈমানের বলে সদা বলীয়ান
মোরা মহানবীর উম্মত।
মোরা ভাই ইসলামী যুব দল
মর্দ্দে মুমিন গায়েবী বাজ
মোরা দুনিয়ার বুকে আনিব ফিরিয়ে
জাতির হারানো রাঙা তাজ॥

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

❒ **চারঘাট, রাজশাহী থেকেঃ** তুহিন, শাহিন, শিশির, তপন, তারিখ, রানা, মনা, রাজু, রনী, রঞ্জু, বাচ্চু, তাঞ্জু, উজ্জ্বল, রতন, বাপ্পা, শুভ, খোকন, রিপন, মীযান, মিটুন, শপ্না, বিথী, ইতি, রত্না, টুম্পা, রাফা, রিতু, পলি, মলি, কলি, লিনা, জুথি, কেয়া, শিমা, মনি, ইমু, নাবিয়া, ইভা ও সাথী।

❒ **কালাই, জয়পুরহাট থেকেঃ** গোলাম রব্বানী, আল-হাদী, আবু রায়হান, আবু ত্বাহের, নয়ন, কাজল, ফায়সাল, আরিফুল, সুজন, জুয়েল, পারুল, রুযিনা, রেসমা, সেতু ও ফেন্সী।

❒ **জ্যোতরখু শাখা, চারঘাট, রাজশাহী থেকেঃ** রূহুল আমীন, রিপন আলী, উজ্জ্বল, কামরুন্নাহার, ছাবিনা খাতুন, আজেদা, লাবনী, ইসমাঈল, এনামুল হক, শাহাবুল, যাকির হোসাইন।

❒ **হরিরামপুর মাদরাসা, বাঘা, রাজশাহী থেকেঃ** জান্নাতুন আলিয়া, লাবনী, মারজিনা, মনোয়ারা, সুকেদা, মদীনা খাতুন, নাগরী খাতুন, তানিয়া সুলতানা, শাহিনুর, নূরুননবী চাঁদ ও মীযানুর রহমান।

❒ **আলাইপুর মহাজনপাড়া ফুরকানিয়া মাদরাসা রাজশাহী থেকেঃ** পিয়ারা খাতুন, পলি খাতুন, ফাহমিদা আখতার ও রুনালায়লা।

❒ **শুরশুনিপাড়া কাকনহাট মাদরাসা রাজশাহী থেকেঃ** রকি, রাফি, নাজমা, মুনীরা, লিপি, মাসুমা, হাবীবা, রুনিয়া, আনিয়া তাবাচ্ছুন শিলা, রুবেল, রনি, সালমা ও জলীল।

❒ **মোহনপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী থেকেঃ** ইসরাফীল হোসায়েন, যুলফিকার রায়হান, নাহিদুল ইসলাম, মতীউল ইসলাম, রুকুনুযযামান, হুসাইন কবীর, সোহেল রানা, আব্দুল মান্নান, ছাদেকুল ইসলাম, গোলাম সামদানী, জালালুদ্দীন, সারোয়ার জাহান, আব্দুল জলীল, মীযানুর রহমান, জোবায়দুর রহমান, আনোয়ার হোসায়েন, শাহীন আক্তার, আশরাফুল করীম, আলমগির ও জাহাঙ্গীর আলম।

❒ **মিয়াপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** রাসেল, রুবেল, শিশির, সাওন, সোহেল, শিমুল, মিথুন, মিলন, সোহাগ তারেক, পলাশ, সুমন, রাজিব, অপু ও আরিফ।

❒ **গোদাগাড়ী, রাজশাহী থেকেঃ** আব্দুল ওয়াদূদ, ফারূক হোসায়েন, মাযহারুল ইসলাম, কাযী নযরুল ইসলাম, মিঠুন, সিরাজুল, আযারুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ, শফীকুল ইসলাম, মনীরুল ইসলাম। আব্দুল ওয়াদূদ, ফারূক, মুহাম্মাদ কাযী, মিঠুন, আযারুল, সিরাজুল, জাহিদুল, রানা, জলীল, সোহেল, মাযাহারুল, আব্দুল জাব্বার মুকবুল, মুরশেদ, ফারূক, উমর ও আব্দুর রহীম।

❒ **শিবগঞ্জ, বগুড়া থেকেঃ** মাহমূদুল হাসান, আব্দুর রাযযাক, মুরাদ, রেযাউল ইসলাম, ইমরান, আমীরুল, মাজেদুর, মুহাম্মাদুল্লাহ, মীযানুর রহমান, সুজন, উজ্জল, হেলাল, নযরুল ইসলাম ও সামীউল।

❒ **নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী থেকেঃ** আবু রায়হান, সাঈদ মাহবূবুর, বায়েযিদ, জলীল আহমাদ, আসাদুযযামান, নযরুল ইসলাম, দেলোয়ার, রাকিব, মাহবূবুর রহমান, যিয়াউল, মিনারুল ইসলাম, যিয়াউর রহমান, দেলোয়ার হোসায়েন, আব্দুল ওয়াদূদ, আনোয়ার হোসায়েন, মুস্তফা কামাল, ফারূক, জাহাঙ্গির আলম, আহসান হাবীব, মাইদুল ইসলাম, আব্দুল হাসিব ও মুহাম্মাদ ইমরান।

❒ **শিমুলবাড়ী মাদরাসা, সাঘাটা, গাইবান্ধা থেকেঃ** মুহাম্মাদ আরীফুর রহমান ও রাশেদুল ইসলাম।

❒ **ফুলবাড়ী হাইস্কুল, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা থেকেঃ** মুসাম্মাৎ রোযিনা আক্তার, খাদীজা আক্তার, রাযিয়া সুলতানা, রাশেদা খাতুন ও শাম্মি আখতার।

❒ **গোবিন্দগঞ্জ কুঠিবাড়ী শিশু নিকেতন, গাইবান্ধা থেকেঃ** মুহাম্মাদ তাহমীদুর রহমান, মাহমূদুর রহমান ও আব্দুল মালেক।

❒ **চাকলা উচ্চ বিদ্যালয়, নওগাঁ থেকেঃ** মুহাম্মাদ রূহুল আমীন।

❒ **খুরমা (বড়বাড়ী), সুনামগঞ্জ থেকেঃ** মুসাম্মাৎ জুনুয়ারা বেগম।

❒ **দারুল হাদীছ আহমাদিয়া বাঁকাল, সাতক্ষীরা থেকেঃ** মুহাম্মাদ আনিছুর রহমান, মুহাম্মাদ জাহিদুর রহমান ও মুহাম্মাদ মাহমূদুল ইসলাম।

❒ **কাল সরকপুর আলিম মাদরাসা দুপচাচিয়া, বগুড়া থেকেঃ** মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম ও ইলিয়াস হোসাইন।

❒ **নয়াপাড়া, জামালপুর থেকেঃ** নাজমা ও শিফা।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন)-এর সঠিক উত্তর

১. ৩৭টি সূরা আছে।
২. সূরা নাস ও ফালাককে। এর অর্থ আশ্রয় চাওয়ার দু'টি সূরা।
৩. সূরা আছর, নছর ও কাওছার। আছর-১০৩, নছর-১১০, কাওছার-১০৮।
৪. সূরা ইখলাছ ও কুরাইশ।
৫. নাবা, নাযি'আহ ও আবাসা।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তর

১. বট ও পাইকড় গাছ।
২. আম, জাম, বরই, লিচু ও জলপাই।
৩. আমলকি, কামরাঙা, লেবু, পেয়ারা ও জলপাই।
৪. নারিকেল।
৫. পাথরকুঁচি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কুরআন)

১. 'নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত'- এটি কোন্ সূরায় বলা হয়েছে?

২. পবিত্র কুরআনের অনেকগুলো নাম আছে। অর্থসহ ৫টি নাম লিখ।

৩. 'হুরূফে মুক্বাত্তা'আত' এর অর্থ কি? কুরআনের কয়টি সূরা 'হুরূফে মুক্বাত্তা'আত' দিয়ে শুরু করা হয়েছে?

৪. الم (আলিফ লাম মীম) শব্দ দ্বারা কুরআনের কয়টি সূরা শুরু করা হয়েছে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণীজগত)

১. পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ প্রাণীর নাম কি?
২. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রাণীর দৈর্ঘ্য ও ওজন কত?
৩. তিমি প্রতি ঘন্টায় কতদূর যেতে পারে?
৪. তিমি একদিনে কি পরিমাণ খাদ্য খায়?
৫. তিমির হৃদপিণ্ডের ওজন কত এবং এতে কি পরিমাণ রক্ত থাকে?

যাদু নয় বিজ্ঞান

[ভাই-বোন-এর সংখ্যা বের করার অভিনব কৌশল]

সূত্রঃ ১ম জন দ্বিতীয় জনকে মনে মনে তার ভাইয়ের সংখ্যা ধরতে বলবে, তারপর এর সঙ্গে ২ যোগ করতে বলবে। এবার যোগফলকে ৫ দ্বারা গুণ করে ফলাফলের সঙ্গে বোনের সংখ্যা যোগ করতে বলবে। সর্বমোট প্রাপ্ত ফলাফলটি ১ম জনকে জানাবে এবারে প্রথমজন দ্বিতীয় জনের ভাই-বোনের সংখ্যা বলে দিতে পারবে।

পদ্ধতিঃ সর্বমোট প্রাপ্ত সংখ্যাটিকে ৫ দ্বারা ভাগ করে যে সংখ্যাটি থাকবে। সেটি হবে বোনের সংখ্যা। আর ভাগ ফলের সাথে দুই বিয়োগ করে যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে সেটি হবে ভাইয়ের সংখ্যা।

যেমন- ধরি ভাইয়ের সংখ্যা ৪ ও বোন ৩।

$(৪+২) \times ৫+৩ = ৩৩$।

এখানে ৩৩ কে ৫ দ্বারা ভাগ করলে অবশিষ্ট থাকবে ৩। আর অপরদিকে এটাই হবে বোনের সংখ্যা। ভাগফল হ'ল ৬। এবারে ৬ থেকে (পূর্বের যোগকৃত) ২ বিয়োগ করলে ৪ হবে। আর এ ৪ জনই হবে ভাই।

* তবে বোন ৫ এর বেশী হ'লে সূত্রটি সামান্য পরিবর্তন করতে হবে।

মানহানি

-আব্দুর রাকীব
নওদাপাড়া মাদরাসা।

আজকালকার অনেক মেয়েই
অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে চলে
যুবক ছেলে দেখলে তারা
ছলাং বলাং করে।
দাবি তাদের একটি মাত্র
পরবে পোশাক এমন
যে পোশাকে সর্বপ্রথম
দেখেছিল ভুবন।
পথে ঘাটে সকাল সাঁঝে
দেখবে তোমরা যত
সুন্দরীরা চেয়ে আছে
হুতুম পেঁচার মত।
মাথায় হেড পায়ে কেড্‌স
চোখে রঙিণ সানগ্লাস
উশৃংখল এসব আধুনিকার
নেইকো মোটেও লাজ।
ছেলে নাকি মেয়ে এরা
নির্ণয় না জানি
পুরুষের শার্ট প্যান্ট পরে তারা
করছে সজাতির মানহানি।

***

আহলেহাদীছ বীর

-আবু সাঈদ
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

আমরা আহলেহাদীছ বীর
অন্যায় কাজ দেখলে মোরা
থাকিনা স্থির।
কুরআন-হাদীছ বুঝেও যারা
বলে সেটা মন্দ
তাদের মত এই জগতে
নেইকো কোন ভণ্ড।
ভণ্ড পীরের দল-বলেরা
করছে বাজে কাজ
তাদের কথাই শুনে শুনে
নষ্ট হয় সমাজ।
যেখানে সেখানেই থাক না কেন
ভণ্ড পীরের ভীড়
সবগুলোকে ভেঙ্গে ফেলব
মোরা আহলেহাদীছ বীর।

***

জিহাদী জোশ

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

নাই কি তোর জিহাদী জোশ
ঈমানী তলোয়ার হাতে?
মুসলিম হয়েও ভীরুর মত
মার খাস বারে বারে।
সোনামণি সৈনিক হয়েও
হারিয়ে ফেললি বল
একটু খানি বাধা এলেই
দেখাস নানান ছল।
বাতিলেরা আজ জোট বেঁধেছে
কত শক্তি কত বলে
তবু কি তুই ঘুমিয়ে রইবি
দুনিয়াদারীর ছলে?
ঘুম থেকে তুই উঠরে জেগে
তলোয়ার ধর আজি,
মরলে তুই হবি শহীদ
বাঁচলে হবি গাযী।

***

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(১৬৮) বারিল্লা দাখিল মাদরাসা (বালক) শাখা, মান্দা, নওগাঁঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা খুশবুর আলী
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মকবুল হোসাইন
সহ পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ফযলে রাব্বী
সহ পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ সিরাজুল ইসলাম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ তোফাযযল হোসাইন
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ আব্দুল ওয়াহ্হাব
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার ঃ আব্দুল ওয়াহ্হাব আলী
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ মাস'উদ পারভেজ।

(১৬৯) বারিল্লা দাখিল মাদরাসা (বালিকা) শাখা, মান্দা, নওগাঁঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ হাফেয মুহাম্মাদ ইদরীস আলী
উপদেষ্টা ঃ হাফেয নাযিমুদ্দীন
পরিচালিকা ঃ নাদিরা বেগম
সহ পরিচালিকা ঃ নাসিমা খাতুন
সহ পরিচালিকা ঃ মাহমূদা খাতুন
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুরশিদা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ নারগিস পারভীন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মারুফা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার ঃ ফরিদা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদিকা ঃ আম্বিয়া খাতুন।

(১৭০) তারাকুল (দঃপাড়া) আহলেহাদীছ জামে' মসজিদ (বালক) শাখা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাটঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহেদ আলী
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আবু নাছের
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আবু যাহের
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ রিপন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার ঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শিবলু।

(১৭১) আহলেহাদীছ জামে' মসজিদ (বালক) শাখা, কালাই, জয়পুরহাটঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ শাহাজান আলী
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মাস'উদুর রহমান
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আরাফাত হোসাইন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ আল-হাদী
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মতীউর রহমান
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার ঃ শের আলী
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ শরীফুল ইসলাম।

(১৭২) সন্তোষপুর (বালক) শাখা, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আমজাদ খান
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ ছাদেকুল ইসলাম
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ এরশাদ আলী
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আনোয়ার হোসাইন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ রণি
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ জনি
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার ঃ মুহাম্মাদ সবুজ
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শিমুল।

(১৭৩) সন্তোষপুর (বালিকা) শাখা, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আমজাদ খান
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ ছাদেকুল ইসলাম
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ এরশাদ আলী
শাখা কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ মুক্তা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ রেযিনা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ রওশন আরা
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার ঃ মুসাম্মাৎ বেবী
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ মুসাম্মাৎ মুন্নী।

(১৭৪) আইচপাড়া শাখা, সাতক্ষীরাঃ
প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ মাওলানা আব্দুছ ছবুর
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ ইয়ারুল ইসলাম
উপদেষ্টা ঃ বি.এম. ফিরোয
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ হাসানুজ্জামান
সহ-পরিচালক ঃ (১) আশরাফুয্যামান
(২) জাহীদ হাসান সোহাগ।
কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শাহীনুযযামান
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ নাহিদ হাসান লিটন
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ খায়রুল ইসলাম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার ঃ মেহেদী হাসান
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মহিবুল্ল্যাহ্।

(১৭৫) কাকিয়ারচর (মধ্যপাড়া) বালক শাখা, বুড়িচং, কুমিল্লাঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা আব্দুর রহীম
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মোমেন
পরিচালক ঃ রহমতুল্লাহ
কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আমীর হোসাইন
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ খলীলুর রহমান
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ লোকমান
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার ঃ আলমগীর
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ হাসান।

(১৭৬) কাকিয়ারচর (মধ্যপাড়া) বালিকা শাখা, বুড়িচং, কুমিল্লাঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা আব্দুর রহীম
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মোমেন
পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ যয়নাব
কর্মপরিষদ সদস্যা ঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ তাসলীমা

২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ শরীফা
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ জান্নাতুল ফেরদাউস
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার ঃ রাবেয়া
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদিকা ঃ সুফিয়া।

(১৭৭) কোরপাই (এতিম খানা) শাখা, বুড়িচং, কুমিল্লাঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ যহীরুল ইসলাম
উপদেষ্টা ঃ যাকির হোসাইন
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আলী হোসাইন
কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আব্দুল ক্বাদের
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ আমীর হোসায়েন
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ শরীফ হোসায়েন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার ঃ রাসেল
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ আব্দুর রহীম।

(১৭৮) কাকিয়ারচর (পূর্বপাড়া) বালক শাখা, বুড়িচং, কুমিল্লাঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম
উপদেষ্টা ঃ হাবীবুর রহমান
পরিচালক ঃ সাইফুল ইসলাম
কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মোরশেদ
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ নযরুল ইসলাম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ শাখাওয়াত হোসায়েন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার ঃ আবু ইউসুফ
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ শাহাদাত হোসায়েন।

(১৭৯) বিনাই আহলেহাদীছ জামে' মসজিদ শাখা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাটঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ ইয়াকুব আলী
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ এরফান আলী
কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ ওমর ফারূক
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ আবু হাসান আলী
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ আব্দুল জলীল
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার ঃ এরশাদ।

(১৮০) আল-মারকাযুল ইসলামী কালদিয়া (বালক) শাখা, বাগেরহাটঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা আহমাদ আলী
উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ
পরিচালক ঃ হাফেয মুহাম্মাদ ইসমাঈল
সহকারী পরিচালক ঃ ডাঃ মুহাম্মাদ শাফা'আত কবীর
কর্মপরিষদ ঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ তাজুল ইসলাম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ফুরক্বানুদ্দীন
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ আল-আমীন হোসাইন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার ঃ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ মামুন বিল্লাহ।

সোনামণি প্রশিক্ষণ

(ক) গত ৩১ মার্চ রাজশাহী মহানগরীর বায়তুল আমান জামে' মসজিদে কাজিরগঞ্জ ও হাতেম খাঁ এলাকার সোনামণিদের নিয়ে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন সোনামণি রাজশাহী যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। উক্ত প্রশিক্ষণে সোনামণি সংগঠনের নামকরণ, মূলমন্ত্র ও লক্ষ-উদ্দেশ্যের উপর হাফেয ইদরীস আলী, সোনামণি সহ-পরিচালক, রাজশাহী যেলা; ওযূ ও ছালাতের উপর মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান যুগ্ম আহবায়ক, রাজশাহী যেলা যুবসংঘ; সাধারণ জ্ঞানের উপর যিয়াউল ইসলাম, সোনামণি সহ-পরিচালক রাজশাহী মহানগরী; পর্দা করার সুফল, কথা বলার আদব কায়েদাহ ও যাদু নয় বিজ্ঞানের উপর মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি, অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণের উপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ৬ জন ছেলে ও ৬ জন মেয়েকে বিজয়ী হিসাবে পুরস্কৃত করা হয়। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন মুস্তাফিযুর রহমান সহ-পরিচালক, সোনামণি, রাজশাহী মহানগরী। উল্লেখ্য, প্রায় ৮০ জন সোনামণি প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করে।

(খ) গত ১৩ই এপ্রিল রোজ বৃহস্পতিবার রাজশাহী যেলার বাঘা থানার গঙ্গারামপুর মণিগ্রাম আহলেহাদীছ জামে' মসজিদে বাদ মাগরিব প্রায় ৭০ জন সোনামণির উপস্থিতিতে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৪ এপ্রিল বাদ ফজর বলিহারে ৫০ জন, ও বাদ জুম'আ গঙ্গারামপুর-মণিগ্রাম জামে' মসজিদে ৪০ জন এবং বাদ মাগরিব বাউশা হেদাতীপাড়ায় ৫০ জন সোনামণি ও যুবক ও ৩০ জন মহিলাদের নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি আল্লাহ্র হক, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হক, পিতা-মাতার হক, আত্মীয়-স্বজনের হক, প্রতিবেশীর হক, নেতা ও বড়দের হক, সকল মুসলমানের হক ও একজন মুসলমানের প্রতি অন্য একজন মুসলমানের ৬টি হক ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন।

উক্ত প্রশিক্ষণে রাজশাহী যেলা যুবসংঘের যুগ্ম আহবায়ক ও সদস্য ওবাইদুর রহমান ও আব্দুল মুহাইমিন সংগঠনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন।

উল্লেখ্য যে, প্রধান অতিথি গঙ্গারামপুর-মণিগ্রাম আহলেহাদীছ কেন্দ্রীয় জামে' মসজিদে এবং আব্দুল মুহাইমিন পূর্বপাড়া জামে' মসজিদে জুম'আর খুৎবা দেন।

জোনাকী হোটেল এণ্ড রেস্টুরেন্ট

আমরা সকাল, দুপুর ও রাত্রের উৎকৃষ্টমানের খাবার পরিবেশন করে থাকি। ভাত, বড় মাছ, ছোট মাছ, খাশির মাংশ, মুরগির মাংশ, বিভিন্ন প্রকারের শাক-সবজি, বিভিন্ন প্রকারের ভর্তা, বিভিন্ন প্রকারের ডাল, পরিবেশন করি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য প্যাকেট খাবারও সরবরাহ করে থাকি।

পরিচালনায়ঃ আব্দুর রহমান
পদ্মা হোটেলের নিচে, গণকপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

স্বদেশ-বিদেশ

বাংলাদেশে ভারতীয় মুদ্রার অবাধ লেনদেনঃ সীমান্ত এখন উন্মুক্ত

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ভারতীয় রূপি-র অবাধ লেনদেন চলছে। তাও আবার সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ হিসাবে ভারতীয় রূপি দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশে ভারতীয় রূপি-র লেনদেনের অবিশ্বাস্য দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করা গেছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর দিনাজপুরের হাকিমপুরে 'হিলি' স্থলবন্দরে। এখানে আইন-কানূনের কোন বালাই নেই। কাস্টম্স ও ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ সেখানে নিজেদের আইন চালু করেছে। সরকারী চেকপোস্ট হ'লেও সরকারের দেয়া পাসপোর্ট লাগে না সীমান্ত অতিক্রম করতে। কাস্টম্স কর্তৃপক্ষকে ২৭৫ টাকা দিলে পাসপোর্টধারী যাত্রীরা কী নিয়ে যাচ্ছে বা আসছে তা দেখার অবকাশ পান না কাস্টম্স কর্মীরা। একইভাবে 'হিলি' বন্দর দিয়ে আমদানী করা মালামাল নিয়ে প্রতিদিন শত শত ভারতীয় ট্রাক চেকপোস্ট অতিক্রম করে বাংলাদেশে ঢুকছে। ট্রাকে প্রকৃতপক্ষে কী মাল আছে বা কতটুকু মাল আছে তা যাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকলেও যাচাই করা হচ্ছে না। ভারতীয় ট্রাক বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ঢোকা মাত্র ট্রাকের হেলপার নির্দিষ্ট করে দেয়া ভারতীয় রূপি নিয়ে চেকপোস্টে ট্রাক নম্বর এন্ট্রি'র ছোট একটি কুঁড়েঘরে ঢুকছে। রূপি নিয়ে এন্ট্রি করা হচ্ছে ট্রাকের নম্বর ও অন্যান্য তথ্য। এভাবে চলছে ভারতীয় মুদ্রার অবাধ লেনদেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৩টি প্রকল্পে অনিয়ম ১৪০ কোটি টাকা লোপাট!

অনিয়ম, দূর্নীতি, ব্যাপক বিশৃঙ্খলার শিকার হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৩টি প্রকল্প। আর এতে ১৪০ কোটি টাকা লোপাটের অভিযোগ উঠেছে। পর্যাপ্ত তদারকির অভাব, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন, প্রকল্প তৈরি, তদারকি ও পরিচালনায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাবে গুরুত্বপূর্ণ এসব প্রকল্প শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখার পরিবর্তে মুষ্টিমেয় কর্মকর্তার বিলাসবহুল জীবন-যাপনের উৎসে পরিণত হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সূত্রসমূহ জানায়, মন্ত্রণালয়, ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ ও প্রকল্প পরিচালকদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রকল্পগুলোকে মূলতঃ বেহাল দশায় এনে দাঁড় করিয়েছে। সেই সঙ্গে পরিণত করছে অনিয়ম, দূর্নীতি আর লুটপাটের অভয়ারণ্যে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্প, নির্বাচিত কলেজ সমূহের উন্নয়ন (সরকারী ও বেসরকারী), ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সরকারী ও বেসরকারী) উন্নয়ন প্রকল্প, ১৬টি সরকারী কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটের উন্নয়ন, নির্বাচিত সরকারী কলেজে কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালুকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প ও নতুনভাবে জাতীয়করণকৃত সরকারী মহিলা কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প, নির্বাচিত ৩৬৫টি বেসরকারী কলেজের উন্নয়ন প্রকল্প, বৃহত্তর সিলেট, ফরিদপুর এবং উত্তরবঙ্গের কোন উপযুক্ত স্থানে একটি করে তিনটি সরকারী টিটিসি স্থাপন ও উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রকল্প, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সদরে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রকল্প, নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালুকরণ ও সম্প্রসারণ (সরকারী ও বেসরকারী) প্রকল্প, স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য পুরাতন জেলা সদরে অবস্থিত সরকারী কলেজের বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প এবং মেহেরপুর জেলায় মুজীবনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজসহ শিক্ষা কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা প্রকল্প।

সরকারী অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি উল্লিখিত প্রকল্পগুলোর কাগজপত্র পরীক্ষা করে প্রাথমিকভাবে ১৪০ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম দেখতে পায়।

ব্যাংক থেকে সরকারের রেকর্ড পরিমাণ ঋণ গ্রহণ ॥ আভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারী খাতের অংশ হ্রাস

ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে বেসরকারী খাতের ঋণ প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় মোট আভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারী খাতের অংশ ৭২.৫ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে ৬৪ শতাংশে নেমে এসেছে। বিগত অর্থবছরের প্রথমার্ধের তুলনায় চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে সরকারের নীট ঋণগ্রহণ ৪৩.৫ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ে সঞ্চয় পত্রের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে সরকারের সরাসরি ঋণ গ্রহণ বেড়েছে ৩৬ শতাংশ। রাজস্ব আদায়ে মারাত্মক ঘাটতিতে সৃষ্ট অর্থায়ন সংকট এবং দুর্বল বেসরকারী বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে বাজারকে চাঙ্গা রাখতে গিয়ে সরকারকে এ বিপুল অংকের ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) তৈরী 'বাংলাদেশের উন্নয়নের সমসাময়িক ইস্যু' শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনে মুদ্রা খাতের উন্নয়ন পর্যালোচনায় বলা হয়, ১৯৯৬ অর্থবছরে আভ্যন্তরীণ ঋণের সম্প্রসারণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হবার পর সরকার এক্ষেত্রে মাঝারি ধরনের সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করে আসছিল। ১৯৯৭, '৯৮ ও '৯৯ অর্থবছরে আভ্যন্তরীণ ঋণ যথাক্রমে সাড়ে ১৩, ১২.৬ এবং ১৩.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে এ সময়ে সরকারী খাতের ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ বেসরকারী খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশী ছিল। বিবেচ্য ৩ বছরে বেসরকারী খাতের গড় ১৩ শতাংশ ঋণ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে সরকারী খাতের ঋণ বৃদ্ধি পায় ২১.৩৪ শতাংশ। এরপরও উল্লেখিত ৩ অর্থবছরে আভ্যন্তরীণ ঋণের ৭২ শতাংশ বেসরকারী খাতে ছিল। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে এসে অবস্থার বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে যায়। এ সময় আভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পায় ৭.৪ শতাংশ। এর মধ্যে সরকারী খাতের ঋণ ২২.৩ শতাংশ (জুন '৯৯ এর তুলনায়) বৃদ্ধি পেলেও বেসরকারী খাতের ঋণের স্থিতি ৫.২ শতাংশ হ্রাস পায়। ফলে ১৯৯৯ অর্থবছরের শেষে মোট আভ্যন্তরীণ ঋণের ৭২.৫ শতাংশ যেখানে বেসকারী খাতে ছিল সেখানে ২০০০ অর্থবছরের প্রথমার্ধ শেষে বেসরকারী খাতের ঋণের অংশ ৬৪ শতাংশে নেমে আসে।

জাল সার্টিফিকেট ❐ দেশজুড়ে কাজ করছে বিশাল চক্র

জাল সার্টিফিকেট বা শিক্ষাগত সনদপত্র তৈরীর সদর দফতর রাজধানী ঢাকায়। এর বাইরে চট্টগ্রাম ও অন্যান্য বিভাগীয় শহরগুলোতে জাল সার্টিফিকেট কারবারী চক্রের যে বিশাল নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে রয়েছে তার নিয়ন্ত্রণকারী গডফাদাররাও ঢাকায় বসবাস ও বিলাসী জীবন-যাপন করছে। তারা এখন

প্রভাবশালীদের দলভুক্ত। সম্প্রতি সিআইডি পুলিশের পৃথক দু'টি টিম রাজধানীর ফকিরাপুল এবং চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানা এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৮ হাযার জাল সার্টিফিকেট ও মার্কশিট আটকের পর এ বিষয়ে নানা ধরনের চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, সার্টিফিকেট জালকারী চক্র এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। যার ফলে বোর্ড অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরূপ সার্টিফিকেট তৈরী করে সংঘবদ্ধ চক্রটি লাখ লাখ টাকা উপার্জন করছে অবৈধভাবে। একই সূত্রে আরো জানা যায়, গত ৫ এপ্রিল বুধবার ভোরে সিআইডি পুলিশের একটি টিম চট্টগ্রামের মেহেদীবাগ এলাকা থেকে ৫০০০ জাল সার্টিফিকেটসহ মোকাম্মেল হোসেন নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে। জাল সার্টিফিকেটের পাশাপাশি জাল স্ট্যাম্প তৈরীর আধুনিক যন্ত্রপাতিও রাজধানী থেকে পুলিশ ইতিপূর্বে উদ্ধার করে।

এডিবি প্রতিবছর বাংলাদেশকে আড়াই হাযার কোটি টাকা ঋণ দেবে

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে উন্নয়নশীল বিশ্বের সদস্য হিসাবে বাংলাদেশই সর্বপ্রথম 'দারিদ্র্য বিমোচনে অংশীদারিত্ব' সম্পর্কিত এক চুক্তি সই করেছে গত ৩রা এপ্রিল ২০০০। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রায় আড়াই হাযার কোটি টাকা এডিবি'র ঋণ সহায়তা পাবে। এ চুক্তিতে ২০০৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসরত মানুষের হার বর্তমানের ৪৬ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশে এবং ২০১০ সালের মধ্যে ২৫ শতাংশে কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া স্কুলে না যাওয়া ৫০ শতাংশ শিশুকে ২০০৫ সালের মধ্যে স্কুল মুখী করে ২০১০ সালের মধ্যে নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়ারও প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে এ চুক্তিতে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী জনগণের বন্ধু পুলিশ বাহিনী যে পথে

(১) ডলার ছিনতাইয়ে পুলিশঃ গত ২৫শে এপ্রিল মঙ্গলবার রাজধানীতে ডলার ছিনতাইয়ের অভিযোগে পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও একজন চাকুরীচ্যুত নায়েক গণধোলাইয়ের শিকার হয়েছে। জানা গেছে গত ২০ এপ্রিল ঐ ২ ব্যক্তি সহ মোট ৩ জন জনৈক তোবারক হোসাইন খসরু (২২) নামের এক যুবকের নিকট থেকে ২৪ শ' ডলার ছিনতাই করেছিল। গ্রেফতারকৃত এসবির সাব-ইন্সপেক্টরের নাম হচ্ছে এম এ ফাত্তাহ। সে সিটি এসবির ডেমরা জোনে কর্মরত। অপরজন হচ্ছে পুলিশের চাকরীচ্যুত নায়েক তোতা মিয়া। ১৯৯৫ সালে অসততার অভিযোগে তাকে চাকুরীচ্যুত করা হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়- ২০ শে এপ্রিল বেলা ২টার দিকে মতিঝিলস্থ মানি এক্সচেঞ্জ থেকে খসরু ২৪ শ' ডলার নিয়ে পল্টনস্থ জনতা ব্যাংকে যাওয়ার পথে দৈনিক বাংলা এলাকায় পৌঁছলে ৩ ব্যক্তি তার রিক্সার গতি রোধ করে। যাদের মধ্যে ফাত্তাহ ও তোতা মিয়া ছিল। তারা অস্ত্র দেখায় ও ডিবির লোক বলে পরিচয় দেয়। তোতা মিয়া তাকে মোটর সাইকেলে উঠায় এবং ডিবি অফিসে নিয়ে যাবে বলে হুমকি দেয়। কিন্তু তাকে মতিঝিলের বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়ে কাকরাইলস্থ চার্চের পাশের একটি গলিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ফাত্তাহ ও অপর এক ব্যক্তি আগেই উপস্থিত হয়। তারা খসরুর নিকট থেকে ২৪ শ' ডলার হাতিয়ে নেয় এবং মামলা করার হুমকি দেয়।

এ ঘটনার পর খসরু ছিনতাইকারীদের ধরার জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকে। অতঃপর গত ২৫শে এপ্রিল দুপুরের দিকে পল্টনস্থ ঐ জনতা ব্যাংকে যাওয়ার পথে সে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটস্থ ফটোজার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের পাশের চায়ের দোকানে ঐ ছিনতাইকারীদের চা খেতে দেখে। ছিনতাইকারীদের দেখতে পেয়ে খসরু সরাসরি ব্যাংকে গিয়ে ঘটনা খুলে বললে তার পরিচিতজন সহ প্রায় শ' খানেক লোক উক্ত চায়ের দোকানে গিয়ে ফাত্তাহ ও তোতা মিয়াকে ধরে ফেলে এবং বেদম প্রহার করে থানায় সোপর্দ করে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়। উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে গ্রেফতারকৃত দুই পুলিশ সদস্যকে মুক্ত করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে তদ্বির শুরু হয়েছে। তদ্বিরকারীদের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তি, সরকারী উচ্চ পদস্থ আমলা এবং পুলিশ বিভাগের কতিপয় কর্মকর্তা রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

(২) জীবনের মূল্য ১০ হাযার টাকা! জীবনের মূল্য মাত্র ১০ হাযার টাকা। ১০ হাযার টাকা না দেয়ায় রমনা থানার এক দারোগার নির্মম নির্যাতনের শিকার কালিম (২৮) নামের এক তরতাজা যুবক গত ১৮ এপ্রিল প্রাণ হারায়। জানা গেছে গত ৭ এপ্রিল মাগরিবের ছালাতের পর কালিম বাসা থেকে বের হয়ে রাস্তায় এলে মাদকসেবী ও সন্ত্রাসী হিসাবে পরিচিত জাসু নামের পুলিশের এক ইনফর্মারের অঙ্গুলি নির্দেশে রমনা থানার সাব-ইন্সপেক্টর আব্দুল আলীম এলাকার নিরীহ যুবক কালিমকে ধরে রমনা থানায় নিয়ে যায়। যদিও ঐ থানা বা অন্য কোন থানায় তার বিরুদ্ধে কোন মামলা ছিল না। কালিমের মা ও এক দুলাভাই রাতে থানায় গিয়ে কালিমের অপরাধ জানতে চাইলে পুলিশ জানায় যে, তার মানিব্যাগ থেকে হেরোইন সেবনের একটি পাইপ পাওয়া গেছে। এসময় এসআই আব্দুল আলীম কালিমের পরিবারের নিকট ১০ হাযার টাকা দাবী করে। আর এ ১০ হাযার টাকা না দেয়াই ছিল কালিমের মৃত্যুর কারণ। ৫৪ ধারায় কালিমের গ্রেফতার দেখিয়ে তিন দিনের রিমাণ্ডের আবেদন জানিয়ে সিএমএম কোর্টে প্রেরণ করা হয় পরের দিন ৮ই এপ্রিল। এরই মধ্যে কালিমকে রাতে থানায় বেদম প্রহার করা হয় মিথ্যা কথা স্বীকার করার জন্য। শারীরিক অবস্থা দেখে আদালত তাকে রিমাণ্ডে না দিয়ে ঐ দিনই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করে। অতঃপর গত ১৮ এপ্রিল সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

(৩) বিচিত্র ইজারা! ব্যাংক পাড়ার কয়েকটি পয়েন্টে ছিনতাইয়ের জন্য পুলিশের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছিল তিন ছিনতাইকারী। ইজারার মূল্যমান মাসে ১৪ হাযার টাকা। বিনিময়ে ছিনতাই করার অনুমতি দিয়েছিল মতিঝিল থানার দুই দারোগা। গত ১৮ই এপ্রিল মঙ্গলবার তিন ছিনতাইকারী গ্রেফতারের পর এ তথ্য বেরিয়ে আসে। মতিঝিল সোনালী ব্যাংক কর্পোরেট শাখার পাশ থেকে হান্নান, জলীল ও দুলাল নামের এই তিন পেশাদার ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করে মতিঝিল থানার দারোগা নযরুল। গ্রেফতারের পর তিন ছিনতাইকারী তাদের গ্রেফতারের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করে। তারা দারোগাকে জানায় মতিঝিল থানার দুই দারোগার সাথে তাদের চুক্তি হয়েছে। দুই দারোগা ও তাদের দুই সোর্সকে তারা মাসে

১৪ হাযার টাকা দিয়ে থাকে। বিনিময়ে ব্যাংক পাড়ায় নির্বিঘ্নে ছিনতাই করে।

[উপরের তিন তিনটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে দেশের বর্তমান পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ববোধ সহজেই অনুমেয়। প্রতিনিয়ত এরকম হাযারো ঘটনার জন্ম হচ্ছে স্বাধীন এই ভূখণ্ডে। পত্রিকার পাতা ছোঁয়ে ক'টিইবা আমাদের নযর কাড়ে? কালিমরা, রুবেলরা এভাবেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অকালে। জনগণের নিরাপত্তার জন্য যে পুলিশ বাহিনী সে পুলিশ বাহিনীর কারণেই আজ জনগণ প্রতিনিয়ত নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। জানিনা এর শেষ কোথায়? স্বাধীনতার তিন দশকের মাথায়ও কি জনগণের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ফিরে আসবেনা? সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ ভেবে দেখবেন কি? -সম্পাদক]

পুলিশের সঙ্গে চরমোনাই সমর্থকদের সংঘর্ষ ❐ নিহত ২

গত ২১ এপ্রিল শুক্রবার নারায়ণগঞ্জ যেলার বন্দর থানা এলাকায় চরমোনাই পীরের অনুসারীদের সাথে পুলিশের দু'ঘন্টা ব্যাপী সংঘর্ষে ২ জন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়- বিকেল সাড়ে ৩টায় চরমোনাই পীরের শত শত সমর্থক দেওয়ানবাগ শরীফ উচ্ছেদের দাবীতে পূর্ব নির্ধারিত সমাবেশে যোগ দেয়। বিকেল ৪টার দিকে সমাবেশ থেকে সহস্রাধিক লোকের বিক্ষোভ মিছিল দেওয়ানবাগ শরীফ অভিমুখে যাত্রা করলে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়। মিছিলকারীরা পুলিশের বাধা অতিক্রম করে দেওয়ানবাগ শরীফের আস্তানার দিকে এগুতে থাকলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বাধে। এক পর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা দেওয়ানবাগ শরীফে হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং সংলগ্ন পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা চালায় ও আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ, পরে টিয়ারগ্যাস ও গুলি চালাতে থাকে। দু'ঘন্টা স্থায়ী এ সংঘর্ষে ২০ জন গুলীবিদ্ধ হয়। এ সময় গোটা এলাকা ভয়াবহ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। শত শত রাউণ্ড গুলি বিনিময় হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় টিয়ার গ্যাস, বোমা বিস্ফোরণ ও গুলির শব্দে গোটা এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বিশাল যানজটের সৃষ্টি হয়। শত শত যানবাহন আটকা পড়ে থাকে। গুলিবিদ্ধদের কয়েকজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ইউসুফ ও আবুল হোসেন মৃত্যুবরণ করে। পুলিশ এলাকার ৪৯ জনকে এজাহারভুক্ত করে জননিরাপত্তা আইনে সহস্রাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাস থেকে চলে আসা দেওয়ানবাগী ও চরমোনাই পীরের মুরিদদের মধ্যকার বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে এ পর্যন্ত ৫ জন নিহত হয়েছে।

মহাপ্রলয়ঃ স্রেফ গুজব

৫ই মে ২০০০-এর তথাকথিত মহাপ্রলয়কে কেন্দ্র করে বিশ্বময় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের গবেষণা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর জনসাধারণের আতঙ্কের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে অত্যন্ত সুন্দর আবহাওয়া ও শান্তিপূর্ণভাবে ৫ই মে অতিবাহিত হয়েছে। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে পৃথিবীর তাবৎ মানুষ। কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। ধারণা করা হয়েছিল সৌরজগতের ৫টি গ্রহ একই সরল রেখায় ও খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়ানোর ফলে মহাজাগতিক আকর্ষণের ফলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। ৫ই মে শুক্রবার দুপুর ২ টায় সূর্যের যেপাশে পৃথিবী ও তার উপগ্রহ চাঁদ থাকবে ঠিক তার বিপরীত দিকে অবস্থান করবে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি -এ পাঁচটি গ্রহ। অর্থাৎ সৌরজগতের প্রধান আটটি সদস্য একটি সরলরেখার উপর এসে দাঁড়াবে। আর এর ফলেই ঘটে যাবে মহাবিপর্যয়। বিজ্ঞানীদের মতে ৫০০ থেকে ২০০০ কিঃ মিঃ বেগে ঝড়, প্রায় ১০০ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছাস, ভয়াবহ ভূমিকম্প (১২ রেক্টার স্কেলে) ইত্যাদি অনেক কিছুই ঘটে যাওয়ার কথা ছিল সেদিন।

ভারতীয় জনৈক বিজ্ঞানী এই মর্মে আশঙ্কা করেছিলেন যে, ৪ঠা মে গভীর রাত থেকে ৫ই মে সকালের কয়েক ঘন্টার মধ্যে ৫ গ্রহের মহাসংযোগ ঘটবে। ৫ই মে গ্রহগুলো পৃথিবীর প্রায় ৩০ ডিগ্রী এঙ্গেলে একই কৌণিক রেখায় প্রায় বার বার অবস্থান করবে। যার ফলে এক থেকে দু'মিনিটের জন্য পৃথিবীর ঘূর্ণি বন্ধ হয়ে গিয়ে আবার চালু হবে। আর পৃথিবীর এই গতি বিরতির ফলে যদি বৃহস্পতি গ্রহ শনি থেকে এগিয়ে যায় তাহ'লে পৃথিবী উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করবে। এতে পৃথিবীর আবর্তনের সাইক্লিক অর্ডার পরিবর্তিত হয়ে যাবে। ফলে পরদিন সূর্য পূর্বদিক থেকে উদিত না হয়ে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে একমাত্র শুক্র গ্রহ ছাড়া আর সব গ্রহে সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়। শুক্র গ্রহের উল্টো আবর্তনের ফলে সেখানে সূর্য ওঠে পশ্চিমে। অবশ্য বাংলাদেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ঘূর্ণন পাল্টে যাওয়ার এ বিষয়টি সমর্থন করেননি। বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশন বলেছিল, একই সরল রেখায় গ্রহগুলোর অবস্থানের এ ঘটনা আগেও বহুবার ঘটেছে ভবিষ্যতেও ঘটবে। মানুষের জীবনে এর কোন প্রভাব নেই এবং এর ফলে পৃথিবীতেও কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটবেনা। তাছাড়া দেশের আলেম-ওলামাগণও ৫ই মে'র মহাপ্রলয় প্রসঙ্গে জনগণকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র আল্লাহ্র একান্ত অনুগত। ফলে তাদের এক রেখাতে পৌঁছে যাওয়ায় দুর্ভাবনার কিছু নেই। তাছাড়া দুনিয়ার কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ক্বিয়ামতের দিন-তারিখ নির্ধারণের ক্ষমতা নেই। ক্বিয়ামতের সঠিক সময় একমাত্র আল্লাহ্পাকই জানেন।

তবুও কে শুনে কার কথা। কল্পনার সে ক্বিয়ামতকে নিয়ে শহর-বন্দর-গ্রাম-গঞ্জ কোথাও মাতামাতির কমতি ছিল না। একশ্রেণীর ধান্ধাবাজ এ খবরকে পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করেছিল। গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল নানা ভীতি। কিছু ভণ্ড পীর তাদের মুরীদদেরকে ব্যাপক হারে নযর-নিয়াজ দেওয়ার আহ্বান জানায় এ মহাপ্রলয় থেকে মুক্তির জন্য। আয়োজন করা হয় দিনব্যাপী হালকায়ে যিকরের।

পৃথিবী ধ্বংসের আশংকায় তড়িৎ বিবাহ-শাদীর ব্যবস্থাও করা হয়। এক ঠাকুরগাঁ যেলাতেই তখন বিয়ে রেজিষ্ট্রি হয়েছিল ৭ হাযার। সেই সাথে ভাল খাবারের আয়োজন করা হয় বাড়ীতে বাড়ীতে। বিশেষ করে মিষ্টির দোকান প্রায় শূন্য হয়ে যায়। গরুর গোস্ত বিক্রি হয় রেকর্ড পরিমাণ। শ্রমজীবি মানুষ শহর থেকে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে আসে। স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজনের সাথে একসাথে মৃত্যুর প্রত্যাশায়। বিশেষ করে বেশী আতঙ্কিত হয় শিশু-কিশোররা। তারা এ সময় মায়ের কোল ঘেঁষে থাকে।

উল্লেখ্য, বৈজ্ঞানিকদের মতে নিকট অতীতে এমন ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। আবার ভবিষ্যতে এমনটি ঘটবে ২৬৭৫ সালে ২০শে মার্চ।

[প্রকৃত মহাপ্রলয়কে স্মরণ করে পরহেযগারিতা অবলম্বন করুন! -সম্পাদক]

বিদেশ

৩ জন ধনীর আয় ৪৮টি গরীব দেশের বার্ষিক আয়ের সমান

জেনেভা (ডিপিএ)ঃ বর্তমান পৃথিবীর মাত্র তিনজন ধনী ব্যক্তি এত সম্পদের মালিক, যা ৪৮টি গরীব দেশের এক বছরের আয়ের সমান। এই তিনজন ধনী পুঁজিপতি হ'লেন, আমেরিকার বিল গীটস, ওয়ারেন বুফেট্ ও পাল এলিন। জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা ইউএনডিপি এই তথ্য দিয়েছে। উক্ত ৪৮টি গরীব দেশে ৬০ কোটি মানুষ বসবাস করে। যা বর্তমান পৃথিবীর এক দশমাংশের সমান।

গত ৩রা এপ্রিল জেনেভাতে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে উক্ত সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উক্ত বিষয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল।

[শোষণের হাতিয়ার সূদকে বাঁচিয়ে রেখে যত আলোচনাই করা হৌক না কেন, বাস্তবে তা কোন কাজে আসবে না। এই শোষণযন্ত্র নিশ্চিহ্ন করার দায়িত্ব ছিল যে মুসলমানের, সেই মুসলমানেরাই এখন সূদখোরদের কাতারে শামিল হয়ে গেছে। অতএব আর কালক্ষেপন না করে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার সিকি মুসলিম জনগণ ও তাদের সরকারী নেতৃবৃন্দ সূদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করুন। বিশ্বের নেতৃত্ব ইনশাআল্লাহ আপনাদের হাতেই।- সম্পাদক।]

বিশ্বের ৯০ লাখ বনু আদম এখন ক্রীতদাস

ব্যাংক (এএফপি)ঃ জাতিসংঘের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের হিসাব অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে ৯০ লাখ বনু আদম মানব সম্পদ চোরা-চালানীদের খপ্পরে পড়ে বিভিন্ন দেশে ক্রীতদাস হিসাবে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। বিশ্বব্যাপী এই চোরাচালানী নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে করণীয় সম্পর্কে আয়োজিত এক সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে জাতিসংঘ অপরাধ নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের এক্সিকিউটিভ ডাইরেকটরের প্রতিনিধি জন ওয়ান ডিজিক এই তথ্য প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী মানুষ বেচাকেনার এই নোংরা আদিম পেশা এখন তুঙ্গে উঠেছে। মানুষ এখন ছাগল-ভেড়ার চাইতেও নিকৃষ্টতম পন্থায় বেচাকেনা হচ্ছে। এক দেশ থেকে আরেক দেশে পাচার করার সময় কোনরূপ বিপদ দেখলে নিষ্ঠুর চোরাচালানীরা তাদেরকে অসহায়ভাবে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় সন্ত্রাসীদের সহজ শিকারে পরিণত হয় এবং প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার বিনিময়ে হেন কাজ নেই, যা তাদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয় না। তিনি বলেন, বর্তমানে ৬ লাখ ৯০ হাযার শিশু কেবল এশিয়ার মার্কেট সমূহে দাসবৃত্তি করছে। যাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই।

[ইসলামের সুন্দরতম অনুশাসন ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসন একত্রে প্রয়োগ করাই এর একমাত্র সমাধান। চিন্তাশীল সমাজ বিজ্ঞানীরা একবার এদিকে নযর দিবেন কি? -সম্পাদক।]

মোবাইল ফোনে আযান

উত্তর ইংল্যাণ্ডের প্রেস্টন শহরের এক মুসলিম পরিবার বৃটেনের ২০ লাখ মুসলমানকে ছালাতের আহ্বান জানানোর জন্য তাদের মোবাইল ফোনগুলোতে আযানের সংকেত পাঠানোর এক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। লণ্ডনের 'দ্য টাইমস' সংবাদপত্র এ খবর দিয়েছে। খবরে বলা হয়, মসজিদের মুয়ায্যিনের আযান দেয়ার রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রেস্টন থেকে আযানের সংকেত বহনকারী একটি শব্দগত বার্তা মুসলমানদের মোবাইল ফোনগুলোতে দেয়া হবে।

অনলইন আযানের বিষয়টি বৃটেনের 'মুসলিম কাউন্সিল' এবং 'ল্যাংকাশায়ার মসজিদ কাউন্সিল' অনুমোদন করেছে। এ আযান পাওয়া যাবে মুসলিম ওয়েব সাইট- WWW. PATELS CORNER SHOP. COM- এ।

ভারতে প্রতি ঘন্টায় একজন মহিলা ধর্ষিত হয়

ভারতের আইন কমিশনের একটি রিপোর্ট দেশের যৌন নিপীড়ন বৃদ্ধির পর ভারতের ধর্ষণ সংক্রান্ত আইনের ব্যাপক পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছে। রিপোর্টটির নযর ছিল পারিবারিক নির্যাতনের দিকে। রিপোর্টে ধর্ষণ সহ অন্যান্য যৌন নির্যাতনের মামলা বিশেষ আদালতে চালাবার আহ্বান জানানো হয়। মহিলা বিষয়ক একটি শীর্ষস্থানীয় গোষ্ঠীর আবেদনের পর রিপোর্টটির কাজ শুরু করা হয়। এ গোষ্ঠীর মুখপাত্র বলেছেন, আদালতের রক্ষণশীল মনোভাব নির্যাতন থামাবার ক্ষেত্রে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এ ব্যাপারে সবার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা উচিত। ভারতের সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি ঘন্টায় ১ জন মহিলা ধর্ষিত হয়।

আসামে মুসলমান ও মাদরাসাগুলো ক্রমবর্ধমান হামলার শিকার হচ্ছে

-ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ

ভারতের আসাম রাজ্যের রাজধানী গৌহাটিতে ৫০ হাযারের বেশী মুসলমান গত ১-৪-২০০০ ইং তারিখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা গোলযোগপূর্ণ এ অঞ্চলে কথিত পাকিস্তান সমর্থিত স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের সমর্থন করছে এই অভিযোগে তাদের হয়রানি করার জন্য ভারতের ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের অভিযুক্ত করেছেন। তারা অভিযোগ করেন যে, এ অঞ্চলে মুসলমান ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসা ক্রমবর্ধমান হামলার শিকার হচ্ছে। সমাবেশে মুসলমানরা তাদের অধিকার রক্ষায় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সারা ভারতের শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এই সমাবেশে বক্তৃতা করেন। তাঁরা বলেন, মুসলমানদের অধিকার আজ ভূলুণ্ঠিত। বিজেপি সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিভেদ ও অসন্তোষ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

এদিকে ভারতে মুসলিম সংগঠনগুলোর শীর্ষ সংস্থা 'জমঈয়তে-উলামা-ই-হিন্দ'-এর প্রধান মাওলানা আসাদ মাদানী অভিযোগ করেন যে, ভারতের ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি ও মিত্র গ্রুপগুলো এ অঞ্চলে অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে মাদরাসাগুলোকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থির করেছে। তিনি বলেন, মাদরাসাগুলোকে পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা-র 'আশ্রয়স্থল' হিসাবে অভিহিত করা একেবারেই অন্যায় ও অপমানজনক।

ইউরোপীয় কাউন্সিলে রাশিয়ার সদস্যপদ বাতিল

চেচনিয়ায় মানবাধিকার লংঘনের দায়ে ইউরোপীয় কাউন্সিলের ৪১টি সদস্য রাষ্ট্র গত ৬ই এপ্রিল ২০০০ ইং তারিখে ভোটাভুটির মাধ্যমে কাউন্সিল থেকে রাশিয়ার সদস্যপদ বাতিল করে

দিয়েছে। মস্কো এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে ইন্টারফ্যাক্স বার্তা সংস্থা জানায়, মস্কো বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। তবে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক কোন প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। ভোটাভুটির সময় উপস্থিত ১৮ জন রুশ কূটনৈতিক ওয়াকআউট করেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান মেরি রবিনসন ঘলেন, এ সপ্তাহের (১-৭ এপ্রিল) প্রথমদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী চেচনিয়া প্রজাতন্ত্রে রুশ বাহিনী চরমভাবে মানবাধিকার লংঘন করেছে। অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে সদস্য বাতিলের জন্য কাউন্সিলে এটাই প্রথম ভোটাভুটির ঘটনা। এর আগে স্বৈরশাসনের অভিযোগে ১৯৬৯ সালে কাউন্সিলের সদস্য পদ থেকে গ্রীসকে বাদ দেয়ার জন্য ভোট অনুষ্ঠানের পূর্বেই গ্রীস নিজেকে কাউন্সিল থেকে প্রত্যাহার করে নেয়।

আফ্রিকার দেড় কোটি লোক চরম দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন

ইথিওপিয়া সরকার সেদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ৮০ লাখের মত লোক সেখানে চরম দুর্ভিক্ষাবস্থার মুখোমুখি। ইথিওপিয়ার ক্ষমতাসীন কোয়ালিশন বলেছে যে, তিন বছরের খরা পরিস্থিতির কারণে দুর্ভিক্ষ কবলিত দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাগুলোতে এক লাখ টন খাদ্য সাহায্য পাঠানো হবে। 'দ্য ইথিওপিয়ান পিপলস রেভুলিউশনারী ডেমোক্রটিক ফ্রন্ট' (ইপিআরডিএফ) জানিয়েছে, খাদ্যশস্য বিতরণে সরকার ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান ত্রাণ বিতরণে ব্যাপক অনিয়মের জন্য ইথিওপিয়া সরকারের সমালোচনা করেন। আনান আরো বলেছেন, ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ার মধ্যকার সীমান্ত যুদ্ধের কারণেও দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে।

জাতিসংঘের যরূরী ত্রাণ উপসমন্বয়কারী ক্যারোলিন ম্যাক আসকি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ইরিত্রিয়া, সোমালিয়া, আফ্রিকা অঞ্চলের অপর বেশ কয়েকটি দেশেও খড়া, লড়াই এবং উদ্বাস্তু আগমনের ফলে অব্যাহত অস্থিতিশীলতার কারণে খাদ্য মজুদ শেষ হয়ে যায়। এই সংকটের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের এবং প্রয়োজনীয় ত্রাণ কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর প্রধান ক্যাথেরাইন বার্টিথিকে তার বিশেষ দূত হিসাবে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে ঐ অঞ্চল সফর করার আহ্বান জানিয়েছেন।

জাতিসংঘ বলেছে, দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে বেশী ঝুঁকির সম্মুখীন ৭টি দেশের ১ কোটি ২৪ লাখ লোককে ৩ লাখ ৭১ হাযার মেট্রিক টন খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তা দিতে ২০ কোটি ৫০ লাখ ডলার প্রয়োজন।

পিতামাতার শারীরিক শাস্তির বিরুদ্ধে বৃটেনের শিশুদের অভিযোগ

প্রায় ১শ' বৃটিশ শিশু-কিশোর গত ১৫ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের বাসভবনে গিয়ে তাদের পিতামাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে। পিতামাতা চড়-থাপ্পড় মেরে তাদের যে শারীরিক শাস্তি দিয়ে থাকে, এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য তারা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানায়। নিউ ক্যাসলস-এর স্থানীয় ১৬ বছরের কিশোর জেমস এণ্ডারসন বলেন, আমরা যা বলতে চাচ্ছি তা হ'ল চড়সহ যে কোন ধরনের শারীরিক শাস্তি আইনের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালে বৃটিশ স্কুলগুলোতে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা হয়।

মুসলিম জাহান

সঊদী আরবে ইসলামী শরী'আ আইন অব্যাহত থাকবে

-সঊদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সঊদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স নায়েফ বিন আব্দুল আযীয সে দেশের মানবাধিকার লংঘনের ব্যাপারে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল যে অভিযোগ এনেছে তা নাকচ করে দিয়ে বলেন, রিয়াদ কঠোর ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বহাল রাখবে। তিনি বলেন, ইসলামী শরী'আয় মানবাধিকার আইন যথার্থভাবেই বিদ্যমান। পৃথিবীতে এমন কোন আইন নেই যা ইসলামী শরী'আ আইনের চেয়ে বেশী মানবাধিকার সংরক্ষণ করে। সঊদী আরবে মানবাধিকার লংঘনের ব্যাপারে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ২৮ মার্চ ২০০০ যে অভিযোগ করেছে প্রিন্স নায়েফ তার তীব্র সমালোচনা করেন। নায়েফ আরও বলেন, এ ব্যাপারে আমরা অ্যামনেস্টির সঙ্গে আলোচনা করতে পারি। আমরা মানবাধিকার রক্ষা এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই শরী'আ আইনের প্রয়োগ করি। অপরাধীর অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হ'লে আমরা তাদের ক্ষমাও করি।

নায়েফ রাজতান্ত্রিক সঊদী আরবে মানবাধিকার লংঘন হচ্ছে কি-না তা তদন্ত করে প্রমাণ করার জন্য অ্যামনেস্টির প্রতি আহ্বান জানান। অ্যামনেস্টি আনীত মানবাধিকার লংঘনের সব অভিযোগ সঊদী আরব নাকচ করে দিয়েছে। নায়েফ সঊদী আরবের বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করায় অ্যামনেস্টির সমালোচনা করেন।

নওয়াজ শরীফের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

পাকিস্তানের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে করাচীর একটি সন্ত্রাস দমন আদালত বিমান ছিনতাই ও সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। আদালত নওয়াজ শরীফের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেয়। বিমানের যাত্রীদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য ২০ লাখ রূপি (৩৭ হাযার ডলার) জরিমানারও নির্দেশ দেয়। এছাড়াও তাকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং জরিমানা অনাদায়ে ৫ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। গত বছর ১২ অক্টোবর এক সামরিক অভ্যুত্থানে নওয়াজ শরীফ ক্ষমতাচ্যুত হন। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে তার বিচার কাজ সম্পন্ন হ'ল। হত্যার অপচেষ্টা ও অপহরণের অপর দু'টি অভিযোগ থেকে তাকে খালাস দেয়া হয়। একই মামলায় বিচারাধীন নওয়াজ শরীফের ছোট ভাই ও পাঞ্জাব প্রদেশের ক্ষমতাচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ ও অপর ৫ জনকে খালাস দেয়া হয়েছে। আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই মামলায় নওয়াজ শরীফকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হ'তে পারে মর্মে জল্পনা-কল্পনা চললেও শেষ পর্যন্ত তা থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন। নওয়াজ শরীফ বলেছেন, তিনি এ মামলার ব্যাপারে উচ্চ আদালতে আপীল করবেন। সন্ত্রাস দমন আদালতের বিচারক রহমতুল্লাহ

জা'ফরী রায় ঘোষণা করে বলেন, নওয়াজ শরীফ ছিনতাই ও সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তবে তিনি শরীফকে হত্যার অপচেষ্টা ও অপহরণের অভিযোগ থেকে খালাস দেন। এদিকে উক্ত রায় ঘোষণার ফলে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ধ্বনিত হয়েছে। জনাব শরীফের স্ত্রী তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, এটি একটি ব্যক্তিগত আক্রোশ। তিনি এ ব্যাপারে সেনাবাহিনী প্রধানকে দায়ী করেন। তিনি আরো বলেন, নওয়াজ শরীফের মনোবল উন্নত রয়েছে। আমি মনে করি আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন। জনাব শরীফ মৃত্যুদণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস সন্তোষ প্রকাশ করে তার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভিত্তিক করার আহ্বান জানিয়েছে। অপর পক্ষে নওয়াজ শরীফকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করায় বৃটেন ক্ষুব্ধ হয়েছে।

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদে-কে তাঁর সহকর্মীরা 'শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক' নির্বাচিত করেছেন। জনাব উদে সাদ্দাম-কে তাঁর অভিনব ও ব্যতিক্রমধর্মী ভূমিকা, ইরাকের প্রচারমাধ্যম গুলোর সেবামূলক কাজে তার বলিষ্ঠ অবদান এবং এসব ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সততা রক্ষা ও দায়িত্বশীল বক্তব্যের জন্য এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। ইরাকের ৭০২ সদস্য বিশিষ্ট সাংবাদিক ইউনিয়নের ৬শ' ৭৮ জন সাংবাদিক উদে-কে এই বিরল সম্মানে ভূষিত করার পক্ষে ভোট দেন। জনাব উদে গত ১৭ এপ্রিল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রধান হিসাবেও পুনঃনির্বাচিত হন। উল্লেখ্য ৩৫ বছর বয়সী উদে গত মার্চের শেষের দিকে প্রথমবারের মত ইরাকী পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন।

সঊদী আরবে শিরোচ্ছেদ

সঊদী আরবে এক ইন্দোনেশীয় মহিলাকে হত্যা করার অপরাধে ফিলিপাইনের জনৈক ঘাতককে গত ১১ই এপ্রিল শিরোচ্ছেদ করে মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়েছে। ইন্দোনেশীয় অপরিচিত রিনালডো বাসিলোকে নামের এক মহিলাকে ধর্ষণ এবং তার গয়নাগাটি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার দায়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। পূর্বাঞ্চলের দাম্মামে তার দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়। এটি নিয়ে সঊদী আরবে চলতি সালে ১৬টি শিরোচ্ছেদ হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে প্রায় ৯৯ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল।

ব্রিটেনের ব্যাংকে গচ্ছিত নওয়াজ শরীফের গোপন অর্থ উদ্ধারের উদ্যোগ

পাকিস্তানের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে ব্রিটেনের ব্যাংকসমূহে জমা করা লাখ লাখ পাউণ্ড উদ্ধারের জন্য পাকিস্তানের সামরিক শাসক ব্রিটেন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করবেন বলে একজন শীর্ষ কর্মকর্তা ফারুক আদম খান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা টাকাগুলো ফেরৎ চাই। পাকিস্তানের জনগণ এর মালিক। উল্লেখ্য যে, জনাব ফারুক পাকিস্তানের ন্যাশন্যাল এ্যাকাউন্টাবিলিটি ব্যুরোর (ন্যাব) প্রাসকিউটর জেনারেল।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মশক নিধনে অব্যর্থ ফাঁদ

একজন ইসরাঈলী বিজ্ঞানী এমন একটি ফাঁদ উদ্ভাবন করেছেন যার প্রতি মশা আকৃষ্ট হবে এবং পরে এসব মশাকে মেরে ফেলা যাবে। ৬ মাস পর্যন্ত এ ফাঁদ ফেলে মশা মারা যাবে। ঐ ফাঁদে ৪টি গামবুলিয়া মাছ থাকবে। এসব মাছের আকর্ষণেই মশা ঐ ফাঁদে ছুটে আসবে। গামবুলিয়া এক ধরনের ক্ষুদ্র প্রজাতির মাছ, যা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে পাওয়া যায়। ফাঁদটি হবে ১শ' বর্গমিটারের একটি প্লাস্টিকের ট্যাংক। এটি হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। সূর্যের আলো এতে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। সেখানে গামবুলিয়া মাছ ছাড়া হবে। যখন গ্রীষ্ম আসবে তখন সেখানে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে দেয়া হবে। সাথে ঝাঁকে ঝাঁকে মশাও প্রবেশ করবে। আর মাছগুলো এসব মশা খেয়ে ফেলবে। এ ফাঁদটির মূল্য ৫৮ ডলার।

তথ্য সঞ্চয়ী ঘড়ি 'টাইমেক্স ডেটা লিংক'

টাইমেক্স ও মাইক্রোসফট নামক দু'টি সংস্থা 'টাইমেক্স ডেটা লিংক' নামক একটি ভিন্নধর্মী ঘড়ি আবিষ্কার করেছে। যার কাজ-কারবারই ভিন্নধর্মী। ঘড়িটি আলোর স্পন্দনের সাহায্যে অনেক তথ্য ধরে রাখতে সক্ষম। আবার ডেস্কটপে কম্পিউটার স্কিনের উপরে ফোটে উঠা কার্য তালিকা, ফোন বুক ইত্যাদির উপরে তাক করলে আলোক সংকেত দ্বারা তথ্যগুলো রেকর্ড ও সঞ্চিত হয়ে যাবে। তথ্য সঞ্চয়ী এই ঘড়িটি মাত্র ২০ সেকেণ্ডে ৭০টি তথ্য ধরে রাখতে সক্ষম। এ রকম একটি ঘড়ি হাতে থাকলে নোট বুকের মতই ফোন নম্বর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য খুব সহজেই ধরে রাখা যাবে এবং দরকার মত কম্পিউটারের সঙ্গে জুড়িয়ে দিয়ে সেসব তথ্য উদ্ধার করা যাবে। এ ঘড়িটির মূল্য ১৩০ ডলার মাত্র।

নিজের শরীরে এসি!

অবাক হ'লেও সত্য যে, ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিগত ফ্যান ও এয়ারকণ্ডিশনার সিস্টেম আবিষ্কৃত হয়েছে। এই এয়ারকণ্ডিশনার যন্ত্রটি আকারে একটি সাবানের মত। এটি গলায় বিশেষ কায়দায় জড়িয়ে রাখলেই দেহকে প্রচণ্ড গরম আবহাওয়া থেকে রক্ষা করা যাবে। এটি লাগিয়ে ঘোরাঘুরিও করা যাবে। এর মূল্য মাত্র ৪৯ ডলার।

জাল নোট পরীক্ষার যন্ত্র

জাপানের টোকিওর মাটসুমুরা ইলেকট্রোনিক্স কোম্পানী সম্প্রতি জালনোট পরীক্ষার জন্য একটি নির্ধারক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজ ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এই EXC-3700A ডিভাইসটির দাম প্রায় ১ লাক ৯৮ হাযার ইয়েন বা ১ হাযার ৮শ' মার্কিন ডলার। যন্ত্রটি মাত্র ০.৪ সেকেণ্ডের মধ্যে ডলার ৪৮টি বিষয় তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে এর যথার্থতা যাচাই করতে সক্ষম। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ডলার নোটের কাগজের মান, ছাপা, কালি এবং জলছাপ পরীক্ষা। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বিশ্বে প্রায় সকল ব্যাংকে এর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে আসল ডলার নোট নির্ণয়ের ব্যাপারে।

জনমত কলাম

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

কারিগরী শিক্ষিত বেকার যুবকদের ভবিষ্যৎ যে পথে

পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত অদ্যবধী যে সকল সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছে, তাদের মুখের ভাষ্যের কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। টিভি, বেতার, পত্রিকা তথা সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলির মাধ্যমে প্রায়শঃ শোনা যায়, দেশের উন্নয়নে দক্ষ জনশক্তি তৈরী ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারায় কারিগরী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই যত বেশী সম্ভব কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী সহ স্কুল-কলেজ ভিত্তিক কর্মমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষিতে দেখা যায়, একজন ছাত্রকে যন্ত্র, তড়িৎ ও কনষ্ট্রাকশনের উপর ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে তাকে যেতে হচ্ছে হয় খেতে-খামারে অথবা রিক্সা-ভ্যান নিয়ে কিছু পয়সা রোজগার করতে। গ্রামের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় এটা 'উলু বনে মুক্তা ছড়ানো' ছাড়া কিছু নয়। কারণ যন্ত্র কৌশল বিদ্যা শিখে অথবা তড়িৎ বা কনষ্ট্রাকশন-এর সাথে চাষাবাদের যেমন কোনই সম্পর্ক নাই, তেমনি উক্ত শিক্ষা নিয়ে ঘরে বসে থাকারও কোন অর্থ নাই। তাই আমি একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বর্তমান সরকার সহ সচেতন মহলের কাছে আকুল আবেদন রাখতে চাই, দেশের হাযার হাযার কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেকার যুবকদের অসহায় অবস্থা থেকে বাচিয়ে তুলুন!

❒ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
গ্রাম- করমদি, থানা- গাংণী
যেলা- মেহেরপুর।

পেনশন প্রাপ্তির বিড়ম্বনার অবসান চাই

অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য সরকারের পেনশন প্রদান কর্মকাণ্ডটি একটি জনকল্যাণকর কাজ। এটিকে আরো মঙ্গলজনক করা হয়েছে পেনশন ভোগীর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীকে একই হারে পেনশন প্রদানের মাধ্যমে। ফলে এ কথা পরিষ্কার হয়েছে যে, পেনশনের টাকা খোয়া যাবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পেনশন প্রদানে একটি নিয়ম আমাদেরকে বিব্রত করেছে। প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হ'তে হচ্ছে অনেককে। নিয়মটি হ'ল- পেনশন ভোগী নিজে পেনশন উঠাতে যেতে না পারলে তাঁকে স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছ থেকে এই মর্মে সার্টিফিকেট নিতে হবে যে, তিনি বেঁচে আছেন। কিন্তু চেয়ারম্যান ছাহেবের নিকট থেকে এ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা সবার জন্য সহজ নয়। কারণ ইউনিয়নের পরিসর নেহায়েত ছোট নয়। উক্ত বিধানটি সরকার প্রদত্ত না পেনশন প্রদানকারী অফিসার কর্তৃক নির্দ্ধারিত, জানা নেই। বিধানটি যারই হৌক, এটি যে অমানবোচিত এতে সংশয় নেই। কারণ বয়সের ভারে কর্মক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ায় সরকার কর্মচারীকে অবসর দিয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁকে পেনশন প্রাপ্তির জন্য হয়রান করা কি করে সমীচীন হ'তে পারে বুঝে আসে না। পেনশন প্রাপক ও তাঁর স্ত্রী একই দিনে মারা যাবেন, এমনটি সচরাচর হয় না। তাই পেনশন খোয়া যাবার সম্ভাবনা নেই। অথচ এর জন্য এত কড়াকড়ি করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। আবার দেখুন যারা সরকারী কাজে রত আছেন, তারা বাহক মারফত চেক পাঠিয়ে বেতন পান। এতে টাকা খোয়া যাবার প্রশ্ন নেই এবং আশংকাও নেই। আশংকা কেবল পেনশন ভোগীদের ক্ষেত্রে। জানিনা এই বিড়ম্বনার অবসান হবে কবে?

আমি মনে করি, অতি সহজ উপায়ে পেনশন প্রদান করা যেতে পারে। তা হচ্ছে পেনশন বইটিকে চেকের মর্যাদা দেওয়া। চেক মারফত টাকা প্রদানে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে বলে জানা নেই। আমার বিশ্বাস, পেনশন বইটির মাধ্যমে পেনশন প্রদান করা হ'লেও অনুরূপ কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না। পেনশন বইটিকে চেকের মর্যাদা দিয়ে পেনশন প্রদান করা হ'লেই পেনশন প্রাপকরা সব রকম বিড়ম্বনা হ'তে পরিত্রাণ পাবেন এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রতি মানবোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

❒ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং -সন্যাসবাড়ী
পোঃ- বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

জবাব দেবে কে?

এসএসসি পরীক্ষা ২০০০-এর প্রথম দিনে সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া কেন্দ্রে ৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর সব মহলই কমবেশী জানেন। শিক্ষাঙ্গণের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির জন্য শেষ পর্যন্ত অমূল্য প্রাণ দিতে হ'ল শামসুন্নাহার লিপির। হিংস্র-উগ্র জানোয়ারদের উত্তেজনার শিকার হয়ে লিপি হাতের ঘড়ি, আংটিসহ গলার চেইন খুলে দেয়। পরে বাধ্য হয়ে করুণ আবেদন জানায় তার সামনের ভদ্রলোককে– 'ভাই আমাকে বাঁচান'। লিপির এ করুণ আবেদনে আমাদের কি শরীর শিহরিয়ে উঠে না? চোখের সামনে ছাত্রীর এ অবস্থা দেখে নিশ্চুপ থাকতে না পেরে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে একই সাথে প্রাণ হারান শিক্ষিকা ফযীলা খাতুন। কিন্তু কেন এই অরাজকতা? কে বা কারা দেবে তাদের এই প্রাণের দাম?

জানা যায়, ক্ষমতাসীন দলের উগ্র যুবকরা এ অবাঞ্ছিত

ঘটনার জন্য দায়ী। নাজানি কত কষ্টে পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে বেরিয়েছে তাদের এক একটি জীবন! কিন্তু আমাদের ভাবুক মন এই ভেবেই ক্ষ্যান্ত নয় আমাদের প্রশ্ন এমন অবাঞ্ছিত ও বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য কি কর্তৃপক্ষ দায়ী নন? কেন পরীক্ষা শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক মিনিট আগে কলাপসিবল গেট খুলে দেওয়া হ'ল? আর কেনইবা কেন্দ্রীয় ভবনের নিচভাগে সিটপ্লান দেওয়া হয়নি? কে বা কারা দেবে এই হারিয়ে যাওয়া প্রাণগুলোর দাম? প্রত্যক্ষদর্শী কি আর কেউ ছিল না যে এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে? যে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা দীর্ঘদিন ধরে এ আশা লালন করে আসছে যে, ২রা মার্চ এসএসসি পরীক্ষা শুরু। তারা কি একবারও জানতে পেরেছিল ঐ দিনই হবে তাদের অন্তিম দিন। ১৯৭২ সালে দেশে যখন চরম অস্থিরতা বিরাজ করছিল সে সময় অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় মারাত্মক নকলবাজি হ'লেও সন্ত্রাস এতটা প্রাধান্য পায়নি। কিন্তু ২০০০ সালে সবাই যখন আমরা মিলেনিয়াম উদযাপনে বিভোর হয়ে আছি, তখন এমন এক ঘটনা ঘটল, যা আওয়ামীলীগ সরকারের জন্য ন্যাক্কারজনক ইতিহাস হয়ে থাকবে? আমরা যখন নারী স্বাধীনতার আন্দোলনে উঠেপড়ে নেমেছি, ঠিক সেই সময় নারীদের কোন নিরাপত্তা নেই। এই ঘটনার পর কোন অভিভাবক তার মেয়েকে কি আর নিশ্চিন্ত মনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে পারবেন? কে দেবে এসব মায়েদের চোখের প্রতিকণা অশ্রুর মূল্য? আমরা এদেশের হাযারো বোন এর জবাব চাই!

❑ তৌহীদা
সম্মান ১ম বর্ষ (বাংলা)
সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ
সাতক্ষীরা।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দিনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফ্‌ট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

এম, এস মানি চেঞ্জার
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(সিনথিয়া কম্পিউটারের পিছনে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

সংগঠন সংবাদ

নরদাশ ইসলামী সম্মেলন

গত ২রা এপ্রিল রোজ রবিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার বাঘমারা এলাকার উদ্যোগে নরদাশ হাইস্কুল মাঠে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা সভাপতি [illegible]নগর সিনিয়র মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীর অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী।

প্রধান অতিথির ভাষণে মহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে আহলেহাদীছ অধ্যুষিত অঞ্চল হ'ল রাজশাহী যেলা। আর রাজশাহী যেলার মধ্যে সবচেয়ে আহলেহাদীছ অধ্যুষিত এলাকা হ'ল এই বাঘমারা এলাকা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলে অন্যান্য মাযহাবের মতই একটা ফের্কায় পরিণত হয়েছি। অথচ আহলেহাদীছ কখনো কোন ফের্কার নাম ছিলনা। এটি একটি আন্দোলনের নাম। তিনি বলেন, আপনি যখন আহলেহাদীছ আন্দোলনকে একটি ফের্কা হিসাবে মনে করবেন, তখন আপনার মধ্যে দলীয় সংকীর্ণতা সৃষ্টি হবে। আপনার দাওয়াতের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। এক দলের কর্মী যেমন অন্য দলের কর্মীকে তার দলে আহ্বান করতে পারে না। তেমনি আপনিও স্বতন্ত্র দল হ'লে অন্য দলের কাছে আপনার দাওয়াত পৌঁছাতে পারবেন না। অথচ আহলেহাদীছ আন্দোলন মানুষকে মানুষের রচিত বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার বেড়াজাল হ'তে মুক্ত হয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র সরাসরি অনুসরণের আহ্বান জানায়। এ আন্দোলন সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলাদলি, মাযহাবী ফের্কাবন্দী ও পীর-মুরীদীর ভাগাভাগি ভুলে গিয়ে নিঃশর্তভাবে কেবলমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশকে মাথা পেতে নেওয়ার ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্য কামনা করে।

তিনি বলেন, আমাদের ইমারতের অধীনে যারা দায়িত্বশীল তারা প্রত্যেকে এক একজন দাঈ ইলাল্লা-হ। আমাদের দাওয়াতের ক্ষেত্র সকল পর্যায়ের মানুষ। যা সম্পূর্ণ দলীয় সংকীর্নতার উর্ধ্বে। তিনি কর্মীদের যাবতীয় সংকীর্ণতার

ঊর্ধ্বে উঠে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকট আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়ার উদাত্ত আহবান জানান।

উল্লেখ্য, বাদ মাগরিব মুহতারাম আমীরে জামা'আত হাইস্কুলের একটি কক্ষে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মোসলেমুদ্দীন, হাইস্কুলের হেডমাষ্টার এবং এলাকার বিভিন্ন কলেজ, মাদরাসা ও স্কুলের শিক্ষক সমন্বিত এক সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নওদাপাড়া মাদরাসার সহ-অধ্যক্ষ ও দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য মাওলানা সাঈদুর রহমান, নওদাপাড়া মাদরাসার মুহাদ্দেছ ও দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার সভাপতি অধ্যক্ষ মুজীবুর রহমান সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

গোদাগাড়ী সুধী সমাবেশ

গত ৩রা এপ্রিল সোমবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার গোদাগাড়ী এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় সুলতানগঞ্জ জামে'আ সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসার জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আবুল কাসেম মাদানীর পরিচালনায় উক্ত সুধী সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী।

প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আহলেহাদীছ আন্দোলনের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, এ আন্দোলন মূলতঃ আল্লাহ প্রেরিত হক-এর দিকে মানুষকে দা'ওয়াত দেওয়ার আন্দোলন। এ আন্দোলন শুধু আহলেহাদীছ নামীয় কিছু মানুষকে নয় বরং সকল বনু আদমকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে দা'ওয়াত দেওয়ার আন্দোলন। আল্লাহ হিন্দু-মুসলমান সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সকল মানুষের নবী। আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান সকল মানুষের জন্য একমাত্র কল্যাণ বিধান। সেই লক্ষ্যে মানবজাতিকে আহ্বানের জন্যই আহলেহাদীছ আন্দোলন। আহলেহাদীছ আন্দোলন তাই কোন গোষ্ঠীগত আন্দোলন নয়। এটি বিশ্ব মানবতার মুক্তি আন্দোলন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে প্রচলিত রাজনৈতিক পদ্ধতি ইসলাম সমর্থন করেনা। এটা পাশ্চাত্য হ'তে আমদানী করা শিরকী পদ্ধতি। অথচ অনৈসলামিক দলতো দূরের কথা এদেশের ইসলামী দলগুলোও পাশ্চাত্যের শিরকী গণতান্ত্রিক বিষবৃক্ষের ফল খেয়ে আন্দোলন করে যাচ্ছে। আর একথা ধ্রুব সত্য যে, প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আর যাই হোক না কেন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য এখানেই। অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনগুলো বাতিলের সাথে আপোষ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আর আহলেহাদীছ আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে নিঃশর্ত ভাবে মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চায়। আলোচনা শেষে মুহতারাম আমীরে উপস্থিত সুধীবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। সুধী সমাবেশ শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও সফরসঙ্গীগণ স্থানীয় খ্যাতনামা প্রবীন আলেম মাওলানা রেযাউল্লাহ (৭০) ছাহেবের সাথে সাক্ষাত করেন ও তাঁর দো'আ নেন।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার উপাধ্যক্ষ ও দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য মাওলানা সাঈদুর রহমান, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ রাজশাহী যেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মুজীবুর রহমান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

রায়পুর ইসলামী সম্মেলন

গত ১২ই এপ্রিল রোজ বুধবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার চারঘাট-বাঘা এলাকার উদ্যোগে রায়পুর স্কুল মাঠে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইসলামী সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, বাংলাদেশ সরকার দেশে প্রত্যহ ঘটে যাওয়া হত্যা, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি বন্ধ করার জন্য নতুন নতুন আইন পাশ করে যাচ্ছেন। কিন্তু কতটুকু সফল হয়েছেন বা হচ্ছেন সেটা আমাদের অজানা নয়। তিনি বলেন, দেশে প্রকৃত শান্তি আনতে গেলে মানব রচিত আইন নয়, বরং আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানের মাধ্যমে দেশ চালাতে হবে। আরবের মত বর্বর জাহেলী সমাজকে একজন মাত্র ব্যক্তি মাত্র ২৩ বছরে এমন শান্তির সমাজে পরিণত করেন, যার কোন তুলনা নেই। যে সমাজে নারীদের ইয্যতের কোন মূল্য ছিল না, সে সমাজ এমন হ'ল যে, একজন পরমা সুন্দরী যুবতী নারীও রাতের অন্ধকারে একা একা পথ চলতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সমাজে আশূরার নামে যে সমস্ত শিরক ও বিদ'আতের ছড়াছড়ি চলছে, তা থেকে

আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে। সাথে সাথে আশূরা উপলক্ষে ফেরাঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসা (আঃ)-এর শুকরিয়া স্বরূপ ৯ ও ১০ অথবা ১০ ও ১১ মুহাররম দু'টি নফল ছিয়াম পালন করতে হবে। শাহাদতে হোসায়েনের নিয়তে নয়। পরিশেষে তিনি সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্র গঠনে আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। বক্তৃতার পর তিনি তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) -এর সৌজন্যে নির্মিত রায়পুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে স্থানীয় শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবিদের নিয়ে একটি মতবিনিময় সভায় বক্তৃতা করেন।

সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাজীপুর সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ কফীলুদ্দীন। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাংগঠনিক সম্পাদক যথাক্রমে হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ সহ স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম।

ছহীহ হাদীছের উপর আমল

রাজশাহী যেলার বাঘা থানার মাহদীপুর গ্রামের ৪৭ জন মুসলমান সপরিবারে ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সঠিক পথে ফিরে এসেছেন। বর্তমানে তারা প্রচলিত মাযহাবী আমল ত্যাগ করে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন ও জোরে আমীন বলাসহ সকল ছহীহ হাদীছের উপর আমল করছেন। গ্রামের সমাজপতি ও জামে' মসজিদের ইমাম সহ সকলের প্রবল বাধাকে উপেক্ষা করে তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার আমরণ শপথ গ্রহণ করেন।

গত ১৭ মার্চ ২০০০ইং অনুষ্ঠিত পবিত্র ঈদুল আযহার ছালাতে তারা আজীবন লালিত ৬ তাকবীরের পরিবর্তে ১২ তাকবীরে পড়ার (ছহীহ হাদীছের দলীল দেখিয়ে) অনুরোধ জানিয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। অতঃপর ঈদগাহে দ্বিতীয় জামা'আতের অনুমতি চেয়েও প্রবল বাধার সম্মুখীন হন।

অবশেষে মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান নামক এক ব্যক্তির ইমামতিত্বে উল্লেখিত ৪৭ ব্যক্তি পবিত্র ঈদুল আযহার ছালাত ১২ তাকবীরে আদায় করেন। তারা এদেশের সকল মুসলমানকে অন্ধ অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসারে জীবন গড়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

মহিলা সংস্থার মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা, ঢাকা যেলার উদ্যোগে গত ৩১শে মার্চ ২০০০ ইং বিকাল ৩-৩০ মিনিটে ২২০ বংশাল রোড ২য় তলার সভাকক্ষে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে আহলেহাদীছ আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। নির্ভেজাল অহি-র বাণী ও ছহীহ হাদীছের বাস্তবায়ন ছাড়া ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি মোটেই সম্ভব নয়। কাজেই জান-মাল দিয়ে দ্বীনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চায়, এদেশকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাতে। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে মহিলাদেরকেও সমভাবে এগিয়ে আসতে হবে। ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোনদের মাঝে দা'ওয়াতী কাজের মাধ্যমে এই আন্দোলনের কাজ দ্রুত বিস্তার ঘটাতে হবে। অন্য ভাইদের মাঝেও দা'ওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সবার প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম আহ্বায়ক শায়খ শামসুদ্দীন সিলেটী ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ঢাকা যেলার গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মুয্যাম্মেল হক প্রমুখ।

সমাপ্তি লগ্নে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' ঢাকা যেলার আহবায়িকা মিসেস শামসুন্নাহার মুত্তাক্বীদের গুণাগুণের উপর বক্তব্য পেশ করেন এবং এ বিষয়ে সূরা বাক্বারাহ্র প্রথম কয়েকটি আয়াত ব্যখ্যা করেন। তিনি আরও বলেন, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়ে তোলার মধ্যেই ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নিহিত আছে।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন ঢাকা যেলার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক এস,এম মাহমুদ আলম, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ শাহীনুর, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ ফিরোজ আহমাদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোশাররফ হোসায়েন, তাবলীগ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীয, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য এস,এম হাবীবুর রহমান প্রমুখ।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/২১১)ঃ বিদ'আতীদের পিছনে ছালাত জায়েয হবে কি?

-আবুল কাসেম
সারাংপুর, গোদাগাড়ী।

উত্তরঃ বিদ'আতীদের পিছনে ছালাত আদায় করা মকরূহ। তবে নিঃসন্দেহে জায়েয। হাসান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল বিদ'আতীদের পিছনে ছালাত আদায় করা যায় কি? তিনি বললেন, তাদের পিছনে ছালাত আদায় কর। কারণ তাদের বিদ'আতের অকল্যাণ তাদের উপরে আপতিত হবে *(বুখারী ১/১৬; ইরওয়া ২/৩১০, হা/৫২৮)*। ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার থেকে বর্ণিত, তিনি ঐ সময় ওছমান (রাঃ)-এর নিকট গেলেন যখন তিনি বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন। অতঃপর বললেন, আপনি তো সবার ইমাম। আর আপনি আপনার উপর অর্পিত বিপদ লক্ষ্য করছেন। এখনতো ফিৎনাবাজেরা আমাদের ইমামতি করছে। এতে আমরা দ্বিধাবোধ করছি। একথা শুনে ওছমান (রাঃ) বললেন, মানুষের সকল কাজের মধ্যে ছালাত সর্বোত্তম। সুতরাং লোকেরা ভাল কাজ করলে তুমিও তাদের সাথে থাক। আর খারাপ কাজ করলে তাদেরকে বর্জন কর *(বুখারী ১/৯৭; ইরওয়া ২/৩১০; হা/৫২৯)*। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, বিদ'আতী ও কবীরা গোনাহগারদের পিছনেও ছালাত আদায় করা জায়েয।

প্রশ্ন (২/২১২)ঃ 'ওয়ালীমা' ও 'বৌ-ভাতে'র মধ্যে পার্থক্য কি? উপহার নিয়ে বিয়ে খেতে যাওয়া কি ঠিক? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ শফীউল আলম
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তরঃ নব বিবাহিত মুসলিম স্বামী স্বীয় নববধূকে ঘরে আনার পর দাম্পত্য জীবনের শুরুতে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া স্বরূপ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের দো'আ চেয়ে আনন্দের সাথে নিজের সাধ্যমত যে খানাপিনার ব্যবস্থা করেন, তাকে 'ওয়ালীমা' বলে। যা পালন করা সুন্নাত *(বুখারী ২য় খণ্ড ৭৭৬ পৃঃ)*।

অপরদিকে 'বৌভাত' হচ্ছে একটি হিন্দুয়ানী প্রথার নাম। যার অর্থ- হিন্দু বিবাহে বরের আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক নববধূর দেওয়া অন্ন গ্রহণ রূপ অনুষ্ঠান বিশেষ। যাকে পাকস্পর্শও বলা হয় *(সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, কলিকাতা ১৯৯১ পৃঃ ৪৬৮)*। নববধূর ছোঁয়া অন্ন বরের আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক গ্রহণের আচার বিশেষ; পাকস্পর্শ *(বাংলা অভিধান, ঢাকা বাংলা একাডেমী ১৯৯২ পৃঃ ৭৫৭)*। কাজেই মুসলমানদের বিবাহের কার্ডে বৌ-ভাত লেখা মোটেই উচিৎ নয়।

আর উপহারের ডালি নিয়ে বিবাহ খেতে যাওয়া শরীয়ত পরিপন্থী কাজ। যা বর্জনীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একাধিক বিবাহে কিংবা ছাহাবায়ে কেরামের বিবাহ-শাদীতে এরূপ প্রথা ছিল বলে জানা যায়না। ওয়ালীমার মূল উদ্দেশ্য হ'ল বর ও কনের জন্য দো'আ করা। যেমন দো'আঃ

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ

'বা-রাকাল্লাহু লাকা ওয়া বা-রাকা 'আলায়কা ওয়া জামা'আ বায়নাকুমা ফী খায়রিন'

অর্থাঃ 'আল্লাহ আপনার জন্য ও আপনার উপরে বরকত দান করুন এবং আপনাদের দু'জনের মধ্যে মঙ্গলময় মিলন দান করুন' *(তিরমিযী প্রভৃতি, সনদ ছহীহ নায়লুল আওত্বার ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩০০)*। সুন্দর একটি দো'আ বাদ দিয়ে খাবার ভাল না হ'লে রাস্তায় গালি দিতে দিতে বাড়ী ফেরা নেহায়েত অন্যায়। যা প্রমাণ করে যে, এটা উপঢৌকনের বিনিময়ে খাওয়া। তবে সাধারণভাবে মুসলমানের মধ্যে পরস্পরে হাদিয়া বিনিময় করা সুন্নাত। ওয়ালীমার সময়ও এটা করা যায় *(বুখারী ২/৭৭৫ পৃঃ)*। তবে বর্তমান যুগে প্রচলিত ওয়ালীমায় উপঢৌকনটাই প্রধান লক্ষ্য ও বিবেচ্য বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে অনেকে সেখানে খালি হাতে যেতে লজ্জা পান। বাড়ীওয়ালাও তাদেরকে খুশী মনে গ্রহণ করতে পারেন না। সেকারণ ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে উপঢৌকন প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ এটা বাদ দেওয়া উচিত এবং তার বদলে সুন্নাতী তরীকায় দম্পতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য স্রেফ দো'আ করাই কর্তব্য। হাদিয়া দিতে চাইলে এই অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে অন্য সময় গোপনে দেওয়াই উত্তম। এতে তিনি অধিকতর নেকীর হকদার হবেন ইনশাআল্লাহ। *-দ্রঃ আত-তাহরীক আগষ্ট'৯৯ প্রশ্নোত্তর ১৫/১৯০; মার্চ'৯৮ প্রশ্নোত্তর ৭/৬০।*

প্রশ্ন (৩/২১৩)ঃ মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্‌র বরাত দিয়ে কিছু আলেম প্রমাণ করেছেন ফরয ছালাত পর হাত উঠিয়ে দো'আ করা যায়। তাদের মূল দলীলঃ

عن الأسود بن عامر عن أبيه قال صَلَّيْتُ مع رسول الله الفجرَ فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ وَرَفَعَ

يَدَيْهِ وَدَعَا –

'আসওয়াদ স্বীয় পিতা আমের হ'তে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন দু'হাত উঠিয়ে দো'আ করলেন'। উক্ত হাদীছ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাওলানা ইদরীস আলী
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি মূল কিতাবে নেই। মূল কিতাবে এভাবে বর্ণিত হয়েছে عن جابر بن يزيد الاسود العامرى عن أبيه قال صَلَّيْتُ مع رسول الله (ص) الفجرَ فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ – অর্থঃ জাবের বিন ইয়াযীদ আল-আসওয়াদ আল-'আমেরী স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন' *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, বোম্বাই ভারত ১৯৭৯ 'ছালাত' অধ্যায় ১/৩০২ পৃঃ)*।

মূল কিতাবে 'দু'হাত উঠুঁ করলেন ও দো'আ করলেন' এই অংশটুকু নেই। প্রচলিত রেওয়াজ বহাল রাখতে গিয়ে কিছু সংখ্যক আলেম মূল কেতাব না দেখে কিভাবে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে ভাববার বিষয়। প্রচলিত বর্ণনায় রাবীর নাম জাবির -এর বদলে আসওয়াদ করা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত ভুল বর্ণনায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একাই হাত উঠিয়েছেন বলে প্রমাণ করছে, সম্মিলিত ভাবে নয়। *-বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী '৯৮ (৩/৪৬)*।

প্রশ্ন (৪/২১৪)ঃ কিছু কিছু ইসলামী ব্যাংকে ৫ বছরের জন্য এক লাখ দশ হাযার টাকা রাখলে প্রতি মাসে প্রায় সাড়ে এগার শত টাকা লাভ দিয়ে থাকে। এ টাকা কি শরীয়ত সম্মত হবে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলি লাভ–লোকসান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চলে এবং সেই লভ্যাংশ সঞ্চয়ীদের মধ্যে বন্টন করে বলে জানা যায়, যা শরীয়ত সম্মত।

'আলা ইবনে আব্দুর রহমান তার পিতার মধ্যস্থতায় তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, উছমান (রাঃ) তাকে (মুযারাবা'র উপর) মাল দিয়েছিলেন এ শর্তে যে, সে পরিশ্রম করবে এবং উভয়ে মুনাফা ভাগ করে নিবে *(মুওয়াত্ত্বা, বুলূগুল মারাম ২৬৭ পৃঃ হা/৮৫২ 'ক্বিরায' অনুচ্ছেদ, হাদীছটি মওকূফ ছহীহ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ২৮৫ পৃঃ)*।

সুতরাং উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী ব্যাংকগুলি যদি লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে ব্যবসা করে এবং লভ্যাংশ হিসাবে এক লাখ দশ হাযারে মাসে কমবেশী সাড়ে এগার শ' টাকা লাভ দেয়, তবে তা গ্রহণ করা শরীয়তে জায়েয হবে- ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৫/২১৫)ঃ ফেনসিডিল কি মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত? অনেকের ধারণা এগুলি পেপসি-কোকাকোলার ন্যায় এক প্রকার পানীয়। যা পান করলে শ্বাসকষ্ট দূর হয়। এ বিষয়ে জানতে চাই।

-আবুবকর ছিদ্দীক্ব
সোনাবাড়িয়া বাজার
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ফেনসিডিল নিঃসন্দেহে মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। আর সেকারণে দেশের মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর থেকে এটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সরকারও এর আমদানী-রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছে। দ্বিতীয়তঃ এটি কেবল নেশাখোররাই খায়। মুত্তাক্বী-পরহেযগার কোন ভদ্রলোকের টেবিলে এটাকে দেখা যায় না। তৃতীয়তঃ এই মরণনেশায় দেশের উঠতি যুব সমাজ যেভাবে ঝুঁকে পড়েছে ও তাদের চরম স্বাস্থ্যহানি ঘটছে, সেটাই হারাম হওয়ার অন্যতম কারণ। ইতিমধ্যে এটা খেয়ে অনেকে মারা গেছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ। এটা কখনোই 'পেপসি' নয়। স্রেফ অপপ্রচার মাত্র। এটা খেয়ে কারু শ্বাসকষ্ট দূর হ'লেও এটা হালাল হবে না।

প্রশ্ন (৬/২১৬)ঃ একটি গোরস্থান বন্যার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে, তবে কবরের চিহ্ন রয়েছে। মানুষ হরহামেশা কবরের উপর দিয়ে চলাফেরা করছে। এটা কি ঠিক? ছহীহ হাদীছ মুতাবেক জওয়াব চাই।

-মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান
ছোট বনগ্রাম, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কবরের যেহেতু চিহ্ন রয়েছে, সেহেতু কবরের উপর দিয়ে চলাচল করা অন্যায়। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবর পাকা ও চুনকাম করতে, তার উপর লিখতে এবং পায়ে দলিত করতে নিষেধ করেছেন' *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৭০৯ হাদীছ ছহীহ)*।

অতএব চিহ্ন থাকলে সে কবরের উপর দিয়ে চলাচল করা ঠিক নয়। বরং গোরস্থান সংরক্ষণের জন্য চার পাশে বেড়া দেওয়া উচিৎ।

প্রশ্ন (৭/২১৭)ঃ যমীন এক বা একাধিক বছরের জন্য ঠিকা বা ভাড়া দেওয়া কি শরীয়ত সম্মত? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মাহফূয আলম
মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ যমীন এক বা একাধিক বছরের জন্য ঠিকা বা ভাড়া দেওয়া জায়েয। হানযালা ইবনে ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, আমি রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ)-কে দীনার ও দিরহামের পরিবর্তে যমীন ভাড়া দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কোন ক্ষতি নেই (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৭৪)। =দ্রঃ আত-তাহরীক অক্টোবর'৯৭ প্রশ্নোত্তর ৪/৭।

অতএব উক্ত হাদীছের আলোকে টাকার বিনিময়ে যমীন ঠিকা বা ভাড়া দেওয়া জায়েয।

প্রশ্ন (৮/২১৮)ঃ জেনেশুনে ভুয়া কবর যিয়ারতের বিধান কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
সিহালীহাট
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ জেনেশুনে ভুয়া কবর যিয়ারত করা মূর্তিপূজার শামিল। যেমন রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَنْ زَارَ قَبْرًا بِلاَ مَقْبُوْرٍ كَأَنَّمَا عَبَدَ الصَّنَمَ –

'যে ব্যক্তি ভুয়া কবর যিয়ারত করল, সে যেন মূর্তিপূজা করল' (বায়হাক্বী, তাবারানী, গৃহীতঃ আওলাদ হাসান কান্নৌজী, রিসালাতু তাম্বীহিয যা-ল্লীন বরাতে ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, মাহে মুহাররম ও মউজূদাহ মুসলমান (লাহোর ১৪০৬ হিঃ) পৃঃ ১৫।

প্রশ্ন (৯/২১৯)ঃ বায়তুল মাল ৮ শ্রেণীতে ভাগ করার কথা কুরআনে আছে। কিন্তু বর্তমানে ৮ প্রকার লোক পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে উক্ত টাকায় ইয়াতীমখানা, রাস্তা তৈরী বা মেরামত, পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি জনহিতকর কাজ করা যাবে কি-না। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুল আযীয (মাষ্টার)
গ্রাম- আগলা, পোঃ জামিরা
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইয়াতীমরা ফক্বীর-মিসকীনদের অন্তর্ভুক্ত। সেই হিসাবে বায়তুল মালে তাদের হক রয়েছে, তারা পাবে। এতদ্ব্যতীত জনহিতকর কাজ যেমন রাস্তা বানানো, টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা, গোরস্থান নির্মাণ ইত্যাদি উক্ত টাকা দিয়ে করা যাবেনা। কারণ এগুলি বায়তুল মালের খাত নয়। অতএব যে সকল খাত এদেশে পাওয়া যায়, শুধু সে সকল খাতেই ব্যয় করতে হবে। এর বাইরে নয়।

যিয়াদ ইবনে হারেছ বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁর হাতে বায়'আত করলাম। এই সময় একটি লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে যাকাত প্রদান করুন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা যাকাত প্রদানের খাত আট ভাগে ভাগ করেছেন। তুমি তার অন্তর্ভুক্ত হ'লে প্রদান করব' (আবুদাঊদ, মিশকাত ১৬২ পৃঃ)। ইমাম আবুদাঊদ বলেন, আমি আহমাদ বিন হাম্বল হ'তে শুনেছি, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যাকাত হ'তে মৃত ব্যক্তির কাফন দেওয়া যাবে কি? তিনি বলেছিলেন, না (মুগনী ২য় খণ্ড, ৫২৭ পৃঃ)।

প্রশ্ন (১০/২২০)ঃ ঝড়-তুফানের সময় আযান দেওয়া যায় কি? এ সময় কোন্ দো'আ পড়তে হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- যাকির হোসাইন
তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া)
পোঃ সুলতানপুর
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ঝড়-তুফান বা কোন বালা-মুছীবতের সময় আযান দেওয়ার কোন প্রমাণ হাদীছে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি উক্ত সময়ে আযান দেওয়াকে বিদ'আত বলে ফৎওয়া প্রদান করেন। তবে ঝড়-তুফানের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যেত এবং তিনি বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন দো'আ পড়তেন। যেমনঃ

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَخَيْرَمَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّمَا أُرْسِلَتْ بِهِ –

১. *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা ফীহা ওয়া খায়রা মা উরসিলাত বিহী ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহা ও শাররি মা-ফীহা ওয়া শাররি মা উরসিলাত বিহী।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট এ ঝড়ের কল্যাণ কামনা করছি। যে কল্যাণ রয়েছে এর মধ্যে এবং যে কল্যাণ পাঠানো হয়েছে-এর সাথে। আর তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এ ঝড়ের অকল্যাণ হ'তে। যে অকল্যাণ এর মধ্যে রয়েছে এবং যে অকল্যাণ দ্বারা একে পাঠানো হয়েছে' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫১৩)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি বাতাস আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগমনকারী। উহা রহমত নিয়ে আসে এবং আযাব নিয়ে আসে। সুতরাং একে গালি দিয়োনা। বরং আল্লাহ্র নিকট এর কল্যাণ কামনা কর। এবং অকল্যাণ হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা কর' (আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৫১৬, হাদীছ ছহীহ)। উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বাতাসকে গালি দিয়োনা, বরং তোমরা অপসন্দ কিছু দেখলে বল-

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ –

২. আল্লা-হুম্মা ইন্না নাস্আলুকা মিন খায়রে হা-যিহির রীহে ওয়া খায়রে মা ফীহা ওয়া খায়রে মা উমিরাত বিহী ওয়া না'উযুবিকা মিন শাররে হা-যিহির রীহে ও শাররি মা ফীহা ওয়া শাররি মা উমিরাত বিহী।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট এ বাতাসের কল্যাণ কামনা করছি। যে কল্যাণ এর মধ্যে রয়েছে এবং যে কল্যাণ দিয়ে একে পাঠানো হয়েছে। আর তোমার নিকট আশ্রয় চাই এ বাতাসের অনিষ্ট হ'তে। যে অনিষ্ট এর মধ্যে রয়েছে, আর যে অনিষ্টের আদেশ করা হয়েছে' (তিরমিযী, মিশকাত হা/১৫১৮)।

৩. অন্য এক ছহীহ বর্ণনায় রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) মেঘের গর্জন শুনলে কথা-বার্তা ত্যাগ করতেন এবং নিম্নের দো'আ পড়তেন-

سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ –

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লাযী ইয়ুসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহী ওয়াল মালা-ইকাতু মিন খীফাতিহি।

অর্থঃ মহা পবিত্র সেই সত্তা যাঁর গুণগান করে বজ্র ও ফেরেশতামণ্ডলী সভয়ে' (রা'দ ১৩; বুখারী, আল-আযকার, পৃঃ ৭৯)।

প্রশ্ন (১১/২২১)ঃ বর্তমানে যুবতী রমনীদেরকে দেখা যায় পুরুষের ন্যায় পোষাক পরিধান করতে। আর শতকরা ৯৯ ভাগ ফুল প্যান্ট পরিধানকারী পুরুষ টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করে। শরীয়তে এদের বিধান কি? জানতে চাই।

-শাহীন
মহিষালবাড়ী
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মেয়েদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ ও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিনী মহিলাদের প্রতি লা'নত করেছেন' (বুখারী 'লিবাস' অধ্যায় পরিচ্ছেদ নং ৬১)। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, দুই টাখনুর নীচে যতটুকু কাপড় ঝুলবে ততটুকু জাহান্নামে যাবে (বুখারী 'লিবাস' অধ্যায় পরিচ্ছেদ নং ৪)। অতএব ছালাত ও ছালাতের বাইরে সর্বাবস্থায় টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা নিষেধ।

প্রশ্ন (১২/২২২)ঃ বিদেশী টাকা দিয়ে যে সমস্ত মসজিদ নির্মিত হচ্ছে সেগুলি নাকি ইহুদীদের টাকা? এক শ্রেণীর বক্তারা এগুলি প্রচার করছে। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুছ ছবুর
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এধরনের কথা ঐ শ্রেণীর লোকেরাই বলে বেড়াচ্ছেন, যারা বিদেশী মুসলমানদের টাকায় মসজিদ নির্মাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কোন মুসলমানকে যদি কেউ ইহুদী বলে তাহ'লে সে নিজেই ইহুদী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা মসজিদ নির্মাণ করছেন সেটা তাদের নিজস্ব দান মাত্র। তারা আক্বীদা ও আমলের দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে আল্লাহভীরু মুমিন। তারা গরীব দেশগুলিতে মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করে দ্বীনি ভাইদের সহযোগিতা করে থাকেন মাত্র। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করবেন' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৭)।

উক্ত হাদীছের আলোকে বিদেশী মুসলমান দাতা ভাইয়েরা মসজিদ নির্মাণ করছেন। যার প্রমাণ মসজিদে সংযুক্ত সাদা পাথরের লেখাগুলি। উক্ত পাথরগুলিতে মসজিদ দাতাদের নাম লিখা আছে। তাদের পূর্ণ ঠিকানাও রয়েছে। সুতরাং এর সত্যতা যাচাই না করে মিথ্যা প্রচার করলে সে মিথ্যুক বলে চিহ্নিত হবে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে (তার সত্যতা যাচাই না করে) তাই-ই বলবে' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৬)। দ্রঃ আত-তাহরীক এপ্রিল '৯৯, প্রশ্নোত্তর ১০/১০৫।

প্রশ্ন (১৩/২২৩)ঃ চার মাযহাবের চার ইমামের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ জানতে চাই। চার ইমাম কি মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত, না ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত? দলীল সহ উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আহসান হাবীব
আনন্দনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ

১- ইমাম আবু হানীফাহ (রহঃ)ঃ জন্মঃ ৮০ হিঃ ও মৃঃ ১৫০ হিঃ।

২- ইমাম মালেক (রহঃ)ঃ জন্মঃ ৯৫ হিঃ, মৃঃ ১৭৯হিঃ।

৩- ইমাম শাফেঈ (রহঃ)ঃ জন্মঃ ১৫০ হিঃ, মৃঃ ২০৪ হিঃ।

৪- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)ঃ জন্মঃ ১৬৪ হিঃ, মৃঃ ২৪১ হিঃ।

উক্ত চার ইমামের সকলেই মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁরা সকলেই বলে গেছেন إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِىْ 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, তখন জেনো যে, ওটাই আমার মাযহাব' *(শা'রানী, কিতাবুল মীযান ১/৭৩ পৃঃ)*। তাঁদের তথাকথিত ভক্তরাই পরবর্তীতে ছহীহ হাদীছ বাদ দিয়ে নিজেদের রায়, ক্বিয়াস অনুযায়ী বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টি করে আপোষে দলাদলিতে লিপ্ত হয়েছে। যার জন্য ইমামগণ দায়ী নন। দায়ী হ'লাম আমরা। রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে ৭৩ ফের্কা সৃষ্টি হবে। তার মধ্যে ৭২টি জাহান্নামে যাবে ও মাত্র একটি জান্নাতী হবে। তাঁকে উক্ত 'নাজী' বা মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যে তরীকার উপরে রয়েছি সেই তরীকার অনুসারী হবে যারা' *(তিরমিযী, মিশকাত পৃঃ ৩০)*।

উল্লেখিত হাদীছের আলোকে চার ইমাম কেন যারাই নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের তরীকার উপরে থাকবেন অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হবেন, তারাই নাজাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন- ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (১৪/২২৪)ঃ কোন ঘর ইসলামী ব্যাংক ব্যতিরেকে অন্যান্য ব্যাংকের কাছে ভাড়া দেওয়া যাবে কি-না?

-আনীসুর রহমান
গ্রাম- কুলবাড়িয়া, পোঃ মৌবাড়িয়া
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংক ব্যতিরেকে কোন সূদী ব্যাংকের নিকট ঘর ভাড়া দেওয়া জায়েয হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন (বাক্বারাহ ২৭৫)। হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদখোর, সূদ দাতা ও তার লেখকের ও সাক্ষীদ্বয়ের উপর লা'নত করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত ২৪৪ পৃঃ)*। আল্লাহপাক কুরআন মজীদে বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে একে অন্যের সাহায্য কর ; আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তি দাতা' (মায়েদাহ ২)।

সূদভিত্তিক ব্যাংকগুলিকে ঘর ভাড়া দেওয়া পাপের কাজে সহযোগিতা করার শামিল। অতএব তাদের কাছে ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে না এবং উক্ত ভাড়ার টাকা ভক্ষণ করা হারাম খাওয়ার শামিল হবে।

প্রশ্ন (১৫/২২৫)ঃ ছালাত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে কিভাবে উত্তর দিতে হবে।

-আনীসুর রহমান
গ্রাম- বড়পাথার
মাঝিড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে হাতের দ্বারা ইশারা করে উত্তর দেওয়া যায়। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বেলাল (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাত অবস্থায় সালাম দিত, তখন তিনি কিভাবে সালামের উত্তর দিতেন? তিনি বললেন, হাত দ্বারা ইশারা করে উত্তর দিতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৯১)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৮১৮)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে হাতের কব্জি (অর্থাৎ কব্জির উপরিভাগ তথা মুঠ বা আঙ্গুল সমূহ) প্রসারিত করতেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৮২০)*।

প্রশ্ন (১৬/২২৬)ঃ রাফউল ইয়াদায়েন না করা সম্পর্কে যে হাদীছ পেশ করা হয়, তা কি ছহীহ? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ কদর আলী
ডাকবাংলা বাজার
ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ অন্যূন ৪০০ শত ছহীহ হাদীছের বিপরীতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত বাকী সময়ে 'রাফউল ইয়াদায়েন' না করার পক্ষে প্রধানতঃ যে চারটি হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে, তার সবগুলিই 'যঈফ'। তন্মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮০৯)*। উক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন, هذا أحسن خبر روى فى نفى رفع اليدين فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه وهو فى الحقيقة أضعف شيئ يعول عليه لأن فيه علل تبطله 'রাফউল ইয়াদায়েন' না করার পক্ষে এটিই সবচেয়ে বড় দলীল হ'লেও এটিই সবচেয়ে

দুর্বলতম দলীল, কেননা এর মধ্যে এমন সব বিষয় রয়েছে যা একে বাতিল গণ্য করে' *(নায়ল ৩/১৪; ফিকহুস্ সুন্নাহ ১/১০৮)*। শায়খ আলবানী বলেন, হাদীছটিকে ছহীহ মেনে নিলেও তা 'রাফউল ইয়াদায়েন'-এর পক্ষে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে পেশ করা যাবে না। কেননা لأنه نافٍ وتلك مثبتة ومن المقرر في علم الأصول أن المثبت مقدم على النافي হাদীছটি না-বোধক। ইল্‌মে হাদীছ-এর মূলনীতি অনুযায়ী হা-বোধক হাদীছ না-বোধক হাদীছের উপরে অগ্রাধিকার যোগ্য' *(হাশিয়া, মিশকাত (আলবানী) ১/২৫৪ পৃঃ)*। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রাঃ) বলেন,

والذى يرفعُ أحبُّ إلىَّ مِمَّنْ لا يرفعُ فإن أحاديثَ الرفعِ أكثرُ وأثبتُ

অর্থাৎ যে মুছল্লী রাফউল ইয়াদায়েন করে, ঐ মুছল্লী আমার নিকটে অধিক প্রিয় ঐ মুছল্লীর চাইতে, যে রাফউল ইয়াদায়েন করে না। কেননা 'রাফ'উল ইয়াদায়েন'-এর হাদীছ সংখ্যায় অধিক ও মযবুত' *(হুজ্জাতুল্লাহ [কায়রো ১৩৫০ হিঃ] ২/১০)*। ইমাম আবু ইউসুফের ছাত্র এছাম বিন ইউসুফ ও অন্যান্য খ্যাতিমান হানাফী বিদ্বান রাফউল ইয়াদায়েন পসন্দ করতেন।

প্রশ্ন (১৭/২২৭)ঃ ছালাতে নাভির নিচে হাত বাঁধার যে হাদীছ পেশ করা হয় তা ছহীহ কি-না জানতে চাই।

-আব্দুল হাফীয
বাইশপুর, চাঁদপাড়া
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছালাতে নাভির নিচে হাত বাঁধার যে হাদীছ পাওয়া যায়, তা যঈফ। যেমন (১) আলী (রাঃ) বলেন, সুন্নাত হচ্ছে ডান কব্জি বাম কব্জির উপর রেখে নাভির নিচে রাখতে হবে *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৫৬, ইরওয়া হা/৩৫৩)*। (২) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'ছালাতে ডান হাত বাম হাতের উপরে নাভির নিচে রাখতে হবে' *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৫৮)*।

পক্ষান্তরে বুকের উপর হাত বাঁধার অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন ত্বাঊস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাতে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতেন। অতঃপর হাত দু'টো বুকের উপর (على صدره) শক্ত করে বাঁধতেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৫৯)*। ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করেছি। তিনি তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর বুকের উপর রাখলেন *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা, বুলুগুল মারাম হা/২৭৫)*। 'নাভীর নীচে হাত বাঁধা' সম্পর্কে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ও অন্য হাদীছ গ্রন্থে যে কয়েকটি 'আছার' বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে মুহাদ্দেছীনের বক্তব্য হ'লঃ لايصلح واحدٌ منها للاستدلال '(যঈফ হওয়ার কারণে) সেগুলির একটিও দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়' *(তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী ২/৮৯ পৃঃ; বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)।*

প্রশ্ন (১৮/২২৮)ঃ ইমাম যখন সূরা ফাতেহার শেষ আয়াত পড়বেন তখন মুক্তাদীগণ 'আমীন' জোরে বলবেন না আস্তে বলবেন? একজন দেওবন্দী আলেম আমীন আস্তে বলতে হবে বলে প্রমাণে সূরা আ'রাফের ৫৫ ও ২০৪ নং আয়াত পেশ করেন। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মীযানুর রহমান
কালিগঞ্জ বাজার
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ ইমাম যখন সশব্দে সূরা ফাতিহা শেষ করবেন, তখন মুক্তাদীগণও পরপই সশব্দে আমীন বলবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'যখনই ইমাম ওয়ালাযযা-ল্লীন' বলবেন অন্য বর্ণনায় যখন 'আমীন' বলবেন, তখন তোমরাও আমীন বল'। কেননা যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন-এর সঙ্গে মিলে যাবে, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করা হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে সশব্দে আমীন বলতেন, যার আওয়ায উচ্চ হত' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৮৪৫)* উল্লেখ্য যে, নিম্ন স্বরে আমীন বলার হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৪১; নায়ল ৩/৭৫)*।

সূরা আ'রাফের ৫৫নং ও ২০৪ নং আয়াতে আমীন চুপে বলার কথা বলা হয়নি। বরং ৫৫ নং আয়াতে গোপনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে। আর ২০৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তা শ্রবণ কর এবং নিশ্চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়'। অত্র আয়াত আমীন আস্তে বলা প্রমাণ করে না। কারণ অত্র আয়াতের শানে নুযূল ভিন্ন। রাসূল (ছাঃ) ছালাতে কুরআন পড়লে কাফেরগণ চিৎকার করত তখন আয়াতটি নাযিল হয়। কেউ বলেন, ছালাতে কথা বললে আয়াতটি নাযিল হয় *(কুরতুবী ৭/৮ খণ্ড পৃঃ ২২৪)*। কাজেই আয়াত দু'টিকে চুপে আমীন বলার প্রমাণে পেশ করা হীন অপকৌশল মাত্র। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ইহুদীরা তোমাদের সবচেয়ে বেশী হিংসা করে তোমাদের 'সালাম' ও 'আমীন'-এর কারণে' *(ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬ সনদ ছহীহ)*। দুর্ভাগ্য আজ মুসলমানেরাই মাযহাবী

যিদের বশবর্তী হয়ে সশব্দে আমীন-এর কারণে হিংসা করেছে।

প্রশ্ন (১৯/২২৯)ঃ অনেকের মুখে শুনা যায় নবী করীম (ছাঃ) নাকি অসুস্থতার কারণে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছিলেন। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ ফেরদাউস
সাহারপুকুর বাজার, গোবিনপুর
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থতার কারণে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছিলেন কথাটি সত্য নয়। বরং লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়া রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত সুন্নাত। হাকাম ইবনু হুযন আল-কুলাফী বলেন, আমি সপ্তম দিনে অথবা অষ্টম দিনে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। অতঃপর বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমরা আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। আপনি আমাদের কল্যাণের জন্য দো'আ করুন। ... আমরা সেখানে কয়েকদিন থাকলাম। শেষ পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জুম'আর ছালাতে উপস্থিত হ'লাম। তিনি লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবায় দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন, 'হে মানব মণ্ডলী আমি যা আদেশ করছি তোমরা তা পুরোপুরি আদায় করতে সক্ষম নও। কাজেই মধ্যম পথ অবলম্বন কর' *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/১০৯৬; ইরওয়া ৩য় খণ্ড হা/৬১৬)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবা দিতেন *(বায়হাক্বী, নায়ল ৩য় খণ্ড ২৬৯ পৃঃ হাদীছ মুরসাল ছহীহ, ইরওয়া ৩য় খণ্ড ৭৮ পৃঃ)*। উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয় যে, সর্বদা লাঠি হাতে করে খুৎবা দেওয়া সুন্নাত। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে বসে বক্তব্য দেওয়া কালীন সময়েও তাঁর হাতে লাঠি ছিল *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪৭৫)*।

প্রশ্ন (২০/২৩০)ঃ মৃত ব্যক্তিগণ শুনতে পায়না। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে "انك لاتسمع الموتى" 'হে নবী আপনি মৃত ব্যক্তিকে শুনাতে পারে না'। তাহ'লে আমরা মৃতদেরকে সালাম দেই কেন?

-যমীরুল ইসলাম
গ্রাম- ভরাট কদমদি
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তি শুনতে পায়না এটাই ঠিক। তবে যেখানে আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) কবর বাসীকে লক্ষ্য করে আমাদেরকে সালাম দিতে বলেছেন ও দো'আ করতে বলেছেন, তাই আমরা সেটা করে থাকি। এটা শুনানোর জন্য নয়, বরং দো'আ করার জন্য। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে নিম্নোক্ত দো'আ শিক্ষা দিতেন যখন তারা কবর যিয়ারতে যেতেন- اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ –

'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হৌক হে মুমেন-মুসলমানের ঘর বাসী। আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমরা আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট নিরাপত্তা কামনা করছি' *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১৫৪)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে- اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَ نَحْنُ بِالْأَثَرِ –

'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক হে কবরবাসীগণ! আল্লাহ তোমাদের ও আমাদের ক্ষমা করুন। তোমরা অগ্রগামী আর আমরা পশ্চাৎগামী' *(তিরমিযী, মিশকাত ঐ)*।

অত্র হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কবরবাসীকে সালাম দিয়ে তাদের জন্য দো'আ করা সুন্নাত।

প্রশ্ন (২১/২৩১)ঃ জনৈক হুযূরের কাছে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি জুম'আর ছালাতের জন্য মসজিদে গেলে তার প্রতি কদমে এক বৎসরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের সমান নেকী হবে। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মাস'উদ রেযা
ভরাট করমদি,
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উপরোক্ত বক্তব্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এ নেকীর কথা কোন হাদীছে নেই। তবে জুম'আর দিনে সকাল সকাল মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হিসাবে উট কুরবানী, গরু কুরবানী, ছাগল, মুরগী, ডিম ইত্যাদি কুরবানীর তুলনামূলক নেকীর আধিক্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যা খতীব খুৎবার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর পরে বন্ধ হয়ে যায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৮৪)*। এতদ্ব্যতীত যে ব্যক্তি ওযূ করে ফরয ছালাতের জন্য মসজিদে রওয়ানা হয়, আল্লাহ তার প্রতি পদক্ষেপের জন্য একটি করে নেকী লেখেন, তার মর্যাদার স্তর একটি করে উন্নীত হয় ও তার একটি করে গুনাহ ঝরে পড়ে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৭১)*। অতএব ফরয ছালাত হিসাবে জুম'আর উদ্দেশ্যে মসজিদে রওয়ানা দিলেও তিনি অনুরূপ নেকী পাবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (২২/২৩২)ঃ রুকূ' থেকে উঠে এবং দুই সিজদার মাঝের দো'আ সশব্দে পড়তে হবে, না চুপে চুপে?

জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল আহাদ
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ ছালাত এমন একটি ইবাদত, যা একাগ্রতার সাথে আদায় করা হয় এবং মুছল্লীগণ স্বীয় প্রতিপালকের সাথে চুপে চুপে কথা বলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যখন তোমাদের কেউ ছালাতে দাঁড়ায় তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে চুপে চুপে কথা বলে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৪৬)*। অতএব দুই সিজদার মাঝখানের দো'আ চুপে চুপে পড়াই বাঞ্ছনীয়। তবে যে সব দো'আ সশব্দে পড়ার কথা প্রমাণিত আছে সে সকল দো'আ সশব্দে বলতে হবে। যেমন সশব্দে 'আমীন' বলা ইত্যাদি *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৮৪৫)*।

প্রশ্ন (২৩/২৩৩)ঃ আমরা নবীর নাম শুনলে 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' ছাহাবীদের নাম শুনলে 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এবং কোন আলেমে দ্বীনের নামের পর 'রাহেমাহুল্লাহ তা'আলা' বলে থাকি। এর দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
যোহা কলেজ
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত নামের পর উক্ত দো'আ গুলি পড়া সুন্নাত। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'অপমানিত হউক সে, যার নিকট আমার নাম উচ্চারণ করা হয় অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করেনা' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯২৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর নাম শুনে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলতে হবে।

ছাহাবী ও নেককার ব্যক্তিদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে আল্লাহপাক একাধিক জায়গায় 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম' ('আল্লাহ তার উপরে সন্তুষ্ট হয়েছেন') বলেছেন *(তওবা ১০০, মায়েদাহ ১১৯, বাইয়েনাহ ৮)*। অতএব প্রমাণিত হয় যে, ছাহাবী ও তাবেঈগণের নামে 'রাযিয়াআল্লাহু আনহু' পড়া বাঞ্ছনীয়। আর বিভিন্ন ছহীহ হাদীছ দ্বারা পরস্পরের জন্য আল্লাহর রহমত কামনার প্রমাণ পাওয়া যায় *(মিশকাত হা/১১৭০, ২৭৯০ ইত্যাদি)*। সে হিসাবে নেক্কার মুমিনদের জন্য দো'আ হিসাবে 'রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা' বলা নেকীর কারণ হবে। এতদ্ব্যতীত নেক্কারগণের মধ্যেস্তর বুঝানোর জন্য যুগ যুগ ধরে মুসলিম বিদ্বানদের মধ্যে উপরোক্ত নিয়ম চলে আসছে।

প্রশ্ন (২৪/২৩৪)ঃ রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত আদায়ের জন্য কোন জায়নামায ছিল কি?

-ইলিয়াস
মাষ্টারপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশেষ জায়নামায ছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, মসজিদ হ'তে আমাকে জায়নামাযটি এনে দাও *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৫৬)*। মায়মূনা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) জায়নামাযে ছালাত আদায় করতেন' *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৮৪৯)*।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বছরা শহরে জায়নামাযে ছালাত আদায় করেছিলেন এবং তাঁর সাথীদের বলেছিলেন যে, রাসূল (ছাঃ) তাঁর নিজের জায়নামাযে ছালাত আদায় করতেন *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৮৫১)*। তবে সেটা ছিল ইমামের জন্য। কেননা রাসূল (ছাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) ঐ সময় ইমাম ছিলেন।

প্রশ্ন (২৫/২৩৫)ঃ ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদীগণ সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে প্রচলিত মুনাজাতকে কেউ সুন্নাত নয় বলছেন। কেউ বিদ'আত বলছেন। আবার কেউ বলছেন করলে ভাল না করলে অসুবিধা নেই। এ ব্যাপারে ওলামাদের মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলফাযুদ্দীন
কোদালকাটি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদীগণের সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে প্রচলিত মুনাজাত পদ্ধতিটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। 'সুন্নাত নয়' অর্থই বিদ'আত। দু'টো কথার একই অর্থ। কিন্তু 'করলে ভাল না করলে অসুবিধা নেই' কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সম্ভবতঃ সবাইকে খুশী করার জন্যই একথা বলা হয়। কারণ প্রচলিত সম্মিলিত মুনাজাত পদ্ধতির পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে ছহীহ বা যঈফ সূত্রে কোন দলীল নেই। তাকবীরে তাহরীমা থেকে শুরু করে সালাম ফিরানোর পর পর্যন্ত যে সমস্ত যিকর ও দো'আ রয়েছে, প্রত্যেকটির স্থান ও পদ্ধতির বর্ণনা ছহীহ হাদীছে রয়েছে। এক্ষণে যে সকল বড় বড় বিদ্বান প্রচলিত সম্মিলিত মুনাজাতকে বিদ'আত বলেছেন তাঁদের মতামত জানার জন্য দেখুন-

(১) ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ), মজমূ'আ ফাতাওয়া ২২ খণ্ড ৫১৯ পৃঃ (ছালাত খণ্ড)।

(২) হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ), যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ৯৩ পৃঃ।

(৩) আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, মজমূ'আ ফাতাওয়া ১ম খণ্ড ১৬১ পৃঃ।

(৪) ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী, মাসিক মুহাদ্দিছ বেনারস থেকে প্রকাশিত জুন '৮২ সংখ্যা।

(৫) মুহাম্মাদ ইকবাল কীলানী (বাদশা সঊদ বিশ্ববিদ্যালয় রিয়ায) কিতাবুছ ছালাত পৃঃ ৯৮।

(৬) ডঃ ছালেহ বিন গানেম আস্‌সাদলান, ছালাতুল জামা'আহ পৃঃ ১৯৩।

(৭) মুফতী ফয়যুল্লাহ হাটহাজারী, ফাতাওয়া মুনাজাত বা'দাছ ছালাওয়াত।

(৮) মুফতী মুহীব্বুদ্দীন (সাং কাযীর জোড় পুকুরিয়া পোঃ আশারকোটা, লাঙ্গলকোট, কুমিল্লা, প্রকাশকঃ ওলামা কল্যাণ পরিষদ, বৃহত্তর নোয়াখালী) ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত'। *=দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ফেব্রুয়ারী'৯৮ (৩/৪৬); ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা ডিসেম্বর'৯৮ (১৪/৪৯)।*

প্রশ্ন (২৬/২৩৬)ঃ মুছাফাহা করার কোন দো'আ আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন!

-যফীরুদ্দীন
চোপীনগর
কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ সালামের পরে মুছাফাহা করার ফযীলত ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়। কিন্তু দো'আ পড়ার কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, দু'জন মুসলমান সাক্ষাতে মুছাফাহা করলে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫২১২)*।

মুছাফাহার সময় "يغفرالله لنا ولكم" অথবা "نحمد الله ونستغفره" পড়ার বিষয়ে মিশকাতে বর্ণিত হাদীছ যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৫২১১; সিলসিলা যঈফা হা/২৩৪৪)*।

প্রশ্ন (২৭/২৩৭)ঃ ছালাত অবস্থায় হাঁচি আসলে হাঁচির দো'আ পড়া যায় কি?

-মুকাররাম
বাউসা হেদাতীপাড়া
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় হাঁচি আসলে হাঁচির দো'আ পড়া যায়। রেফা'আ ইবনে রাফে' (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করছিলাম। হঠাৎ আমার হাঁচি আসল। তখন আমি এই দো'আ পড়লামঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى -

উচ্চারণঃ 'আলহামদু লিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি; মুবা-রাকান 'আলায়হে কামা ইয়ুহিব্বু রাব্বুনা ওয়া ইয়ারযা'।

অর্থঃ আল্লাহ্‌র জন্য প্রশংসা, বহু প্রশংসা, পবিত্র প্রশংসা, বরকতময় প্রশংসা, বরকতজনক প্রশংসা, যেমন প্রশংসাকে আমাদের প্রতিপালক ভালবাসেন ও পসন্দ করেন... *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৯২)*। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছালাত অবস্থায় হাঁচি আসলে হাঁচির দো'আ পড়া যায় *(নায়ল ২/৩২৬; 'ছালাতের মধ্যে হাঁচির জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা' অধ্যায়; মির'আত, ৩/৩৬৪, হা/৯৯৯)*। তবে হাঁচির জওয়াব দেওয়া ঠিক নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮; ফিকহুস সুন্নাহ ১/২০৩ 'ছালাত বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৮/২৩৮)ঃ হিন্দুর সম্পদ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা যায় কি?

[আলোচ্য প্রশ্নটি জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০ সংখ্যায় (৫৭/১৪৭) সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। উৎসুক পাঠকদের জন্য দলীল সহ বিস্তারিতভাবে পুনরায় প্রকাশিত হ'ল- সম্পাদক]

উত্তরঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, পবিত্র বস্তু ভিন্ন তিনি কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত ২৪১ পৃঃ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অবৈধ সম্পদ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নয়। কারণ মসজিদ আল্লাহ্‌র জন্য *(সূরা জিন ১৮)*। এক্ষণে প্রশ্ন- অমুসলিমদের সম্পদ বৈধ না অবৈধ? একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিমদের সম্পদ বৈধ। যেমন আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে (জনৈক মুশরিক-এর পক্ষ থেকে) একটা রেশমী জুব্বা উপহার দেওয়া হয়েছিল *(বুখারী ১ম খণ্ড ৩৫৬ পৃঃ, 'মুশরিকদের উপঢৌকন গ্রহণ' অধ্যায়)*। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ইহুদী নারী নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গোপনে বিষ মাখানো ছাগলের গোশত উপহার হিসাবে নিয়ে আসলে তিনি তা থেকে খেয়েছিলেন *(বুখারী ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৫৬ অধ্যায় ঐ)*। ইমরান ইবনে হুছায়েন (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ একদা এক মুশরিক মহিলার মশক (পানির পাত্র) থেকে পানি নিয়ে পান করেছিলেন এবং ওযূ করেছিলেন *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/২০)*।

অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিমদের সম্পদ বৈধ। আর বৈধ সম্পদ মসজিদে লাগনো যায়। আল্লামা আব্দুল্লা-হিল কাফী (রহঃ) বলেন, অমুসলিমদের সম্পদ হ'লেই যে তা অপবিত্র হবে, ইহা অপ্রমাণিত উক্তি। শরীয়তে বর্ণিত অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থই কেবল অপবিত্র। মুসলমানের হ'লেও তা অপবিত্র *(ফাতাওয়া ও মাসায়েল পৃঃ ৬০)*। অপরদিকে রাসূল (ছাঃ) অন্য এক বর্ণনায় কবরস্থান ও গোসল খানা ব্যতীত সম্পূর্ণ পৃথিবীকে সিজদার স্থান বলেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত পৃঃ ৭০)*। কাজেই যখন কোন অমুসলিম তার সম্পত্তিকে আল্লাহ্‌র নামে ওয়াক্‌ফ করে দিবে, তখন সে সম্পত্তিতে নির্দ্বিধায় মসজিদ বানানো জায়েয হবে। আর ওয়াক্‌ফ হচ্ছে কোন বস্তু বা সম্পত্তিকে মানবীয় স্বত্ব হ'তে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বত্ব করে শুধু আল্লাহ্‌র অধিকারে নির্দিষ্ট করে দেওয়া। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদল নওমুসলিম খৃষ্টানকে তাদের পূর্বতন গীর্জার স্থানকে মসজিদে পরিণত করার নির্দেশ

দেন এবং সেখানে ছালাত আদায় করতে বলেন *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৭১৬)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) মূর্তিমুক্ত গীর্জায় ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী ১/৬২)*।

উপরোক্ত হাদীছের আলোকে আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, মূর্তির ঘরকে মসজিদ বানানো যায় *(মির'আতুল মাফাতীহ হা/৭২১, ২য় খণ্ড ৪২৬ পৃঃ)*। আল্লামা রশীদ আহমাদ গাংগোহী (রহঃ) বলেন, হিন্দুর ও অন্য বিধর্মীদের অর্থ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা যায় *(ফাতাওয়া রাশীদিয়াহ করাচী ছাপা, তাবি, পৃঃ ৫২৩)*। আর একথা সর্বজন বিদিত যে, মক্কার কা'বা ঘরটি মুশরিকেরা নির্মাণ করেছিল। উল্লেখিত বিবরণে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দুদের সম্পদ মসজিদে লাগানো যায়।

প্রকাশ থাকে যে, সূরা তওবার ১৭-১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুশরিকরা মসজিদ আবাদ করার যোগ্যতা রাখে না। এর অর্থ মসজিদের রক্ষনাবেক্ষণ করা, মসজিদে হারামের শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি। এর অর্থ মসজিদ নির্মাণ করা নয়।

প্রশ্ন (২৯/২৩৯)ঃ কোন্ দলীলের ভিত্তিতে জালসাতে বক্তাদেরকে টাকা প্রদান করা হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল কাসেম
গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হযরত বুরাইদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে লোককে আমরা কোন কাজে নিয়োগ করি তাকে সে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করি। যদি পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে তবে তা খেয়ানত হবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৪৮ সনদ ছহীহ)*।

উক্ত হাদীছের ভিত্তিতে বলা চলে যে, বক্তাকে যে বক্তৃতা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, উক্ত দায়িত্বের ও সময় ব্যয়ের বিনিময়ে তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন। অবশ্য সাধারণ বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পাদিত কোন ধর্মীয় আমলের বিনিময় গ্রহণ না করলে আল্লাহ্র নিকট হ'তে তিনি এর পূর্ণ জাযায়ে খায়ের পাবেন- ইনশাআল্লাহ। নবীগণ তাঁদের দাওয়াতের বিনিময় স্রেফ আল্লাহ্র নিকটে কামনা করতেন। অতএব আলেমরাও তার অনুসরণ করতে পারেন।

প্রশ্ন (৩০/২৪০)ঃ প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নেওয়ার সময় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের নামে মোটা অংকের টাকা দিয়ে চাকুরী নিতে হয়। এটা কি শরীয়ত সম্মত?

-মুহাম্মাদ ইকবাল হোসাইন
ডঃ এম,এ, ওয়াজেদ বি, এড কলেজ
মুলাটোলা, রংপুর।

উত্তরঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ও পরকালীন মুক্তির জন্য স্বেচ্ছায় দান করাকে প্রকৃত অর্থে দান বা ছাদাক্বা বলা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 'ডোনেশন'-এর নামে চাকুরী প্রার্থীদের নিকট থেকে যেটা নেওয়া হয়, সেটা প্রকাশ্য ঘুষকে এড়িয়ে চলার একটি গোপন কৌশল মাত্র। যা শরীয়তে জায়েয নয়। অনেক স্থানে এগুলি ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এখানে কর্তৃপক্ষ ও চাকুরী প্রার্থী উভয়ের লক্ষ্য থাকে দুনিয়া। আখেরাত বা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নয়। এটি নিঃসন্দেহে ঘুষ, যা দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ বেকার চাকুরী প্রার্থীদের বাধ্য করছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুষদাতা, ঘুষ গ্রহীতা ও ঘুষের দালাল সকলের উপর লা'নত করেছেন' *(আহমাদ, তিরমিযী বায়হাক্বী ইত্যাদি মিশকাত হা/৩৭৫৩-৫৫ সনদ ছহীহ)*।

অতএব জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান ও চাকুরীপ্রার্থী উভয়কে প্রচলিত 'ডোনেশন' পদ্ধতি হ'তে বিরত থাকা কর্তব্য। তবে অসহায়, মযলূম ও বাধ্যগত অবস্থায় হারাম খাদ্য খাওয়ার ন্যায় সাময়িকভাবে জায়েয হ'তে পারে। তবে এ থেকে পরহেয করে অন্য রূযির পথ তালাশ করা উচিত।

সংশোধনীঃ

আত-তাহরীক ৩য় বর্ষ ৪র্থ-৫ম ইজতেমা সংখ্যা ৩৬/১২৬ প্রশ্নোত্তরে ফরয ও নফল ছালাতে সরাসরি কুরআন দেখে পড়ার বিষয়ে 'কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না' বলা হয়েছে। বিষয়টি ফৎওয়া বোর্ডের সদস্যদের নিকটে তখনই বলা হয়েছিল। কিন্তু ইজতেমা-র প্রচণ্ড ব্যস্ততায় অসাবধানতাবশতঃ বিনা সংশোধনীতেই চলে গেছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

যাই হোক সঠিক কথা হ'ল, বিশেষ প্রয়োজনে অন্ততঃ নফল ছালাতে এটা জায়েয আছে। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ক্রীতদাস আবু আমর যাফওয়ান রামাযান মাসে মহিলাদের ইমামতি করার সময় (সম্ভবতঃ দীর্ঘ ক্বিরাআতের জন্য) কুরআন দেখে পড়তেন। উক্ত আছারের উপরে ভিত্তি করে সঊদী আরবের সাবেক মুফতীয়ে 'আম শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) ফরয ও নফল ছালাতে কুরআন দেখে পড়া জায়েয বলে ফৎওয়া দিয়েছেন। কিন্তু অন্য বিদ্বানগণ এটাকে 'আমলে কাছীর' বা বাড়তি কাজ বলে নিষেধ করেছেন' *(বুখারী, তরজমাতুল বাব ১/৯৬, ফাৎহুলবারী শায়খ বিন বায-এর তা'লীক্বাত সহ ২/২৩৯, 'আযান' অধ্যায়, 'ক্রীতদাসের ইমামতি' অনুচ্ছেদ ৫৪; ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৯৯)*।

উক্ত ফৎওয়ার আলোকে সঊদী আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে অনেক ইমাম তারাবীহ্তে কুরআন দেখে পড়েন। =(সঃ সঃ)॥